চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ

সিস্টার
Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 18 January, 2020 ■ আগরতলা, ১৮ জানুয়ারী , ২০১৯ ইং ■ ৩ মাঘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিধানসভায় প্রস্তাব গৃহীত

এডিসির আসন ৩০ থেকে বেড়ে ৫০ হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (টিটিএএডিসি)-এ আসন সংখ্যা বাড়িয়ে ৫০টি করার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে ত্রিপুরা বিধানসভায়। ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্য অরুণচন্দ্র ভৌমিকের জনস্বার্থে আনা প্রস্তাবটি বিধানসভায় আজ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। ত্রিপুরার উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী মেবারকুমার জমাতিয়া বলেন, সকল অংশের মানুষের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর জন্যই এডিসি-তে আসন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী বলেন, সকল অংশের মানুষের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর জন্য ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের আসন সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা সরকার আসন সংখ্যা ৫০টি করার চিন্তা করছে। এর মধ্যে ৪৪টি আসনে নির্বাচন হবে। রাজ্যপাল মনোনীত প্রতিনিধি হবেন ৬ জন। তাঁর দাবি, বর্তমানে এডিসি-র আসন সংখ্যা ৩০টি। এর মধ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধি ২৮ জন। রাজ্যপাল মনোনীত সদস্য আছেন ২ জন।

বিধায়ক অরুণচন্দ্র ভৌমিকের আনা মূল প্রস্তাবটি হল 'ত্রিপুরা বিধানসভা প্রস্তাব করছে যে, জনস্বার্থে এবং জনপ্রতিনিধিদের সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে টিটিএএডিসি'-র বর্তমান আসন সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক। তিনি প্রস্তাবটি উত্থাপন করে আলোচনা করেন। প্রস্তাবের উপর আলোচনায় অংশ নেন শাসকদলের বিধায়ক দিবাচন্দ্র রাঙ্খল, বিরোধী দলের বিধায়ক প্রভাত চৌধুরী।

আলোচনায় অংশ নিয়ে উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, ১৯৮২ সালে এডিসি গঠিত হয় এবং সপ্তম তফশিলের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৮৫ সালে এডিসি ষষ্ঠ তফশিলের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাঁর কথায়, এডিসি গঠিত হওয়ার পর গত প্রায় ৩৫ বছরে এডিসি-র আসন সংখ্যা একই রয়ে গেছে। বর্তমান সরকারের ২২ মাসে এডিসি এলাকার মানুষের উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এডিসি-কে অধিক ক্ষমতা প্রদানের লক্ষ্যে এডিসি-র আসন সংখ্যা বাড়ানোর চিন্তা করছে বর্তমান সরকার। তিনি বলেন, রাজ্যের ৬৭.১৮ শতাংশ এলাকা এডিসিভুক্ত। রাজ্যের ২৩টি ব্লক এডিসি এলাকায় রয়েছে। তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই ৪২টি দফতর পরিচালনার দায়িত্ব এডিসিকে দেওয়া হয়েছে। মানুষই বিচার করছেন কোন সরকার এডিসি এলাকার উন্নয়নে কাজ করছে। আলোচনার পর প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

বাদল চৌধুরীকে রাজনৈতিক হয়রানির অভিযোগ এনে ওয়াক আউট

বিধানসভায় সরব বিরোধীরা রাজ্যপালের ভাষণ বয়কট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। পূর্ত কেলেংকারির অভিযোগে কারাবন্দি প্রাক্তন বিভাগীয় মন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়ক বাদল চৌধুরীকে নিয়ে আজ শুক্রবার ত্রিপুরা বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিন শুরু হয় তুমুল হৈ হট্টগোলের মধ্য দিয়ে। বিরোধীদের বিক্ষোভে বিধানসভা উত্তপ্ত হয়ে উঠে। প্রথা অনুযায়ী ইংরেজি বছরের প্রথম বিধানসভা অধিবেশন রাজ্যপালের ভাষণ দিয়ে শুরু হয়। এদিন রাজ্যপালের ভাষণ শুরু হতেই বিরোধীরা গলায় প্ল্যা-কার্ড ঝুলিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে শুরু করেন। এক ময় তাঁরা ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। শেষে তাঁরা রাজ্যপালের ভাষণ বয়কট করে সদন থেকে বেরিয়ে যান। অবশ্য প্রচণ্ড হৈ হট্টগোলের মধ্যেও রাজ্যপাল রমেশ বৈস তাঁর ভাষণ জারি রাখেন।

আজ বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার বিধানসভায় উপস্থিত ছিলেন না। বিরোধী দলনেতা ছাড়াই বিরোধীরা বিধানসভায় বিক্ষোভ দেখানোর সব রকম প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিলেন। বিরোধী দলের প্রত্যেক সদস্য গলায় ঝুলানোর জন্য প্ল্যা-কার্ড নিয়ে আসেন বিধানসভায়। বিরোধী দলের সচেতক তপন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বাদল চৌধুরী ইস্যুতে ট্রেজারি বেঞ্চকে চাপে ফেলার কৌশল নিয়েছিল সিপিএম। কিন্তু পাঁচ মিনিটেই তাঁদের আন্দোলন থেমে যায়।

জাতীয় সংগীত দিয়ে অধিবেশন শুরু হওয়ার পর রাজ্যপাল রমেশ বৈস ভাষণ দিতে শুরু করেন। তখনই বিরোধীরা গলায় প্ল্যা-কার্ড ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। বিধায়ক বাদল চৌধুরীকে রাজনৈতিক হয়রানির অভিযোগ এনে বিরোধী সদস্যরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এক সময় তাঁরা ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। এতে মুহূর্তের মধ্যে বিধানসভা উত্তপ্ত হয়ে উঠে। এভাবে বিরোধীরা টানা পাঁচ মিনিট বিক্ষোভ দেখান এবং শেষে রাজ্যপালের ভাষণ বয়কট করে বেরিয়ে যান।

পরে বিধানসভার বাইরে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে বিরোধী দলের সচেতক তপন চক্রবর্তী বলেন, ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য এবং বিরোধী দলের উপনেতা বাদল চৌধুরী ৪০ বছর ধরে সংসদীয় রাজনীতিতে রয়েছেন। দীর্ঘ সময় তিনি রাজ্য সরকারের মন্ত্রী হিসেবে গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। সাংসদ হিসেবেও সুনামের সাথে কাজ করেছেন তিনি। কিন্তু বর্তমান রাজ্য সরকার তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা সাজিয়ে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে চাইছে। তপনবাবুর অভিযোগ, বিধানসভা অধিবেশনের জন্য বাদল চৌধুরীকে কোনও চিঠি বা নোটিশ পাঠানো হয়নি।

তাঁর দাবি, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হয়ে ত্রিপুরাবাসীর দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যই বাদল চৌধুরীকে হয়রানি করা হচ্ছে। কারণ, বাদলবাবুকে গ্রেফতারের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাস্তার পাশে মৃতদেহ উদ্ধার জনমনে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, মোহনপুর, ১৭ জানুয়ারি ।। শুক্রবার দিন সাত সকালে রাস্তার পাশ থেকে চল্লিশ বছর বয়সী এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে গভীর চাঞ্চল্য দেখা দেয়। ঘটনা মোহনপুরের তারাপুর এলাকাতে। মৃত ব্যক্তির নাম পরিতোষ দেবনাথ। যে এই এলাকারই বাসিন্দা। তার নিজ বাড়ি থেকে ৫০০ মিটার দূরত্বে মিলে এই দেহ। বৃহস্পতিবার সকাল ৮টার সময় এলাকাবাসীরা পরিতোষের মৃতদেহ রাস্তার পাশে লক্ষ্য করে খবর দেন সিধাই থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে একে সমস্ত বিষয় দেখে প্রাথমিক তদন্ত শেষ করে দেহটি ময়না তদন্তের জন্য নিয়ে যান মোহনপুর হাসপাতালের মর্গে। মৃত ব্যক্তির দেহে কোনরকম আঘাতের চিহ্ন না দেখা গেলেও পুলিশ সহ মৃতার স্ত্রী শিল্পী ভৌমিকের দাবি অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলেই অসমে পরিতোষের এ মৃত্যু।

কাঞ্চনপুরে বসবাসকারী অউপজাতি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

শুক্রবার মহাকরণে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। পাশে রয়েছেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা, রাজস্বমন্ত্রী এনসি দেববর্মা এবং শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি- নিজস্ব।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। একই দেশে কেউ শরণার্থী হতে পারেন না। তাই, মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্রু শরণার্থীদের ত্রিপুরায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। শুধু তা-ই নয়, কাঞ্চনপুরে বসবাসকারী অ-উপজাতি উদ্বাস্তুদেরও পুনর্বাসন দেওয়া হবে। আজ ব্রু শরণার্থী এবং অ-উপজাতি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন নিয়ে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

প্রসঙ্গত, মিজোরাম থেকে ত্রিপুরায় আগত রিয়াং শরণার্থীদের স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে গতকাল দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নেতৃত্বে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তাকে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব। আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় মহাকরণের প্রেস কনফারেন্স হল-এ এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী এই চুক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। ব্রু শরণার্থীদের সাথে কাঞ্চনপুরে বসবাসকারী অ-উপজাতি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা, রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা এবং আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যের ২৩ বছরের এক সমস্যার দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের জন্য মুখ্যমন্ত্রী দেব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে রাজ্যের জনগণের পক্ষে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পূর্বতন সরকার এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য কোনও উদ্যোগ নেয়নি। আগ্রহ থাকলে আগেই এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হত।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, নতুন চুক্তির ফলে রাজ্যে আশ্রয় নেওয়া ৫,৪০০ রিয়াং পরিবারের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আইজিএম হাসপাতালের কর্মসংস্কৃতি লাটে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। আইজিএম হাসপাতালের কর্মসংস্কৃতি ও চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের একাংশের দায়িত্বজ্ঞান নিয়ে জনমণে তীব্র ক্ষোভ ধুমায়িত হচ্ছে। আইজিএম হাসপাতালে দুর্ঘটনা গঠিত কোন রোগী নিয়ে আসা হলে দমকল বাহিনীর কর্মীরাও ভোগান্তীর শিকার হচ্ছেন। তাতে ক্ষোভে ফুসছেন দমকল কর্মীরাও। রাজ্যের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্ভয়া কাণ্ড

ফাঁসি ১ ফেব্রুয়ারি নয়া মৃত্যু পরোয়ানা জারি আদালতের

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি (হি.স)।। রাষ্ট্রপতি নির্ভযার দোষীদের ফাঁসি মুকুব করার আর্জি খারিজ করার পরই ফের ফাঁসির দিন চূড়ান্ত করা হল। অবশেষে সব জল্পনা-জটিলতায় ইতি টানল দিল্লির দায়রা আদালতই। জারি করল নয়া মৃত্যু পরোয়ানা। সেই অনুযায়ী ফাঁসির দিনক্ষণ ধার্য করা হয়েছে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধানসভায় আলোচনার সময় বাড়াতে দাবী জানালেন সুদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। ত্রিপুরার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য বিজেপি বিধায়ক তথা প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায়বর্মণ বিধানসভার অধিবেশনের সময় আরও একদিন বৃদ্ধির প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তবে আগামী বাজেট অধিবেশনে ওই সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করা যাবে বলে আশ্বস্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। শুক্রবার বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির রিপোর্ট বিধানসভায় পেশ হওয়ার পর বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণ এই প্রস্তাব দিয়েছেন। মূলত, দুর্ঘটনা এবং আত্মহত্যার হার বৃদ্ধি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণ এদিন এই সমস্যার সমাধানে পথ খুঁজে বের করতে আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

আজ বিধানসভায় উপাধ্যক্ষ দ্বাদশ ত্রিপুরা বিধানসভার ষষ্ঠ অধিবেশনে বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির রিপোর্ট পেশ করেন। তখন ট্রেজারি বেঞ্চের বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণ বিধানসভা অধিবেশনের সময় আরও একদিন বৃদ্ধির প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, চলতি বছরে মাত্র ১১ দিন বিধানসভার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। জনকল্যাণে কাজের জন্যই মানুষ আমাদের নির্বাচিত করেছেন। কিন্তু অধিবেশনের সময় কম হলে মানুষের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনার সুযোগ সংকুচিত হয়ে যায়।

তিনি বলেন, ত্রিপুরায় সড়ক দুর্ঘটনা ক্রমশ ভয়ংকর সমস্যার কারণ হয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতি সংরক্ষণ ১০ বছর বৃদ্ধি, বিধানসভায় বিল পাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতি সংরক্ষণ ১০ বছর বৃদ্ধির জন্য ত্রিপুরা বিধানসভাতেও বিল পাস হয়েছে। আজ বিধানসভা অধিবেশনে 'দি কনস্টিটিউশন (ওয়ান হানড্রেড এণ্ড টুয়ান্টি সিক্সস এমেণ্ডমেন্ট) বিল, ২০১৯' সর্বসম্মতি ক্রমে পাস হয়েছে। উল্লেখ্য, তপশিলী জাতি এবং জনজাতিদের জন্য সংরক্ষণের মেয়াদ আরও দশ বছর বাড়ানোর লক্ষ্যে সংসদের দুই কক্ষেই ইতিমধ্যে এই বিলটি গৃহীত হয়েছে। আজ রাজ্য বিধানসভায় এই বিল সর্বসম্মতিক্রমে সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়েছে। আজ বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে এই বিলটি সমর্থনের জন্য সভায় উত্থাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এ বিষয়ে রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা, শাসক দলের বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস, ডা. অতুল দেববর্মা, রতন চক্রবর্তী, সুশান্ত চৌধুরী, আশিষ দাস, বিরোধী দলের বিধায়ক রতন ভৌমিক, সুধন দাস এবং প্রভাত চৌধুরী সবাই বিলটি সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

দিল্লীর সঙ্গে ত্রিপুরার ভৌগোলিক দূরত্ব একই থাকলেও নরেন্দ্র মোদির প্রধানমন্ত্রীত্বে কেন্দ্রে সরকার গঠিত হওয়ার পর ত্রিপুরার সঙ্গে দিল্লীর আত্মিক দূরত্ব অনেক কমেছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের আগ্রহ এবং পরিকল্পনা তাই প্রমাণ করে। গত প্রায় ২৩ বছর ধরে চলতে থাকা রিয়াং শরনার্থীদের সমস্যার গতকাল সমাধান হয়েছে। তা হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-এর উদ্যোগের জন্যই। আজ বিধানসভা অধিবেশনে 'দি কনস্টিটিউশন (ওয়ান হানড্রেড এণ্ড টুয়ান্টি সিক্সস এমেণ্ডমেন্ট) ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আঠার লক্ষাধিক টাকার ইয়াবা, গাঁজা ও গরু উদ্ধার করল বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। নেশা বিরোধী অভিযানে ত্রিপুরায় ফের সাফল্য পেয়েছে বিএসএফ। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ২,৬৭৯টি ইয়াবা ট্যাবলেট, ১৫.৭ কেজি গাঁজা এবং দশটি গরু উদ্ধার করে এই সাফল্য পেয়েছে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। উদ্ধারকৃত নেশা সামগ্রী ও গরুগুলির মোট বাজার মূল্য ১৮ লক্ষ ৫৪ হাজার ৮৫০ টাকা।

বিএসএফের ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারে জনসংযোগ আধিকারিক অরুণ কুমার ভর্মা জানিয়েছেন, সিপাহিজলার অধীন কলমচৌড়া থানাধীন বক্সনগর বিওপি এলাকায় বিএসএফ জওয়ানরা টহল দেওয়ার সময় পাচারকারীদের গতিবিধি লক্ষ্য করেন। তখন বিএসএফ জওয়ানরা ওই পাচারকারীদের দাঁড়াতে নির্দেশ দেন। কিন্তু পাচারকারীরা সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। অরুণ ভর্মা জানিয়েছেন, এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে বিএসএফ জওয়ানরা ১,৮৮৯টি নেশার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছেন। এগুলোর বাজারমূল্য ৯ লক্ষ ৪৪ হাজার ৫০০ টাকা।

অরুণ কুমার ভর্মা আরও জানান, পিআরবাড়ি থানাধীন রাধানগর বিওপি এলাকায় বিএসএফ জওয়ানরা গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে সীমান্ত সংলগ্ন এক স্থানে ওত পেতে বসে থাকেন। পাচারকারীরা ওই এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় বিএসএফের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যায়। তবে, পালিয়ে যাওয়ার সময় তারা ইয়াবা ট্যাবলেট ফেলে গেছে। তিনি জানান, বিএসএফ জওয়ানরা ওই এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে ৭৯০টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছেন। এগুলোর বাজারমূল্য ৩ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যপালের ভাষণে সরকারের গুণকীর্তন

ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্য করার প্রত্যয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্য করার দৃঢ় প্রত্যয় আজ রাজ্যপালের ভাষণে ফুটে উঠেছে। তাঁর কথায়, নানা প্রচেষ্টায় ত্রিপুরা প্রকৃত অর্থেই মডেল রাজ্যে পরিণত হওয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কারণ আমাদের শাসন ব্যবস্থার মূল মন্ত্র সব-কা সাথ, সব-কা বিকাশ, সব-কা বিশ্বাস। মূলত, রাজ্যপাল রমেশ বৈস আজ বিধানসভায় নতুন ত্রিপুরা গঠনের দিশা দেখিয়েছেন। সাথে তিনি সংবিধানের ৩৭০ ও ৩৫-ক ধারা বাতিল করে সংসদে জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠন আইন পাশের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে বিতর্কিত রাম জন্মভূমি সমস্যার সমাধানে সুপ্রিমকোর্টের ঐতিহাসিক রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন তিনি।

প্রথা অনুযায়ী প্রতি ইংরেজি বছরের প্রথম বিধানসভা অধিবেশন রাজ্যপালের ভাষণ দিয়ে শুরু হয়। সে মোতাবেক রাজ্যপাল রমেশ বৈস শুক্রবার বিধানসভায় ভাষণ দিয়েছেন। এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরার আর্থিক ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের সুবিধার্থে চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরকে ব্যবহার করে মাল

শুক্রবার বিধানসভা অধিবেশনের প্রথম দিনে রাজ্যপাল রমেশ বৈস ভাষণ দিচ্ছেন। ছবি- নিজস্ব।

পরিবহণ সংক্রান্ত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজার তৈরি, সাব্রুম শহরে পানীয়জল সরবরাহের জন্য ফেণী নদী থেকে ভারত সরকার দ্বারা ১.৮২ কিউসেক জল তোলার মউ স্বাক্ষর করা, দু-দেশের উন্নয়নে অংশীদারিত্বের প্রকল্প যেমন বাংলাদেশ থেকে বেশি পরিমাণে এলপিজি আমদানি, প্রস্তাবিত সোনামুড়া-দাউদকান্দি জলপথকে প্রোটোকল রুট-এর স্বীকৃতি ইত্যাদি বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাই প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন রাজ্যপাল।

রাজ্যপাল বৈসের কথায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর গুচ্ছ প্রকল্প চালুর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন কল্যাণমূলক পদক্ষেপ হাতে নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আয়ুষ্মান ভারত, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা, ডিজিটাল ইন্ডিয়া, প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা, স্বচ্ছ ভারত মিশন, প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা, সৌভাগ্য যোজনা, দিনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামজ্যোতি যোজনা, স্কিল ইন্ডিয়া এবং দীনদয়াল উপাধ্যায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ১০০ ▫ ১৮ জানুয়ারি ২০২০ ইং ▫ ৩ মাঘ ▫ শনিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

চুক্তি ঐতিহাসিক, তবু সংশয়

শেষ পর্য্যন্ত মিজোরামের রিয়াং শরণার্থীদের জয় হইল। জোর জবরদস্তি করিয়া মিজোরামে ফেরৎ পাঠাইতে গিয়া বার বার ব্যর্থতাই কুড়াইতে হইয়াছে। সম্প্রতি, রিয়াং শরণার্থীদের জোর জবরদস্তি শরণার্থীদের পাঠাইতে গিয়া সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের মুখে দাড়াইতে হয় প্রশাসনকে। রেশন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। বল প্রয়োগের চেষ্টাও হয়। কিন্তু রিয়াং শরণার্থীরা সিদ্ধান্তে অনড়। তাহারা মিজোরামে ফিরিয়া যাইতে চান না। শেষ পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টি নিয়া নতুন করিয়া ভাবনাচিন্তা করিয়াছে। মিজোরামে ফেরৎ পাঠাইতে না পারিয়া কেন্দ্র ও র াজ্য সরকার রণে ভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেন। মিজোরামের রিয়াং শরণার্থীদের ত্রিপুরাতেই পুনর্বাসন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই মতো ১৬ই জানুয়ারী দিল্লিতে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। রিয়াং শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্র ছয় হাজার কোটি টাকার প্যাকেজও ঘোষণা করে। চুক্তির মধ্যে আছে শরণার্থীদের ৪০ফুটাই ৩০ ফুট জায়গা দেওয়া হইবে ঘড তৈরীর জন্য। প্রতিটি পরিবারের জন্য চার লক্ষ টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করা হইবে। প্রতিমাসে প্রতিপরিবারকে দেওয়া হইবে পাঁচ হাজার টাকা। বাড়ী তৈরীর জন্য দেওয়া হইবে দেড় লক্ষ টাকা। এই বিশাল প্যাকেজ দিয়া কেন্দ্র সরকার রিয়াং শরণার্থীদের প্রতি যে উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে যদি এই দীর্ঘ সমস্যার সমাধান হয় তবেই তাহাকে বলা যাইতে পারে সার্থক উদ্যোগ। এক রাজ্যের শরণার্থীদের অন্য রাজ্যে পুনর্বাসন দেওয়ার নজীর দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। রিয়াং শরণীদের সম্পর্কে কাঞ্চনপুরের অউপজাতি অধিবাসীদের তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার রিয়াং শরণার্থীদের মিজোরামে ফেরৎ পাঠাইতেই বদ্ধপরিকর ছিলেন। সেখানে সব চাইতে বেশী বাধ সাধিয়াছিলেন মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ। এবার দিল্লীতে আলোচনার সময় উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব, মন্ত্রী এন সি দেববর্মা, মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া ও প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা। রিয়াং শরণার্থীরা দেখিয়াছেন প্রদ্যুৎ কিশোরই তাহাদের পক্ষে মুখ্য ভূমিকা নিয়াছেন। সেই অর্থে প্রদ্যুৎ কিশোরের রাজনৈতিক ফায়দা হইয়াছে বলা যায়।

যে কাঞ্চনপুরে বছরের বছর মিজোরামের রিয়াং শরণার্থীরা শিবির করিয়াছিলেন, সেখানে স্থানীয় স্থায়ী অধিবাসীরা যে যাতনা ভোগ করিয়াছে সে সম্পর্কেও কেন্দ্র এবং রাজ্য কোনও পদক্ষেপ না নেওয়ায় ক্ষোভ বাড়িয়াছে। কাঞ্চনপুরের বাসিন্দারা কোনও অবস্থাতেই রিয়াং শরণার্থীদের ত্রিপুরায় পুনর্বাসনের পক্ষে নন। তাহাদের মিজোরামে ফেরৎ পাঠানোর দাবীতেই অনড় কাঞ্চনপুরের নাগরিক সমাজ। কাঞ্চনপুরের নাগরিক মঞ্চ কাঞ্চনপুরকে এডিসি মুক্ত করিবার দাবী করিয়াছে। স্বস্তি সমিতির যে নথিপত্র আছে তাহাতে কাঞ্চনপুরে অউপজাতিরাই সংখ্যা গরিষ্ঠ। কাঞ্চনপুরের ক্যাব বিরোধী আন্দোলনেও রিয়াং শরণার্থীরা জঙ্গী আন্দোলন করিয়াছে। ইহাতে অউপজাতি অংশের মানুষই আক্রান্ত ও নির্যাতীত হইবার অভিযোগ আছে। রিয়াংরা এই দেশেরই নাগরিক। এক রাজ্যের লোক অন্য রাজ্যেও বসতি স্থাপন করিতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন উঠিয়াছে, এত বিপুল সংখ্যক রিয়াং শরণার্থীদের পুনর্বাসন সারা রাজ্যেই ছড়াইয়া ছিটাইয়া দিতে হইবে। কোনও একটি মাত্র জায়গায় পুনর্বাসনের অর্থই হইবে এই অঞ্চলে জনসংখ্যার চাপ বাড়ানো। রিয়াং শরণার্থীরা দীর্ঘ বছর বিনামূল্যে রেশন ইত্যাদি পাইয়াই অভ্যস্ত। আরও দুই বছর বিনামূল্যে রেশন পাইবে। মাসে পাঁচ হাজার টাকা নগদ পাইবে প্রতি পরিবার। ঘর তৈরীর জায়গা, টাকা পাইবে। ফিক্সড ডিপজিট ৪ লক্ষ টাকা। এই বিপুল প্যাকেজ দেওয়ার পর তাহাদের ভাগ্যের উন্নতি হইবে না যদি তাহাদের কর্মসংস্থানের পথে জোর দেওয়া না হয়। সরকারী দানছত্রে তাহারা অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহাদের কর্মসুখীন করাও বিরাট ব্যাপার। আলস্য ও শ্রমবিমুখতা জীবনে অভিশাপ ডাকিয়া আনে। যদি নিজেদের নিজের পায়ে দাঁড়াইবার চেষ্টা না চালায় তাহা হইলে এই শরণার্থী বোঝা সরকারের কাঁধ হইতে নামাইতে পারিবে না। দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধানে কেন্দ্র বিশাল প্যাকেজ ঘোষণা করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের পুনর্বাসনের বিষয়টি যদি খুব সুচিন্তিত ভাবে দেওয়া না হয় তাহা হইলে সমস্যা নতুন করিয়া দেখা দিবে। দান খয়রাতি রিয়াং শরণার্থীদের মেরুদন্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। এই মেরুদন্ড সোজা করিতে হইলে কর্মসংস্থান মুখ্য পথ নিতে হইবে। কিন্তু কেন্দ্রের ঘোষিত প্রকল্পে তো শুধুই দায় খয়রাতি আছে। কিভাবে পুনর্বাসনের পর তাহাদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনী করা হইবে সেবিষয়ে তো কোনও উল্লেখ নাই। এখনই যদি এই ব্যাপারে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয় তাহাদের কর্মমুখীন পথে নেওয়ার চেষ্টা হয় তাহা হইলে হয়তো সুফল মিলিবে। কিন্তু পরিস্থিতি সেই পথে দেখা যাইতেছে না। আর এজন্যই রিয়াং শরণার্থীদের ভবিষ্যত নিয়া দুশ্চিন্তা পিছু ছাড়িবে বলিয়া মনে হয় না। এই ঐতিহাসিক রিয়াং চুক্তি হইলেও ভবিষ্যত নিয়া সন্দেহ সংশয় থাকিয়াই যাইতেছে।

ডিমা হাসাও জেলার হারাঙ্গাজাওয়ে মহিলাদের সঙ্গে অশালীন আচরণের অভিযোগ জনৈক পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে

হাফলং (অসম), ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) : মহিলাদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করার মতো গুরুতর অভিযোগ উঠেছে অসম পুলিশের জনৈক অফিসারের বিরুদ্ধে। শীঘ্র সংশ্লিষ্ট অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি তাঁকে বদলির দাবি উঠেছে। ঘটনা ডিমা হাসাও জেলার হারাঙ্গাজাওয়ে সংগঠিত হয়েছে।

হারাঙ্গাজাও থানার ওসি অংশু রাজকুমার সিঙের ‘অত্যাচার’-এ ওই এলাকার মহিলারা জোটবদ্ধ হয়েছেন। আজ শুক্রবার তাঁরা ওসির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ সংবলিত এক স্মারকপত্র ডিমা হাসাওয়ের পুলিশ সুপার গৌরভ অভিজিতের হাতে তুলে দিয়েছেন। পাশাপাশি স্মারকপত্রের প্রতিলিপি দক্ষিণ আসাম রেঞ্জের ডিআইজি এবং ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসকের উদ্দেশ্যেও পাঠিয়েছেন তাঁরা।

হারাঙ্গাজাও এলাকার মহিলারা ডিমা হাসাও জেলার পুলিশ সুপারের কাছে প্রদত্ত অভিযোগপত্রে লিখেছেন হারাঙ্গাজাও থানার ওসি অংশু রাজকুমার সিং হারাঙ্গাজাও এলাকায় মহিলা থেকে শুরু করে পুরুষদের সঙ্গে অশালীন আচরণের পাশাপাশি দুর্ব্যবহার করেন। এমন-কি হারাঙ্গাজাওয়ের বিভিন্ন এলাকায় দিনে ও রাতে মানুষের বাড়িতে হানা দিয়ে অযথা কোনও কারণ ছাড়া মহিলাদের সঙ্গে অশালীন আচরণে জড়িয়ে পড়েন ওই পুলিশ অফিসার। গুরুতর এই অভিযোগ উত্থাপন করে হারাঙ্গাজাও এলাকার মহিলারা ওসি অংশু রাজকুমার সিঙের অবিলম্বে বদলির দাবি তুলেছেন।

অভিযোগনামায় হারাঙ্গাজাও এলাকার মহিলারা আরও লিখেছেন, হারাঙ্গাজাও থানার ওসির দায়িত্ব নেওয়ার পরই অংশু রাজকুমার সিং এলাকায় একপ্রকার সন্ত্রাস কায়েম করে রেখেছেন। কারণে আকারণে অযথা মহিলা থেকে শুরু সাধারণ মানুষের সঙ্গে অশালীন আচরণ ও দুর্ব্যবহারে লিপ্ত হচ্ছেন। তাই অবিলম্বে হারাঙ্গাজাও থানার ওসির বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাকে হারাঙ্গাজাও থেকে অন্যত্র বদলি করা না হলে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা হবে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে হারাঙ্গাজাও এলাকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে বলে স্মারকপত্র তথা অভিযোগনামায় উল্লেখ করেছেন মহিলারা। এমতাবস্থায় হারাঙ্গাওজাও এলাকার মানুষের স্বার্থে অবিলম্বে হারাঙ্গাজাও থানার ওসি অংশু রাজকুমার সিংকে বদলি করার দাবি জানিয়ে এলাকার মহিলারা পুলিশ সুপার গৌরব অভিজিতের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন।

রাজধানীর সম্ভাব্য স্থান নিয়ে বিরোধ অন্ধ্রে

শান্তনু বসু

রাজধানী নির্মাণ নিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুর প্রস্তাবিত সিঙ্গাপুরের অনুকরণে বিশ্বমানের রাজধানী অমরাবতীতে গড়ে উঠবে কিনা কিংবা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী জগন্মোহন রেড্ডির অমরাবতীর পরিবর্তে অন্ধ্রের তিনটি স্থানে শাসন বিভাগীয় রাজধানী (এক্সিকিউটিভ ক্যাপিটাল) আইনসভা এবং হাইকোর্ট স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশের জনতা ‘অনুন্নত’ রয়ালসীমা বনাম পশ্চিম গোদাবরীর মধ্যে বিভক্ত হয়ে গিয়েছেন। ইংরেজ আমলে ১৯৩৭ সাল থেকেই মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভূক্ত এবং পরে নিজাম প্রদেশের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার পর ১৯৫৬ তে প্রথম ভাষাভিত্তিক রাজ্য হিসেবে অন্ধ্রপ্রদেশ গঠিত হয় এবং ২০১৪ তে অন্ধ্রপ্রদেশকে বিভক্ত করে পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠিত হলেও হায়দরাবাদ থেকে তেলেঙ্গানার মধ্যেই। সেই ১৯৩৭ সালে শ্রীবাগ চুক্তির সময় থেকেই অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী কোথায় হবে সেই নিয়ে তীব্র বাদবিতাণ্ডা চললেও জগন্মোহন রেড্ডির ‘তিনটি রাজধানী’র প্রস্তাব এতটাই ঝড় তুলেছে যা অতীতে কখনও দেখা যায়নি।

অমরাবতীতে রাজধানী নির্মাণের জন্য ২৫ হাজার কৃষক বিজয়ওয়াড়া-গুন্টুর-তেনালি-মঙ্গলগিরি প্রভৃতি উর্বর কৃষিজমি অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা শুনে তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন এবং বর্তমান শাসকদলের বিধায়ক ও সাংসদদের হেনস্থা করছেন। কৃষিজমি নেওয়ার সময় বলা হয়েছিল যে অমরাবতীতে বিশ্বমানের রাজধানী করা হবে। সে কারণে বিধানসভা, সচিবালায় এবং হাইকোর্টের পরিকঠামো এবং সরকারি আধিকারিকদের জন্য বেশ কিছু কোয়ার্টার নির্মাণ করাও হয়েছিল। আকাশেরচাঁদ কৃষকের হাতে নিয়ে আসা মোটামুটি এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে চন্দ্রবাবু নাইডু কৃষকদের থেকে জমি নিয়ে অমরাবতীতে রাজধানী নির্মাণ করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু কৃষকরা এখন গভীর অনিশ্চয়তায়। কিন্তু ঠিক কী কারণে অমরাবতীতে রাজধানী গড়ে উঠতে পারছে না?

অমরাবতীর জন্য প্রয়োজন ১ লক্ষ কোটি টাকা। যেটা রাজ্য অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। পূর্বতন তেলেগু দেশম পার্টির সরকার ৫ বছরে খরচ করেছে ৫,৮০০ কোটি টাকা। সেই টাকা সংগৃহীত হয়েছিল কেন্দ্রে দেওয়া অর্থ, অমরাবতী বন্ড এবং অন্যান্য উৎস থেকে যে কারণে বর্তমান সরকারকে প্রতি বছর ৭০০ কোটি টাকা সুদ দিতে হচ্ছে। বিভিন্ন আর্থিক সংস্থার সঙেগ সহায়তার ব্যবস্থাতেই একে রাজধানীর রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। বিশ্বব্যাঙ্ক ঋণ দিতে অনেক দেরি করে। সিঙ্গাপুরও প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও একে রাজধানী হিসেবে গড়ে তুলতে তেমন আগ্রহ দেখায়নি। অমরবাতী অঞ্চলের ২৯টি গ্রাম থেকে ৩৩,০০০ একর জমি নিয়ে নেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল অমারাবতীতেই অন্তত ৯ টি শহরে যেমন ‘জ্ঞান বিজ্ঞান শহর’, ‘সরকারি শহর’ এবং ‘বিচারালয় শহর’ গড়ে তোলা হবে এবং এই শহরের থেকে যে আয় হবে সেটা কৃষকদের দিয়ে দেওয়া হবে।

কৃষকদের বলা হয়েছিল প্রতি বছর প্রতি একর জমি বাবদ ১০ বছর ধরে ৫০,০০০ টাকা করে

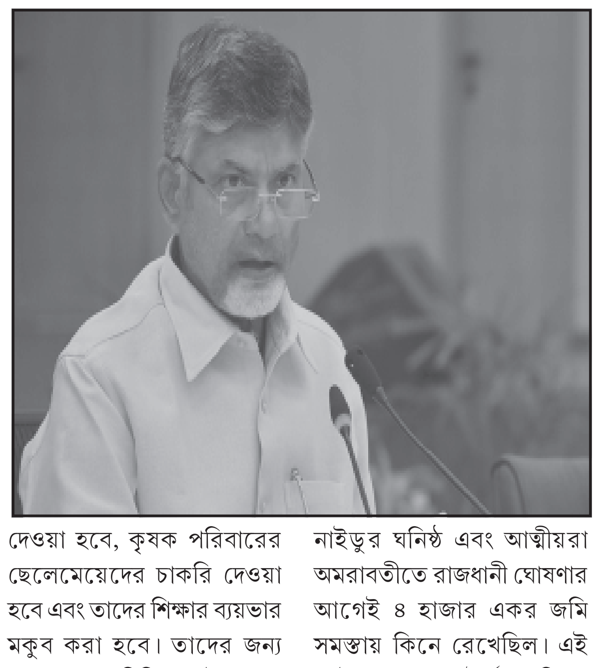

দেওয়া হবে, কৃষক পরিবারের ছেলেমেয়েদের চাকরি দেওয়া হবে এবং তাদের শিক্ষার ব্যয়ভার মকুব করা হবে। তাদের জন্য ব্যবস্থান ও বাণিজ্যিক প্লট দেওয়া হবে। পরিকাঠামোগত সুযোগসুবিধা যেমন রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ সংযোগ, নিকাশি গড়ে তোলা হবে এবং বিনামূল্যে স্বাস্থ্য কার্ড দেওয়া হবে । কিন্তু বেশিরভাগই কৃষকদের অভিযোগ, এইসব প্রতিশ্রুতি রাখা হয়নি।

অমরাবতীতে কৃষিজমি নেওয়ার জন্য যে ক্যাপিটাল রিজিয়ন ডেভলপমেন্ট অথরিটি (সিআরডিএ) গড়ে উঠেছিল তারা কৃষকদের স্বপ্ন দেখিয়েছিল যে অমরাবতী আর একটা সিঙ্গাপুর শহর হয়ে উঠবে সেই জমির দাম দশগুণ বেড়ে যাবে। নেলাপাড়ু গ্রামের কৃষক, যাঁর দেওয়া জমিতে অস্থায়ী হাইকোর্ট গড়ে উঠেছে তার আয়ও কমে গিয়েছে অনেক। উন্ডাভাল্লি, পেনুমাকা, নিদামাররু গ্রামের চাষিরা তাদের জমি দিতে চায়নি। কারণ সেই জমি ছিল অত্যন্ত উর্বর অনেক চাষি সরকার নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের চেয়ে বেশি দাবি জানিয়েছিল আবার কেউ কেউ জমি দিতেই চায়নি। পেনমাকার কৃষক কে এস রেডি যিনি জমি দিতে অস্বীকার করেছিলেন, তিনি বলেছেন যে তাকে বিভিন্নভাবে হেনস্থা হতে হয়। রাজস্ব দফতরের তালিকা থেকে তার নাম বাদ যায়। পুলিশ এবং রাজস্ব আধিকারিকরা তার উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। আর এক কৃষকও বলেছেন অমরাবতীতে একন জমির চাহিদাও কমে গিয়েছে। আর ৩৪,০০০ একর জমিতে চাষাবাদ বন্ধ হয়ে যাওয়ার দৃশ্য অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। এই অমরাবতী রাজধানীর জমি নিয়ে নেওযার পর টিডিপি সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে যে জমি নিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়ায় অনেক কারচুপি করা হয়েছে। মুষ্টিমেয় প্রভাবশালীরাই জমির লেনদেনে হস্তক্ষেপ করেছে। এটা অভিযোগ যে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নাইডুর ঘনিষ্ঠরাই অনেক কম দামে জমি কিনে রেখেছিল যে কারণে বর্তমান রাজ্য সরকার ইনসাইডার ট্রেডিংয়ের অভিযোগের তদন্ত করবে বলে জানিয়েছে। বর্তমান রাজ্যের অর্থমন্ত্রী পি রাজেন্দ্রনাথ রেড্ডি বলেছেন নাইডুর ঘনিষ্ঠ এবং আত্মীয়রা অমরাবতীতে রাজধানী ঘোষণার আগেই ৪ হাজার একর জমি সমস্তায় কিনে রেখেছিল। এই গুণ্টুরের কৃষ্ণা উর্বর জমিতে রাজধানী স্থাপনের যারাই বিরোধিতা করেছেন তাদেরই কণ্ঠস্বর বন্ধ করার চেষ্টা করেছে।

নানা প্রলোভন দেখিয়ে কৃষকের জমি নেওয়ার পর এখনকার সরকার রাজধানীকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় হতাশ কৃষকরা তীব্র আন্দোলন শুরু করেছে। পূর্বতন নাইডু সরকার অমরাবতীতে রাজধানী করা হবে কিনা বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রায় কোনও সিদ্ধান্তই মানেনি।

কে. সিবরামকৃষ্ণানের নেতৃত্বে যে কমিটি তৈরি হয়েছিল তারা প্রস্তাব করেছিল একটি প্রধান প্রশাসনিক শহর গড়ে তুলবে এবং অন্যান্য শহরগুলোতে বিনিয়োগ, প্রযুক্তি এবং শিল্প গড়ে উঠবে। তার চেয়েও বড় কথা এই কমিটি বিজয়ওয়াড়া-গুণ্টুর-তেনালি-মঙ্গলগিরি প্রভৃতি উর্বব কৃষিজমি অধ্যুষিত অঞ্চলে রাজধানী স্থাপনের বিরুদ্ধেই মত দিয়েছিল। তার পরিবর্তে দেনাকোণ্ডা যেখানে প্রচুর সরকারি জমি বলেছিলেন। উল্লেকযোগ্য কথা হল, অমরাবতীতে বিশ্বমানের রাজধানী স্থাপনের জন্য বলেছিলেন। উল্লেখযোগ্য কথা বল, অমরাবতীতে বিশ্বমানের রাজধানী স্থাপনের পরিবর্তে এক ছোট এলাকায় রাজধানী গঠনের জন্য বলা হয়েছিল যেখানে ধন সম্পদের কেন্দ্রিভবন ঘটবে না। অমরাবতীতে রাজধানী স্থাপন বাস্তবে সম্ভব নয় মূলত আর্থিক কারণে, তাছাড়া এটা বিকেন্দ্রিকরণ ধারণার বিরোধী। একটি মাত্র জায়গায় ধসম্পদের কেন্দ্রিকরণ ঘটলে সেটি হায়দ্রাবাদের মতোই মধুভাণ্ডে রূপান্তরিত হবে এবং অন্ধ্রে অন্য স্থানগুলোর বৃদ্ধি আটকে যাবে। বর্তমানে যে সরকারি অফিসগুলো বিশেষ করে কমিশনারেট এবং সচিবলায়গুলো কাজ করছে সেগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণে আর্থিক বুদ্ধিতে সাহায্য করছে না। পর্যবেক্ষণ কমিটির। কমিটির সবচেয়ে বড় আপত্তির জায়গা ছিল কৃষ্ণা, গুন্টুরসহ পশ্চিম গোদাবরীর সবচেয়ে উর্বর কৃষিজমিতে রাজধানী গড়ে উঠলে কৃষিকাজ যে দারুণভাবে ব্যাহত হবে এবং খাদ্য নিরাপত্তা বিপন্ন হবে সে ব্যাপারেও। কৃষি সমৃদ্ধ এবং জনঘনবসতি পূর্ণ এলাকার কোনওরকম বিভ্রান্ত বিশৃঙ্খলা হোক, এটা কমিটি চায়নি। কৃষিজমিকে অকৃষিকাজে রূপান্তরের বড় প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে সে ব্যাপারে কমিটি নিশ্চিত এবং অশংখ্য কৃষিশ্রমিক জীবিকাচ্যুত হয়ে যাবে। সেই উর্বর কৃষিজমিতে ভূগর্ভস্থ জলস্তর এবং বিশেষ ধরনের মৃত্তিকা সম্পর্কে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। এই ব্যস্ততান্ত্রিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে সেখানে রাজধানী নির্মাণ সেই সঙ্গে অসংখ্য বহুতল নির্মাণ বড় বিপদ ডেকে আনবে। বিকেন্দ্রীকরণের কথা মাথায় রেখে উত্তরণধারায় বিশাখাপত্তনম, রয়ালসীমা, অনন্তপুর, তিরুপতি, কাডাপা, চিত্তুর, কলসহসন্তী নারীকুড়ি স্পাইনে রাজধানী স্থাপনের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

কিন্তু কমিটির সব প্রস্তাবকে খারিজ করে দিয়ে টিডিপি সরকার গ্রিনফিল্ড রাজধানী নির্মাণে এগিয়ে গিয়েছে। বিপুল পরিমাণ কৃষিজমি নেওয়ার প্রেক্ষিতে অমরাবতীর রাজধানী ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (২২ অক্টোবর, ২০১৫)। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জাপানের অর্থরাণিজ্য শিপ্লমন্ত্রী ইয়ুসুকে। সেই একই দিনের সিঙ্গাপুরের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী এস ঈশ্বরণ সিঙ্গাপুরের আদলে আধুনিক রাজধানী নির্মাণে সহায়তা দেবার কথা বলেন। নাইডু সেই সময়ই আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিষয়ে স্বাক্ষর করেন যাতে বিনিয়োগের রাস্তা আরও প্রশস্ত হয়। প্রায় পঁচিশ হাজার কৃষকের মধ্যে ১২৫ জন কৃষক সিঙ্গাপুরে পাঠানো হয়,যাতে তারা আধুনিক রাজধানী সম্পর্কে জেনে আসতে পারে। সিঙ্গাপুর কীভাবে একটা মৎস্যশিকারের কেন্দ্র থেকে আধুনিক রাজধানীতে পরিণত করতে পারে সে ব্যাপারে সম্যক ধারণার জন্যই তাদের পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু অমরাবতীতে সচিবালয়, রাজ্য বিধানসভা, হাইকোর্টে প্রভৃতির অস্থায়ী কাঠামো নির্মিত হলেও স্থায়ীভাবে রাজধানী নির্মাণের জন্য শিলান্যাস হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে।

কিন্তু অমরাবতীতে রাজধানী নির্মাণের বিষয়টির সম্পর্কে পুরো ধারণাই জন্যই প্রায় তিন বছর লেগে যায়। এই রাজধানী নির্মাণের জন্য রাজ্য সরকার অনেক ফার্ম যেমন ফস্টার অ্যান্ড পার্টনার (ব্রিটিশ আর্কিটেকচার ফার্ম), জাপানের ডিজাইন ফার্ম, মার্কিন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েট, সিঙ্গাপুরের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্তা সারবানা জুরং এবং চিনের গুই ঝাউ ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন প্রভৃতি নিয়োগ করেছিল। রাজধানীর নকশাকে আরও সুন্দর করা যায় সে ব্যাপারে চলচ্চিত্র পরিচালক এস এস রাজামৌল এবং বয়াপতি

শ্রীনুকে দায়িত্ব দেয় তৎকালীন রাজ্য সরকার। এরই মধ্যে টিডিপির বড় নির্বাচনী পরাজয় ঘটে এবং যেসব কৃষকরা জমি দিয়েছিলেন তারা সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও বিধ্বস্ত হয়ে পড়েন। মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই এম জগন্মোহন রেড্ডির নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার এই রাজধানী নির্মাণের বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য দুটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করে। একটি কমিটি তৈরি হয়েছে, রাজ্যের সমস্ত মন্ত্রীকে নিয়ে, আরকটি কমিটি তৈরি হয়েছে বোস্টন কনসালটিং গ্রুপকে নিয়ে। তাদের বলা হয়েছে রাজধানীর স্থান নির্বাচনে তাদের মতাতম দিতে। আবার রাজ্য সরকারের নির্দেশত জি এন রাও কমিটি এই দুটি কমিটির বিষয়কে পুনর্মূল্যায়ন করবে বলে ঠিক হয়েছে। এই দুটি রিপোর্টের ভিত্তিতেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বর্তমান সরকারের প্রস্তাব মতো যাঁরা রয়ালসীমায় হাইকোর্ট স্থাপনের পক্ষপাতী, তাঁরা মনে করছেন যে রয়ালসীমায় যদি হাইকোর্ট স্থাপিত হয়, তাহলে সবার যে উপকার হবে এমন নয়, কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে বিকেন্দ্রীকরণের যেকথা চলছিল তার হয়ত কিছুটা সুরাহা হতে পারে। কারণ স্বাধীনতার পর থেকেই সেই সময় থেকে এই অঞ্চলের প্রতি যে অবিচার হয়েছে তার হয়ত কিছুটা নিরসন হত। সেই হিসেবে রয়ালসীমার রাজধানী পাওয়ার অধিকার আছে বেং অনুন্নত উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ যদি শাসন বিভাগীয় রাজধানী হয় তবে সেখানে উন্নয়ন হবে।

অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্যে সবচেয়ে পশ্চাৎপদ এলাকা হল রয়ালসীমাকেই সবচেয়ে বেশি ত্যাগ করতে হয়। ১৯৩০ শ্রীবাগ চুক্তির সময় অবিভক্ত অন্ধ্রপ্রদেশের সময় রয়ালসীমাকেই সবচেয়ে বেশি ত্যাগ করতে হয়। ১৯৩০ শ্রীবাগ চুক্তির সময় অবিভক্ত মাদ্রাজ প্রদেশ থেকে বেরিয়ে এসে পৃথক অন্ধ্রপ্রদেশ গড়বার সময় বলা হয়েছিল যে রাজধানী নির্মাণে রয়ালসীমাকে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। হায়দ্রাবাদকে রাজধানী করে তেলেঙ্গানার কিছু অংশ নিয়ে ১৯৫৬ তে যখন অন্ধ্রপ্রদেশ তৈরি হয় পণ্ডিত নেহরু তখন এসেছিলেন এবং সভাপতিত্ব করেন। প্রায় ৬০ বছর কেটে যাওয়ার পরেও রয়ালসীমায় কোনও রাজধানী স্থাপন করার কথা বলছেন, কিন্তু বশাখাপত্তনমে কোনও পরিকঠানো নেই এবং সমগ্র তেলেগু সম্প্রদায়ের জন্য এটা এক দুঃসংবাদ।

১৯৫৬-তে অন্ধ্রপ্রদেশ গড়ে উঠবার পর কুর্নুলে রাজধানী করবার দাবি রয়ালসীমা ছেড়ে দেয় এবং হায়দরাবাদ রাজধানী হিসেবে গড়ে ওঠে। সেই থেকে রয়ালসীমার বাসিন্দারা হায়দরাবাদকে রাজধানী হিসেবে মেনে নেয়। কিন্তু রয়ালসীমার শিল্পায়ন, সেচ ব্যবস্থা অবহেলিত তেকে যায়। পরবর্তকালে যখন পৃথক তেলেঙ্গানার দাবি ওঠে তখনও রয়ালসীমা এবং উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশের দাবিকে নস্যাৎ করা হয়। শ্রীবাগ চুক্তিতে রয়ালসীমার সেচ ব্যবস্থাকে উন্নত করার কথা বলা হলেও সেটা একবারও মেনে নেওয়া হয়নি। রয়ালসীমা সেই দাবি পূরণের কথা জোর দিয়ে বলছে। কাজেই অমরাবতী থেকে রাজধানী স্থানান্তর যেমন বিতর্কের সৃষ্টি করেছে তেমনি রয়ালসীমা সেই দাবিপূরণের কথা জোর দিয়ে বলছে। কাজেই অমরাবতী থেকে রাজধানী স্থানান্তর যেমন বিতর্কের সৃষ্টি করেছে তেমনি রয়ালসীমাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে বলেও ইতিহাসের সাক্ষ্য টেনে আনা হচ্ছে। তেলেঙ্গানার এই প্রশ্নে কোনও সমস্যা নেই কারণ রাজধানী দায়দরাবাদ তেলেঙ্গানাতেই গিয়েছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

আকাশে গৈরিক আলো

বিবেক দেব রায়

‘মম রাজবেশ স্নান গৈরিক।’ ‘গৈরিক’ শব্দটার মধ্যে একটা ত্যাগ ত্যাগ গন্ধ আছে। এমনকী হিন্দি সিনেমার গানে, অরিজিৎ সিং ও অন্তরা মিত্রর গলায় ‘রং দেতু মোহে গেরুয়া’ শুনলেও মনটা একটু উদাস উদাস হয়ে পড়ে। গেরুয়া শব্দটি প্রাকৃত, মূল সংস্কৃত গৈরিক। গৈরিকত মানে যা গিরিপ্রসূত, পাহাড় থেকে যা পাও যায়। সেই কারণে সংস্কৃতে সোনার একটি প্রতিশব্দ হচ্ছে গৈরিক। পাহাড় থেকে পাওয়া যায় ‘হেমাটাইট’ একটি লালচে, কালো ধাতু পাত থাকে—‘ফেরিক অক্সাইড। সাদা ভাষায় যাকে ‘আয়রন ওর’ বলা হয়। ‘চক’ শব্দটা শুনলে আমরা সাদা চকের কথা ভেবে থাকি, যা দিয়ে একসময় ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা হত। আজকাল রেড চক আর দ্যাখা যায় না। যুগ যুগ ধরে তা কিন্তু ব্যহহৃত হয়েছে চিত্রাঙ্কনের জন্য। ‘স্যাঙ্গুইন’ নামে রেড চক বেশি পরিচিত। রেড চকও পাওয়া যায় পাহাড় থেকে। সংস্কৃত একেকটা শব্দের একাধিক মানে থাকে। সংস্কৃত জানা কাউকে গৈরিক শব্দটার মানে জিজ্ঞেস করলে তিনি প্রথমে বলবেন হেমাটাইট বা রেড চক। হয়তো বা আরকটু ভেবে বলবেন। সোনা। সন্ন্যাসের কথা উঠবে না।

তাহলে সন্ন্যাসের সঙ্গে সংযোগটা এল কীভাবে? আজকাল আমরা রংবেরঙের জামাপাড় পরিধান করি। অধিকাংশ রং কিন্তু সিন্থেটিক ডাই। ২০০ বছর আগেও সিন্থেটিকে ডাইয়ের ব্যবহার ছিল না। ব্যবহার করা হত ন্যাচরাল ডাই। এইসব ন্যাচরাল ডাই পাওয়া যেত কাদামাটি, গাছগাছড়া, এমনকী পোকামাকড় থেকে ‘কারমাইন’ রংটার কথা অনেকেই জানেন। তা কিন্তু পাওয়া যায় ‘কোচিনিল নামক একটি পোকা থেকে। ঠিক তেমনি, ‘ক্রিমসন’ রংটি পাওয়া যায় ‘কারমেজ’ নামক একটি পোকা থেকে, কৃমি শব্দটার সঙ্গে যার ব্যুৎপত্তিগত যোগ আছে। ‘নীলদর্পণ’-এর কথা নিশ্চয়ই মনে আছে? একধরনের ন্যাচরাল ডাই বা ভেজিটেব্‌ল ডাই ছিল মহার্ঘ। পার্পল রংটি এত মহামূল্য ছিল বলেই রোমান সম্রাটরা তা পরতেন। হ্যাঁ, তখনকার দিনে পার্পল রং অসাত একধরনের শামুক থেকে। সন্ন্যাসীদের পক্ষে মহামূল্য রংবরঙের পোশাক পরিধান সম্ভবও নয়, শোভাও দেয় না। ঋগ্বেদে পাওয়া যায়, মুনিদের সম্বন্ধে বাল হয়েছে—‘পিশঙ্গা বসতে মলা।’ পিশঙ্গা’ মানে, লালচে-বাদামি বা হলদে। ‘মলা’ মানে, মলিন। অর্থাৎ সন্ন্যাসী লালচে-বাদামি বা হলদে রঙের মলিন বস্ত্র ধারণ করবেন। অথবা পরিধান করবেন বল্কল বা চীর। আমাদের দেশে অনেক রং আসত স্বাভাবিক কাদামাটি বা ‘ওকার’ থেকে। ওকারে আছে আয়রন, অক্সাইড, পিগমেন্ট, মাটির রং। রং না হয় মহার্ঘ। সাদা বস্ত্র ধারণ করবেন না কেন সন্ন্যাসী? কারণ সাদা ধৌত বস্ত্র বিভিন্ন সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত। সন্ন্যাসী এসব সংস্কারের ঊর্ধ্বে, সন্ন্যাসী এসব বিসর্জন করেছেন। মাটি পঞ্চভুতের একটি। সেই পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যাওয়ার একটি ইঙ্গিতও রয়েছে। সেজন্যই গৈরিক সন্ন্যাসের রং।

স্যাফরন রংটিকে ঠিক গৈরিক বলা যায় না। সংস্কৃতে বললে ‘কেসব’ বা ‘পাটল’। আমাদের জাতীয় পতাকায় আছে একধরনের স্যাফরন, যাকে ত্যাগ ও সন্ন্যাসের দ্যোতক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। জাতীয় পতাকার স্যাফরন রংটি অবশ্য গাঢ় স্যাফরন রঙের চেয়ে একটু হালকা। মারাঠা সাম্রাজ্যের পতাকায়ও স্যাফরন বর্ণটি ছিল। আমার ধারণা স্যাফরন রঙের সঙ্গে সন্ন্যাসের সমীকরণটি এসেছে বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমে। ‘স্যাঙ্গুইন’ নামে রেড চক বেশি পরিচিত। রেড চকও পাওয়া যায় পাহাড় থেকে। সংস্কৃত একেকটা শব্দের একাধিক মানে থাকে। সংস্কৃত জানা কাউকে গৈরিক শব্দটার মানে জিজ্ঞেস করলে তিনি প্রতমে বলবেন হেমাটাইট বা রেড চক। হয়তো বা আরকটু ভেবে বলবেন। সোনা। সন্ন্যাসের কথা উঠবে না।তবে স্যাফরড় আর ওকারে তেমন মারাত্মক প্রভেদ নেই। স্যাফরনকেও গৈরিকের রূপান্তর বলে ভাবা যায়। মাটির রং। পৃথিবীর কথা মনে করিয়ে দেয়। সেই যেমন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায়—‘পর্দার বাহির ধুধু মাঠ আকাশে গৈরিক আলো জ্বলে। পৃথিবী কাঞ্চনপ্রভ রৌদ্রের অনলে শুদ্ধ হয়।’(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

সিএএ নিয়ে রাহুলকে কটাক্ষ নাড্ডার

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) নিয়ে রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেস দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন বিজেপির কার্যকারী সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা। দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়ে কাজ করে চলেছে কংগ্রেস বলে জানিয়েছেন তিনি।

শুক্রবার রাজধানী দিল্লিতে ভারতীয় বৌদ্ধ সঙ্ঘের এক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে জগত প্রকাশ নাড্ডা জানিয়েছেন, ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতিই হচ্ছে কংগ্রেস এবং বামপন্থীদের প্রাথমিক লক্ষ্য। সিএএ বিরোধী আন্দোলন করে দেশ দুর্বল করে দিতে চাইছে বিরোধী দলগুলি। দেশভাগের প্রসঙ্গ টেনে কংগ্রেসকে দোষারোপ করে তিনি বলেন, ধর্মের নামে দেশকে ভাগ করেছিল কংগ্রেস। হিংসা এবং অসহিষ্ণুতা সেই সময় বেড়ে গিয়েছিল। সেই সময় জওহরলাল নেহেরু বলেছিলেন পাকিস্তানে যারা ভাল নেই তাদের দেখভাল করবে ভারত। ১৯৫০ সালে নেহেরু-লিয়াকত চুক্তি ভারত পালন করলেও পাকিস্তান তা মেনে নেয়নি। পাকিস্তানে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, খ্রিষ্টান ২৩ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়ায় মাত্র ৩ শতাংশে। বাংলাদেশে সংখ্যাটা কমে দাঁড়িয়েছে ৭ শতাংশে। ওয়াশিংটন পোস্ট ও রয়েটার্সের হিসেব অনুযায়ী আফগানিস্তানে যেখানে ৫০ হাজার শিখ পরিবার ছিল এখন তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র দুই হাজার। এই তিন দেশ থেকে বহু অমুসলমান উদ্বাস্তু ভারতে আশ্রয় নিয়েছে।

সিএএ নিয়ের রাহুলকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নাড্ডার দাবি ‘সিএএ নিয়ে রাহুল গান্ধী ১০টি লাইনও বলতে পারবেন না। আইনটি সম্পর্কে কোনও কিছু না জেনে, তিনি এর বিরোধিতা করে চলেছেন। দেশের জন্য বিষয়টি দুর্ভাগ্যজনক।’

রাজ্যপালের ডাকা বৈঠক বাতিল করলেন মমতা

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি (হি.স): রাজ্যপালের ডাকা বৈঠক বাতিল করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার রাজভবনে জগদীপ ধনকরের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকের কথা ছিল। গণপিটুনি প্রতিরোধ এবং এসসি-এসটি বিল নিয়েই আলোচনার কথা ছিল। মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় অন্য এক কর্মসূচি থাকায় রাজ্যপালের ডাকা বৈঠকে যোগ দিতে পারবেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

গত ১৩ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ট্যাগ করে টুইটে রাজ্যপাল লিখেছেন, ‘আগামী ১৭ জানুয়ারি রাজভবনে দুপুর ২টোয় বিধানসভার সব দলকে বৈঠকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। পশ্চিমবঙ্গে গণপিটুনি প্রতিরোধ বিল ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিশন এসসি-এসটি বিল নিয়ে জানার জন্য এই বৈঠক। একদিকে বিল দু'টি নিয়ে কোনও তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। অন্যদিকে, বিধানসভা ও রাজ্য সরকারের তরফে অসমর্থন যোগ্য তথ্য জনসমক্ষে দেওয়া হচ্ছে। তাই বৈঠকে ডাকা হল বিধায়কদের।’

আমন্ত্রণ পাওয়ামাত্রই বাম এবং কংগ্রেস নেতারা যৌথভাবে সাংবাদিক বৈঠক করেন। তাতেই বিরোধী দলনেতা আবদুল মান্নান বৈঠক নিয়ে ইতিবাচক মত পোষণ করেন। বৈঠক নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী বলেই জানান আবদুল মান্নান। বৈঠকে কোনও আপত্তি নেই বলে জানান বাম পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তী। তবে শুক্রবার কলকাতায় না থাকার ফলে ওই বৈঠকে যোগ দিতে পারবেন না বলেই নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেন তিনি। বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ অবশ্য বৈঠক ডাকার প্রসঙ্গ তুলে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরকে সমর্থন জানিয়েছেন। বৈঠক ডাকা রাজ্যপালের দায়িত্ব বলেই জানান দিলীর ঘোষ।

আজ বৈঠকের ঠিক আগেই মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে রাজভবনে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠকে যোগ দেবেন না। কারণ হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীর অন্য একটি কর্মসূচি রয়েছে বলেই জানিয়ে দেওয়া হয় বিবৃতিতে।

শুক্রবার আগরতলায় ডিওয়াইএফআইয়ের বিক্ষোভ। ছবি- নিজস্ব।

সংবিধানকে রক্ষা করা প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য : আজাদ

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): দিল্লির জামা মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে সমর্থকদের নিয়ে সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করলেন ভীম আর্মির সুপ্রিমো চন্দ্রশেখর আজাদ। বৃহস্পতিবার বিকেলে তিহার জেলে থেকে আদালতের নির্দেশে জামিনে ছাড়া পান বছর ৩৩-র আজাদ। শুক্রবার সকালে গোল মার্কেটে ভগবান বাল্মিকি মন্দির এবং গুরুদ্বার বাংলা সাহেবে যান। পরে সমর্থকদের নিয়ে জামা মসজিদের সামনে সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করেন। মাথায় নীল রঙের পাগড়ি এবং গলায় একই রঙের চাদর পরেছিলেন তিনি। এদিন সিএএ-কে "কালো বেড়াল" আখ্যা দিয়ে আজাদ দাবি করেন, দেশকে সংঘবদ্ধ করে রাখা থেকে বড় কোনও কাজ হতে পারে না। শাহিন বাগ, জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সিএএ বিরোধী আন্দোলনে মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণকে প্রশংসা করেন তিনি। সিএএ-বিরোধী আন্দোলনই যে দেশের ভবিষ্যৎ ঠিক করে দেবে, তা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, নিজের পরিচয় এবং সাংবিধানিক মূল্যবোধকে শক্তিশালী করাটা প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য। সংবিধানকে রক্ষা করাটা প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য। সিএএ বিরোধী বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণ ভাবে করা উচিত।

প্রসঙ্গত, ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দিল্লিতে কোনও রকমের বিক্ষোভ সমাবেশ করতে পারবেন না। এমন শর্তেই আজাদের জামিন মঞ্জুর করে দিল্লি আদালত। গত ১৯ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার দিল্লির দরিয়াগঞ্জে সিএএ-বিরোধী বিক্ষোভের জেরে হিংসাত্মক পরিস্থিতি তৈরি হয়। হিংসায় মদত দেওয়ার জন্য ভীম আর্মির সুপ্রিমো চন্দ্রশেখর আজাদকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

ওয়াশিংটন: ভারতীয় দূতাবাসে বিশ্ব হিন্দি দিবসে বিনামূল্যে হিন্দি শিক্ষা

ওয়াশিংটন, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) : বিশ্ব হিন্দি দিবস উপলক্ষে ওয়াশিংটনে ভারতীয় দূতাবাসে বিনামূল্যে হিন্দি শিক্ষা শুরু করে। এই শিক্ষামূলক ক্লাসগুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইতালি, জামাইকা, জার্মানি, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রিটিশ, ফিজি ইত্যাদির মতো ১০ টি দেশের ৬৫ জন শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছিল। ভারতের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত অমিত কুমার এবং আন্তর্জাতিক হিন্দি কমিটির হরিহর সিং প্রদীপ জ্বালিয়ে বিশ্ব হিন্দি দিবস উদযাপনের উদ্বোধন করেন। ভারতের রাষ্ট্রদূত অমিত কুমার বিশ্ব হিন্দি দিবস সম্পর্কিত ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পাঠানো বার্তাটি পড়েন। রাষ্ট্রদূত অমিত কুমার তার ভাষণে বলেন, ভারতীয় দূতাবাসে নিযুক্ত ভারতীয় সংস্কৃতি শিক্ষিকা ডঃ মোক্ষরাজ গত ২ বছর ধরে কেবল দূতাবাসের ক্যাম্পাসে হিন্দি ক্লাস নিচ্ছেন, পাশপাশি তিনি জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় এবং জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দি ক্লাসও নিয়েছেন, যা প্রশংসনীয়। কুমার বলেন, আমেরিকাতে নয় লক্ষেরও বেশি লোক হিন্দি ভাষায় কথা বলে এবং এখানকার অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দি পড়ানো হচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকার দূতাবাসের জামা নাগানে বলেন, হিন্দি বিশ্বব্যাপী ভাষা। আমরা কেবল হিন্দির মাধ্যমেই ভারতের আসল সংস্কৃতি এবং আসল ইতিহাস জানতে পারি। ভারতীয় দূতাবাসে নিযুক্ত ভারতীয় সংস্কৃতি শিক্ষক ডঃ মোক্ষরাজ তার বক্তব্যে বলেন, বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশে হিন্দি প্রচারের ক্ষেত্রে ১৮৮০ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ১৯০৫ সালে, ডিএভি কলেজ লাহোরের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা হানরাজের অনুপ্রেরণায়, ভাই পরমানন্দ দক্ষিণ আফ্রিকা গিয়ে ভারতের সংস্কৃতি এবং হিন্দি প্রচারের ভূমিকা নিয়েছিলেন, এবং স্বামী শঙ্করানন্দ এবং স্বামী ভবানীদয়াল সাধুরা আন্তরিকভাবে এই কাজে এগিয়ে আসেন।

দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে ৫৭ জন প্রার্থী নাম ঘোষণা বিজেপির

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) দিল্লি বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে ৫৭ জন দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করল বিজেপি।

দিল্লি বিজেপির রাজ্য সভাপতি মনোজ তিওয়ারি দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন। রোহিনী কেন্দ্র থেকে বীজেন্দ্র গুপ্ত। রাজিন্দ্র নগর ও ছাতারপুর কেন্দ্র থেকে যথাক্রমে প্রার্থী হয়েছেন আর পি সিং এবং ব্রহ্ম সিং তানওয়ার। গত বছর আপ ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া কপিল মিশ্র উত্তর দিল্লির মডেল টাউন থেকে লড়বেন। সদরবাজার, চাদনি চক, জনকপুরী থেকে প্রার্থী হয়েছেন যথাক্রমে জয় প্রকাশ, সুমন কুমার গুপ্ত, আশিস সুদ। বিকাশপুরী বিধানসভা কেন্দ্রে সঞ্জয় সিং, পালাম থেকে বিজয় পন্ডিত। শালিমার বাগে রেখা গুপ্ত। তুঘলগাবাদ থেকে শিখা রাইয়ের নাম প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। নতুন দিল্লি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে আপ প্রার্থী হয়েছে অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ওই আসনের জন্য বিজেপির তরফে কোনও নাম এখনও ঘোষণা করা হয়নি।

ভোটের নির্ঘন্ট ঘোষণা হওয়ার পর ১৪ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে মনোনয়ন পেশ প্রতিক্রিয়া। চলবে ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত। ২২ তারিখ হবে মনোনয়নের স্ক্রুটিনি। ২৪ তারিখ মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষদিন। উল্লেখ করা যেতে পারে ৮ ফেব্রুয়ারি হবে ভোটগ্রহণ। ভোটগণনা ১১ ফেব্রুয়ারিতে।

পাঞ্জাবে মহিলাকে প্রকাশ্যে গুলি, অভিযোগ দায়ের ভাই ও ভাইপোর বিরুদ্ধে

চণ্ডীগড়, ১৭ জদানুয়ারি (হি. স.) : পাঞ্জাবে মাথা ও মুখ লক্ষ্য করে এক মহিলাকে চার-চারটি গুলি চালাল দুষ্কৃতীরা। ওই অবস্থায় সাত কিলোমিটার গাড়ি চালিয়ে থানায় গেলেন ৪২ বছরের ওই মহিলা। অভিযোগ দায়ের করলেন তাঁর ভাই এবং ভাইপোর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার। পুলিশ জানিয়েছে, পাঞ্জাবের এই ঘটনায় তদন্ত শুরু হয়েছে। জমি-সম্পত্তি সংক্রান্ত বচসার জেরেই এই আক্রমণ বলে জানা গিয়েছে প্রাথমিক তদন্তে। অভিযোগকারিণী সুমিত কৌরের দাবি, তাঁর ভাই এবং ক্লাস টেনে পড়া ভাইপো তাঁকে গুলি করেছে। তাঁর মা সুখবিন্দর কৌরকেও গুলি করেছে তারা। মুক্তসার জেলায় তাঁদের গ্রামের বাড়িতে এই ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছেন তিনি। তিনি এবং তাঁর মা দু'জনেরই চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, বুলেটগুলি বার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, সুমিত কৌর জবানবন্দি দিয়েছেন, তাঁর ভাই হরিন্দর সিং অনেক দিন ধরেই তাঁদের একটি জমি আত্মসাৎ করার চেষ্টা করছে। ওই জমির মালিকানা সুমিত এবং তাঁর মায়ের। সুমিত বলেন, “আমার বাবার মৃত্যুর পরে আমি আর মা ১৬ একর জমি পাই। সেটার দিকে গোড়া থেকেই নজর ভাইয়ের।” সুমিতের অভিযোগ, এই প্রথম নয়। এর আগেও তাঁকে ও তাঁর মাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে অভিযুক্ত ভাই। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তরা পলাতক। তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়েছে।

পঞ্জাবের রাজ্য সভাপতি হলেন অশ্বিনী

জলন্ধর, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) : বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় পঞ্জাবের রাজ্য সভাপতি নির্বাচিত হলেন অশ্বিনী শর্মা। শুক্রবার আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়।

এদিন বিজেপি নেতা অনিল সারিন জানিয়েছেন, শ্বৈত মালিকের স্থলাভিষিক্ত হলেন অশ্বিনী শর্মা। এদিন দলের ন্যাশনাল কাউন্সিলে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বীতা ছাড়া নির্বাচিত হয়েছেন বলদেব চাওলা, ইকবাল সিং লালপুরা, মোহন লাল, ধর্ম পাল রাও, কওয়াল কুমার, মোহন লাল গর্গ, দিলবর সিং, মহীন্দ্র ভগত, লক্ষ্মী কান্তা চাওলা, ওঙ্কার সিং পানহা, তিকসন সুদ, প্রেম গাঁগনানী, সুরজিত জয়ানি।

উল্লেখ্য আরএসএস থেকে উঠে আসা অশ্বিনী শর্মা ২০১০ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব ভার সামলে ছিলেন। এ ছাড়া রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক পদের দায়িত্বভারও পালন করেছিলেন। ২০১২ সালে পাঠানকোট বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জিতে বিধায়ক হয়েছিলেন। যদিও ২০১৭ সালে এই আসনে কংগ্রেস বিধায়ক অমিত ভিজের কাছে হেরে যান তিনি।

ওড়িশায় লাইনচ্যুত লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেস : বরখাস্ত ৪ জন রেলকর্মী

ভুবনেশ্বর, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): ওড়িশার কটকে মুম্বই-ভুবনেশ্বর লোকমান্য তিলক টার্মিনাস এক্সপ্রেস (এলটিটি) লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনায় বরখাস্ত করা হল ৪ জন রেল কর্মীকেউ পূর্ব উপকূল রেল সূত্রের খবর, লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনায় নেরগুন্ডি স্টেশনের ডেপুটি স্টেশন ম্যানেজার, লোকমান্য তিলক টার্মিনাস এক্সপ্রেসের দু'জন চালক এবং মালগাড়ির গার্ডকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল সাতটা নাগাদ কটকের নেরগুন্ডি রেল স্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত হয়ে যায় মুম্বই-ভুবনেশ্বর লোকমান্য তিলক টার্মিনাস এক্সপ্রেসের আটটি কামরা। রেল দুর্ঘটনায় আহত হন কমপক্ষে ২০ জন যাত্রী। সালাগাঁও এবং নেরগুন্ডির মাঝে মালগাড়ির গার্ড ভ্যানে ধাক্কা মারার পরই লাইনচ্যুত হয়ে যায় সুপারফাস্ট লোকমান্য তিলক টার্মিনাস এক্সপ্রেসের (মুম্বই-ভুবনেশ্বর) আটটি বগি। এই রেল দুর্ঘটনায় উচ্চ-পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কাশ্মীর ভারত ও পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক বিষয় : রাশিয়া

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): কাশ্মীর হচ্ছে ভারত ও পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক বিষয়। সিমলা চুক্তি এবং লাহোর ডিক্লারেশনের মাধ্যমেই এই সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত বলে শুক্রবার জানিয়েছেন ভারতে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত নিকোলাই কুদাশেভ। শুক্রবার রাজধানী দিল্লিতে এক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে নিকোলাই কুদাশেভ বলেন, কাশ্মীর নিয়ে ভারতের নীতি খুবই স্পষ্ট। এতে সন্দেহের কিছু নেই। কাশ্মীর নিয়ে কেন্দ্রের একাধিক পদক্ষেপকে

তিনের পাতার পর

মেয়ের মৃত্যু নিয়ে কিছু লোক রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি করতে চাইছে, অভিযোগ মা আশাদেবীর

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) : মেয়ের মৃত্যু নিয়ে কিছু লোক রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি করতে চাইছে বলে অভিযোগ তুললেন নির্ভয়ার মা আশাদেবী। নির্ভয়ার দোষীদের ফাঁসি নিয়ে ঢিলেমির জন্য একে অপরকে দুষছে কেন্দ্রের বিজেপি ও দিল্লির আপ সরকার। তাতেই অসন্তোষ প্রকাশ করেন আশাদেবী। তিনি বলেন, “মেয়েকে যারা শেষ করে দিল, তাদের হাজারটা সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। তাহলে আমাদের কি অধিকার বলে কিছু নেই?এত দিন রাজনীতি নিয়ে কোনও মন্তব্য করিনি। কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এখন যাঁরা বিষয়টি নিয়ে রাজনীতি করছেন, ২০১২ সালে তাঁরাই হাতে তেরঙ্গা নিয়ে, কালো পট্টি বেঁধে রাস্তায় নেমেছিলেন। আজ আমার মেয়ের মৃত্যু নিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে মাঠে নেমেছেন তাঁরা।” নিয়ম-কানুনের জালে ফাঁসির সাজা আটকে রয়েছে। নির্ভয়াকে ধর্ষণের পর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিল দোষী চারজন। দীর্ঘ সাত বছর ধরে সেই মামলা দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই চালিয়েছেন নির্ভয়ার মা আশাদেবী। অবশেষে চারজনের ফাঁসির আদেশ হলেও তা কার্যকর করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। আর তাতেই নির্ভয়ার মা অসহায় বোধ করছেন। তাঁর দাবি, বিজেপি ও আম আদমি পার্টি চার দোষীর ফাঁসি নিয়ে রাজনীতি শুরু করেছে। শুক্রবার এমন অভিযোগ জানানোর সময় কান্নায় ভেঙে পড়ে তিনি জানান, এবার তিনি অসহায় বোধ করছেন। এ দিন সকালেই মুকেশ সিংহের প্রাণভিক্ষার আর্জি খারিজ করে দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। তবে চাইলে বাকি তিন জনও ক্ষমাভিক্ষার আর্জি জানাতে পারে। সে ক্ষেত্রে ফাঁসি আরও পিছিয়ে যেতে পারে। তাতে ভেঙে পড়েছেন আশাদেবী। ২২ জানুয়ারিই দোষীদের ফাঁসি কার্যকর করতে হবে বলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছেও আর্জি জানিয়েছেন তিনি। আশাদেবী বলেন, “বহত হুয়া নারী পে বার, অব কি বার মোদী সরকার, স্লোগান দিয়ে ২০১৪-য় আপনি ক্ষমতায় এসেছিলেন মোদীজি। সাত বছর আগে দেওয়া সেই প্রতিশ্রুতি পালন করুন। প্রমাণ করুন আপনি দেশের পাহারাদার। ২২ জানুয়ারিই দোষীদের ফাঁসি দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।”

সিএএ নিয়ে পিন্নারাই সরকারের কাছে জবাবদিহি চাইল রাজ্যপাল

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) : রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানকে এড়িয়ে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার জেরে কেরল সরকারের কাছ থেকে এই বিষয়ে জবাবদিহি চাইল রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান।

শুক্রবার আরিফ মহম্মদ খান জানিয়েছেন, রাজ্যপালের কর্তব্য সম্পর্কে সংবিধান স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে। সংবিধানকে সংরক্ষণ, রক্ষা ও সুরক্ষিত রেখে রাজ্যবাসীর সেবায় ও কল্যাণে নিয়োজিত থাকা এবং রাজ্যের সাংবিধানিক কাঠামো যাতে কোনও ভাবেই ভেঙে না পড়ে, সেটা দেখাই রাজ্যপালের কর্তব্য। রাজ্যপালকে অন্ধকারে রেখেই সিএএ-র মতো কেন্দ্রীয় আইনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে কেরল সরকার। অথচ এই আইন রাজ্যের এক্তিয়ারে পড়ে না। তা পুরোপুরি ভাবে কেন্দ্রের তালিকাভুক্ত। রাজ্যপালের সম্মতি ছাড়া এই সংক্রান্ত নির্দেশ রাজ্য সরকার কোনও ভাবে দিতে পারে না। সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার আগে রাজ্যপালের সম্মতি নেওয়াটা রাজ্য সরকারের কর্তব্য ছিল।

এর আগে বৃহস্পতিবার রাজ্যপাল বলেছিলেন, ‘রাজ্য সরকারের সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া নিয়ে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু প্রথমে রাজ্য সরকারকে জানানো উচিত ছিল। সাংবিধানিক প্রধান হওয়া সত্বেও বিষয়টি আমায় সংবাদপত্র পড়ে জানতে হয়েছে। আমি রাবার স্ট্যাম্প নই।’ কেরল সরকারকে তীব্র কটাক্ষ করে তিনি জানিয়েছিলেন, এতে করে সৌজন্য এবং প্রোটোকল(নিয়মভঙ্গ) করা হয়েছে। হুঁশিয়ারি দিয়ে দিয়ে আরিফ মহম্মদ খান জানিয়েছেন, রাজ্যপালের সম্মতি ছাড়া রাজ্য সরকার আদৌ সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারে কিনা তা খতিয়ে দেখা হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে সম্প্রতি সিএএ-র বিরুদ্ধে সর্বসম্মতিক্রমে কেরল বিধানসভা প্রস্তাব পাশ করিয়েছে কেরলের এলডিএফ সরকার।

আহমেদাবাদ-মুম্বই তেজস এক্সপ্রেসের শুভসূচনা, বাণিজ্যিক যাত্রা শুরু রবিবার থেকে

আহমেদাবাদ, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হল আহমেদাবাদ-মুম্বই তেজস এক্সপ্রেসের। শুক্রবার সকালে আহমেদাবাদ থেকে সবুজ পতাকা নেড়ে আইআরসিটিসি-র দ্বিতীয় সেমি হাইস্পিড ট্রেন তেজস এক্সপ্রেসের শুভসূচনা করেছেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি। আহমেদাবাদ-মুম্বই তেজস এক্সপ্রেসের বাণিজ্যিক যাত্রা শুরু হবে আগামী ১৯ জানুয়ারি, রবিবার থেকে। শুক্রবার সকাল ১০.৪৫ মিনিট নাগাদ আহমেদাবাদ থেকে মুম্বইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় তেজস এক্সপ্রেস, সাড়ে ঘন্টা পর গন্তব্যে পৌঁছয় তেজস এক্সপ্রেস।

রেল সূত্রের খবর, আগামী ১৯ জানুয়ারি, রবিবার থেকে আহমেদাবাদ-মুম্বই তেজস এক্সপ্রেসের বাণিজ্যিক যাত্রা শুরু হবে। এদিন তেজস এক্সপ্রেসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা ছিল কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলেরউ কিন্তু, খারাপ আবহাওয়ার কারণে আহমেদাবাদে আসতে পারেননি তিনি। এদিন তেজস এক্সপ্রেসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করার পর গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি বলেছেন, ‘আহমেদাবাদ এবং মুম্বইয়ের মধ্যে সেমি হাইস্পিড সেকেন্ড ট্রেন তেজস এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রা শুরু হওয়া গর্বের বিষয়উ উপকৃত হবে উভয় রাজ্য।’ বিজয় রুপানি আরও বলেছেন, ‘মুম্বই-আহমেদাবাদ রুটে ৰুলেট ট্রেনের কাজও চলছে।’

বৃহস্পতিবার ছাড়াও সপ্তাহে ৬ দিন আহমেদাবাদ ও মুম্বইয়ের মধ্যে চলাচল করবে তেজস এক্সপ্রেস। তেজস এক্সপ্রেস থামবে নাদিয়াদ, ভদোদরা, ভারুচ, সুরাট, ভাপি এবং বোরিভালি স্টেশনেউ তেজস এক্সপ্রেসে এসি চেয়ার কার এগজিকিউটিভ ক্লাস এবং এসি চেয়ার কার কামরা রয়েছে। ট্রেনে থাকা কর্মীরাই যাত্রীদের খাবার পরিবেশন করবেন।

কলকাতায় এটিএম প্রতারণা কাণ্ডে পুলিশের জালে গয়া গ্যাং

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি (হি.স): কলকাতায় এটিএম প্রতারণা কাণ্ডে পুলিশের জালে ধরা পড়ল গয়া গ্যাং। শিয়ালদা স্টেশন থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে ২ জনকে।

দেশজুড়ে একের পর এক এটিএম জালিয়াতির ঘটনায় প্রায় রাতের ঘুম কেড়েছে গোয়েন্দা কর্তাদের। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে তথা শহর কলকাতায় ঘটে গেছে একের পর এক এটিএম জালিয়াতির। সব ঘটনার পিছনেই রোমানীয়রাই রয়েছে বলে এতদিন মনে করছিলেন লালবাজারের গোয়েন্দারা। কিন্তু এবার এটিএম জালিয়াতির ঘটনায় কলকাতায় পুলিশের জালে ধরা পড়ল একেবারে দেশি গ্যাং।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ওই দেশি গ্যাংয়েরই দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে ৩৮টি এটিএম কার্ড, স্কিমিং ডিভাইস এবং একটা ল্যাপটপ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতেরা হলেন মুদাস্সর খান এবং ইরফানুদ্দিন। তারা দুজনেই বিহারের গয়ার বাসিন্দা। কলকাতার যাদবপুর এবং তিলজলায় ভাড়া ঘর নিয়ে থাকেন। ওই দিন সন্ধ্যায় দার্জিলিং মেল ধরার জন্য তাঁরা শিয়ালদহ স্টেশনে এসেছিলেন তখনই তাঁদের হাতেনাতে গ্রেফতার করে পুলিশ।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশ জেনেছে, তাঁরা মূলত টার্গেট করত বয়স্ক এবং অশিক্ষিত মানুষদের। এটিএমের ওপর নজর রাখতেন সারাক্ষণ। এমন কোনও মানুষ এটিএমে ঢুকলেই তাঁরাও সাহায্য করার অছিলায় কিয়স্কে ঢুকে পড়তেন। তারপর কয়েক সেকেন্ডের জন্য তাঁদের এটিএম কার্ড হাতে নিয়ে স্কিমিং ডিভাইসের মাধ্যমে সমস্ত ডেটা স্ক্যান করে নিতেন। পাশাপাশি এটিএম পিনও জেনে নিতেন তাঁরা। তারপর নকল কার্ড বানিয়ে সেটা দিয়ে এটিএম থেকে টাকা তুলে নিতেন।

এই গ্যাংয়ের সঙ্গে আর কোনও লোকজন এই শহরে রয়েছেন কি না, তার খোঁজ করছে পুলিশ। এতদিন মূলত এটিএম জালিয়াতির পিছনে রোমানীয় গ্যাংয়েরই হাত ছিল বলে জানতে পেরেছিলেন গোয়েন্দারা। রোমানীয় গ্যাংকে ধরতে বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছেন কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দারা। এমনকি রোমানীয় গ্যাংটি নেপালেও পালিয়ে যেতে পারে সন্দেহে নেপালের গোয়েন্দা এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন লালবাজারের গোয়েন্দারা।

কেরলে সিএএ নিয়ে তরজা বাম ও কংগ্রেসের মধ্যে

তিরুবনন্তপুরম, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) নিয়ে নজিরবিহীন ভাবে তরজায় জড়িয়ে গেল বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস। শুক্রবার সিএএ নিয়ে কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিন্নারাই বিজয়নের নিন্দায় মুখর হলেন কংগ্রেস নেতা রমেশ চেন্নিথালা।

শুক্রবার রমেশ চেন্নিথালা বলেন, সিএএ বিরুদ্ধে লোক দেখানো বিরোধিতা করে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী পিন্নারাই বিজয়ন। এমনকি এনপিআর পুনর্নবীকরণ নিয়েও অসত্য বিবৃতি দিয়েছেন। জনসমক্ষে আইনটির বিরোধিতা করলেও গোপনে সংশোধিত আইনটি কার্যকর করতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী। বর্ষীয়ান এই কংগ্রেস নেতার আরও দাবি রাজ্যে সিএএ-র বিরুদ্ধে যারাই আন্দোলন সংগঠিত করছে, তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করছে কেরল সরকার।

উল্লেখ করা যেতে পারে দেশের প্রথম রাজ্য হিসেবে সংসদে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে রাজ্য বিধানসভায় প্রস্তাব পাশ করে কেরল সরকার। সিএএ-র বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টেও গিয়েছে এলডিএফ শাসিত কেরল সরকার।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

জয়ললিতার বায়োপিকে অরবিন্দ স্বামীকে দেখা যাবে এই লুকে

রাজনৈতিক দল ডিএমকে ভেঙে এআইএডিএমকে দলটি তৈরি করেন। সেই কিংবদন্তি জননেতার চরিত্রে অভিনয় করবেন অরবিন্দ স্বামী। "থালাইভি"-তে কঙ্গনার লুক আগেই প্রকাশ্যে এসেছিল। এমজিআর-এর ভূমিকায় অরবিন্দ স্বামীর লুকটি প্রকাশ্যে আনলেন ট্রেড অ্যানালিস্ট রমেশ বালা।এবছর জুন মাসে মুক্তি পেতে চলেছে এই ছবি। প্রযোজনা সংস্থা রিলিজ করেছে একটি টিজার যেখানে সাদা-কালো ছবির যুগের এমজিআর-কে অসাধারণ দক্ষতায় পুনর্জীবিত করেছেন অরবিন্দ স্বামী। দেখে নিতে পারেন নীচের লিঙ্কে ক্লিক করে-যাঁরা এমজিআর-এর কোনও পুরনো ছবি দেখেছেন, তাঁরা জানেন অরবিন্দ কতটা দক্ষতার সঙ্গে এই চরিত্রের জন্য নিজেকে ঢেলে সাজিয়েছেন। এমজিআর-এর একটি বিখ্যাত গানের অংশ নতুন করে তৈরি করা হয়েছে থালাইভি ছবিতে। আর সেখানে অরবিন্দকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে তিনিই রোজা এবং বম্বে-র সেই সুদর্শন নায়ক। এই ছবিতে জয়ললিতা-র ভূমিকায় অভিনয় করছেন কঙ্গনা রানাউত।

জয়ললিতার বায়োপিক "থালাইভি" নিয়ে দর্শকের মধ্যে কৌতূহল বাড়িয়ে দিল এমজিআর-এর চরিত্রে অরবিন্দ স্বামীর লুক। তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও অভিনেতা, এমজিআর রামচন্দ্রনের ভূমিকায় দেখা যাবে অরবিন্দকে। নতুন ছবিতে অরবিন্দের লুকটি ইতিমধ্যেই সাড়া ফেলেছে নেটিজেনদের মধ্যে।অরবিন্দ স্বামী মানেই "রোজা" অথবা "বম্বে"-র সেই মিষ্টি নায়ক। বেশিরভাগ উত্তর ভারতীয় দর্শকের কাছেই কিন্তু তাই। হিন্দি ছবিতে ধারাবাহিক ভাবে কাজ না করলেও অরবিন্দ স্বামীর জনপ্রিয়তা একটুও কমেনি বলিউড দর্শকের মধ্যে। দক্ষিণী ছবিতেই মূলত অভিনয় করেছেন তিনি। সাম্প্রতিক হিন্দিতে কাজ বলতে ২০১৬-র ছবি ডিয়ার ড্যাড। ছবিটি বক্স অফিসে সাড়া না পেলেও অভিনেতা হিসেবে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিলেন অরবিন্দ।দক্ষিণের এই সুদর্শন অভিনেতাকে দেখা যাবে তামিলনাড়ুর মানুষের আইকন এমজিআর-এর চরিত্রে। ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এমজিআর রামচন্দ্রন। তামিল ছবির সবচেয়ে বড় কিংবদন্তি তারকা তিনি। তাঁর ছবি দিয়ে একটি ডাকটিকিটও প্রকাশ করেছে ভারত সরকার। মক্কাল থিলাগাম বা জনগণের রাজা নামে ডাকতেন তাঁকে তামিলনাড়ুর মানুষ।এমজিআর ছিলেন জয়ললিতার রাজনৈতিক গুরু। তাঁর উতসাহেই জয়ললিতা অভিনেত্রী জীবন ছেড়ে পুরোপুরি রাজনৈতিক জীবন বেছে নিয়েছিলেন। এমজিআর-ই তামিলনাড়ুর

মলং-এর টাইটেল ট্র্যাকে সিরিয়াল কিলার আদিত্যর সঙ্গে উদ্দাম প্রেম দিশার

অ্যাকশনে ভরপুর আদিত্য রয় কাপুর, দিশা পাটানি, অনিল কাপুর, কুণাল খেমু, অভিনীত মলং-এর ট্রেলার মুক্তি পেয়েছিল কিছুদিন আগে। যেখানে অ্যাকশন সিকোয়েন্সে নজর কেড়েছিলেন পেশীবহুল আদিত্য রয় কাপুর। এবার মুক্তি পেল আদিত্য-দিশার রোম্যান্সে ভর মলং-এর টাইটেল ট্র্যাক। যেখানে আরও একবার "হট" অবতারে ধরা দিয়েছেন দিশা পাটানি।ছবির টাইটেল ট্র্যাকে দিশা ও আদিত্যর একে অপরের প্রেমে পড়া, গোয়ার সৈকতে তাঁদের উদ্দাম প্রেম, সৈকত পার্টি, এসবই ধরা পড়েছে টাইটেল ট্র্যাকের দৃশ্যায়নে। গানের কথাগুলি লিখেছেন কুণাল বর্মা ও হর্ষ লিম্বাচিয়া। মলং এই টাইটেল ট্র্যাকটি এখনও পর্যন্ত ২০২০র অন্যতম হটেস্ট গান বলেই দাবি করছেন নেটিজেনরা।"মলং" ট্রেলারে আদিত্য রায় কাপুরের মুখে ডায়ালগ শুনে বেশ বোঝা যাচ্ছে ছবিতে তাঁকে একজন সিরিয়াল কিলারের ভূমিকায় দেখা যেতে চলেছে। তবে অবশ্য শুধু আদিত্য রায় কাপুরই নন, ছবির বাকি ৩ চরিত্রে অনিল কাপুর, কুণাল খেমু, ও দিশা-কে হত্যাকারীর ভূমিকাতেই দেখা যাবে। তবে তাঁদের ৪ জনের খুনের উদ্দেশ্যগুলি অবশ্য এক্কেবারেই আলাদা।ছবির ট্রেলারটি বেশ দেখার পর এটি বেশ পছন্দ হয়েছিল খোদ "ভাইজান"-এরও। তিনিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবির ট্রেলরাটি শেয়ার করেছিলেন।প্রসঙ্গত মোহিত সুরি পরিচালিত এই ছবিতেই প্রথমবার জুটি বেঁধেছেন দিশা-আদিত্য। আশিকি-২ এর পর এটা মোহিত সুরির পরিচালনায় আদিত্যর দ্বিতীয় ছবি। আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পেতে চলেছেন মলং।

গর্বিত বাবা, রুপো জিতল শাহরুখ পুত্র আব্রাম

ফাদারস ডে-র বাকি রয়েছে বেশ কিছু মাস। কিন্তু বাবা শাহরুখকে আগাম উপহার দিয়ে দিল আব্রাম খান। জিতল রুপো এবং ব্রোঞ্জ মেডেল। গর্বিত বাবা ছেলের সাফল্যে এতটাই উচ্ছ্বসিত মেডেল, শংসাপত্র সহ ছেলের ছবি শেয়ার করে লিখে ফেললেন আস্ত একটা পোস্ট।স্কুলে "স্পোর্টস মিট" ছিল। আর সেখানেই দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় আব্রাম। সোনা না জিতলেও আব্রাম ঘরে এনেছে রুপো এবং ব্রোঞ্জ মেডেল। সেই ছবি শেয়ার করে বাবা শাহরুখ লিখেছেন, "আমার ছোট্ট সোনা, রুপো আর ব্রোঞ্জ নিয়ে এসেছে আজ"।কিং খানের ওই পোস্টে এসেছে হাজার হাজার কমেন্ট, লাইক। ছোট্ট আব্রামকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ফ্যানেরাও।২০১৩ সালে সারোগেসির মাধ্যমে জন্ম হয় আব্রামের। আরিয়ান এবং সুহানার জন্মের অনেক বছর পর তৃতীয় সন্তানের জন্য চেষ্টা করলে শাহরুখ পত্নী গৌরী খানের শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। তখনই সারোগেসির সিদ্ধান্ত নেন গৌরী-শাহরুখ। জন্মের পর থেকেই "টক অব দ্য টাউন" আব্রাম। বাবার সঙ্গে তার "কিউট ক্যানডিড মোমেন্ট" মাঝে মাঝেই সোশ্যাল সাইটের ট্রেন্ডিং লিস্টে চলে আসে।

চেনা কর্পূর এর অচেনা ব্যবহার

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ কর্পূর এর গন্ধ এতটাই পবিত্র যে দূর থেকে তা চেনা যায়।এ কথাও আমরা জানি যে, বাজারে দু"ধরণের কর্পূর পাওয়া যায়। আমাদের দেশে যুগ যুগ ধরেই বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে কর্পূরের ব্যবহার হয়ে আসছে। তবে আমরা অনেকেই হয়তো কর্পূরের অনেকগুলি আশ্চর্য কার্যকারীতা বা ব্যবহার সম্পর্কে তেমন ভাবে জানি না। আজ জেনে নেওয়া যাক চেনা কর্পূরের এমন বেশ কয়েকটি অচেনা ব্যবহার সম্পর্কে...১) মশা তাড়াতে: ঘর থেকে মশা তাড়াতে কর্পূরের ট্যাবলেট ঘরের কোনায় কোনায় ছড়িয়ে দিন। এতে মশা ঘর ছেড়ে পালাবে, একই সঙ্গে রুম ফ্রেশনারের কাজও করবে।২) ব্রণ বা ব্রণর দাগ নিরাময়ে: কয়েক ফেঁটা কর্পূর এসেনশিয়াল অয়েল অন্য কোনও তেলের সঙ্গে মিশিয়ে ব্রণ আক্রান্ত ত্বকে মালিশ করলে ব্রণ সেরে যাবে। ব্রণর দাগও দ্রুত ফিকে হয়ে মিলিয়ে যাবে। এটি নারকেল তেল, এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল বা আমন্ডের তেলের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করবেন। উপকার পাবেন।৩) চুল ঝরা রোধে বা খুশকির সমস্যা দূর করতে: নিয়মিত মাথায় যে তেল ব্যবহার করেন তার সঙ্গে কর্পূর এসেনশিয়াল অয়েল মিশিয়ে মাথায় মেখে দেখুন। দেখবেন, চুল ঝরার পরিমাণ অনেকটাই কমে যাবে। চুলে শ্যাম্পু করার আগে এই তেলের মিশ্রণ মাথার তালুতে আর চুলের গোড়ায় ভাল করে মাখলে খুশকির সমস্যা দ্রুত কমে যাবে।৪) পিঁপড়ে দূর করতে: বাড়িতে পিঁপড়ের উপদ্রবে নাজেহাল? এই সমস্যা থেকে রেহাই পেতে অনেকেই বাজার চলতি কীটনাশক ব্যবহার করেন। কিন্তু এর ক্ষতিকর পার্শ প্রতিক্রিয়া বাড়ির শিশু বা বয়স্কদের জন্য ভয়াবহ হতে পারে। তাই ক্ষতিকর কীটনাশকের পরিবর্তে জলের সঙ্গে কর্পূর মিশিয়ে ঘরের কোনায় কোনায় ছড়িয়ে দিন। দেখবেন কর্পূরের গন্ধে পিঁপড়েরা ঘর ছেড়ে পালাবে।৫) শিশুর ঠান্ডা লাগলে: ঠান্ডা লেগে শিশুর বুকে কফ জমে গেলে বা সর্দিতে নাক বন্ধ হয়ে গেলে কাজে লাগাতে পারেন কর্পূর। নারকেল তেল বা সরষের তেলের সঙ্গে সামান্য কৃত্রিম কর্পূর মিশিয়ে সামান্য গরম করে নিন। উষ্ণ অবস্থায় এই তেল শিশুর বুকে ও পিঠে মালিশ করে দেখুন। দ্রুত সমস্যা নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে।৬) ছারপোকা তাড়াতে: জানেন কি ছারপোকা তাড়াতে কর্পূর অত্যন্ত কার্যকরী! বিছানার তোষক, ম্যাট্রেস, চাদর ঘণ্টা খানেক রোদে দেওয়ার পর একটি বড় কর্পূরের টুকরো কাপড়ে মুড়ে বিছানা ও ম্যাট্রেসের মাঝামাঝি রেখে দিন। দেখবেন, এতে বিছানায় ছারপোকার উপদ্রব বন্ধ হয়ে যাবে।৭) ত্বকের সমস্যায়: ত্বকের চুলকানি বা র‍্যাশের সমস্যায় কর্পূর খুবই কার্যকরী! এক টুকরো ভোজ্য কর্পূর সামান্য জলের সঙ্গে মিশিয়ে ত্বকের আক্রান্ত স্থানটি এই দ্রবণ দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। দেখবেন ত্বকের চুলকানি ভাব আর র‍্যাশের সমস্যা মুহূর্তে কমে যাবে। তবে কখনওই শরীরের কোনও ক্ষত স্থানে কর্পূর লাগাবেন না। কারণ, কর্পূর রক্তের সঙ্গে মিশে গেলে শরীরে বিষক্রিয়া হতে পারে।

দীপিকাকে পরামর্শ দেব না, আমি হলে টুকরে গ্যাংয়ের পাশে থাকতাম না: কঙ্গনা রানাওয়াত

দীপিকা পাড়ুকোনের জেএনইউতে যাওয়া নিয়ে অভিনেত্রীকে অনেকেরই রোষের মুখে পড়তে হয়েছিল। তবুও নিজের অবস্থান থেকে সরেননি ছপক অভিনেত্রী। এবার তাঁরই সহকর্মী কঙ্গনা রানাওয়াত এ নিয়ে এতদিন বাদে মুখ খুললেন। তিনি দীপিকার উদ্দেশ্যে জানিয়েছেন যে দীপিকার অধিকার রয়েছে তিনি কি করবেন কিন্তু তাঁর কখনই উচিত হয়নি জেএনইউতে যাওয়া এবং "টুকরে গ্যাং"-এর পাশে দাঁড়ানো।ফোনে কথা বললে পুলকার চালকদের লাইসেন্স বাতিল করবে রাজ্য পরিবহন দপ্তরসম্প্রতি এক সাক্ষাতকারে "কুইন" অভিনেত্রী জানান যে দীপিকার গণতান্ত্রিক অধিকার রয়েছে তাঁর পছন্দকে বেছে নেওয়ার এবং এই পছন্দ নিয়ে কোনও মন্তব্য করা তাঁর জন্য অনুচিত হবে। কঙ্গনা বলেন, "যেটাই হয়ে থাকুক না কেন আমি কখনই সেখানে যেতাম না এবং টুকরে গ্যাংয়ের পাশে দাঁড়াতাম না। যারা দেশকে ভাগ করার চেষ্টা করছে আমি তাদের কখনই সমর্থন করতাম না। জওয়ানরা যখন মরছে তখন যারা উল্লাস করছে আমি এমন মানুষদের ক্ষমতা বা ক্ষমতায়ন দিতে চাই না। আমি ওদের সঙ্গে থাকতে চাই না। সুতরাং, আমি কী বলতে চাই তা বলতে পারি তবে তাঁর কী করা উচিত সে সম্পর্কে আমি মন্তব্য করতে চাই না।"ছবির সাফল্য গুণগত মানের ওপর"ছপক" মুক্তির দুই-তিনদিন আগে দীপিকা জেএনইউ ক্যাম্পাসে আহত পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়াতে যান। অভিনেত্রীর এই একটি পদক্ষেপই তাঁকে চরম সমালোচনার মুখে ঠেলে দেয়। এমনকী অনেকেই তাঁর ছবি "ছপক" বয়কট করার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় আওয়াজ তোলেন। টুইটারে হ্যাশট্যাগ দিয়ে "বয়কটছপক" ট্রেন্ড হয়ে যায়। এই হ্যাশট্যাগ প্রসঙ্গে কঙ্গনা জানান, একটা ছবির সাফল্য নির্ভর করে তার গুণগত মানের ওপর, এ ধরনের কোনও বিষয় তাতে প্রভাব ফেলে না। কঙ্গনা আসলে বলতে চেয়েছেন যদি ছবিটি ভালো হয় তবে তা শত্রুকেও দেখার জন্য আকর্ষণ করবে।কঙ্গনার আগামী ছবিকঙ্গনাকে খুব শীঘ্রই দেখা যাবে পরিচালক অশ্বিনী আইয়ার তিওয়ারির খেলা সংক্রান্ত ছবি "পঙ্গা"-তে। এরপর তিনি প্রয়াত জয়ললিতার বায়োপিক "থালাইভা"-তেও মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করবেন। এই ছবিটি হিন্দি, তামিল ও তেলেগু ভাষায় ২৬ জুন মুক্তি পাবে।

সিক্যুয়েলে মেয়ে সারা মাতালেন "প্রাক্তন" আরিয়ানের সঙ্গে! "লাভ আজ কাল"

দীপিকা পাড়ুকোন ও সইফ আলি খানের ছবি "লাভ আজ কাল" এর পরবর্তী সিক্যুয়েল "লাভ আজ কাল" এর ট্রেলার মুক্তি পেয়েছে এদিন। সইফের ফিল্মে সইফ কন্যার অভিনয়ের ঝলকের সঙ্গেই এই ফিল্ম আলাদা করে নজর কেড়েছে সারা ও তাঁর প্রাক্তন কার্তিক আরিয়ানের রসায়ন।ছবিতে সারা ও কার্তিক আরিয়ানের সঙ্গে অভিনয় করেছেন আরুষি শর্মা। তিন অভিনেতার সম্মেলনে তৈরি এই ফিল্ম ফের একবার দুই দশকের প্রেমের কাহিনি বলা হয়েছে। যেখানে বর্তমান যুগে একটি প্রেম কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে, আর নব্বইয়ে দশকে আরও একটি প্রেম কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে। নব্বইয়ের দশকের গল্পে দেখানো হয়েছে, একটি মেয়ের প্রেমে পাগল এক স্কুল বয়ের কাহিনি। আর অন্যদিকে, বর্তমান যুগে এক কেরিয়ার-বিলাসী মেয়ের প্রেমে পাগল এক যুবকের কাহিনি নিয়ে তৈরি হয়েছে ২০২০ সালের "লাভ আজ কাল"।প্রসঙ্গত, এই ছবির শ্যুটিং এর সময়ই কার্তিক ও সারা কাছাকাছি আসেন বলে শোনা গিয়েছিল। পরবর্তীকালে তাঁদের প্রেম পর্ব অনেকটাই এগিয়ে যায়।

যদিও ফিল্মের শ্যুটিং শেষের কিছু আগে জানা যায় যে , কার্তিক ও সারার সম্পর্কে "ব্রেক আপ " জায়গা করে নিয়েছে। তবে, আসন্ন ভ্যালেন্টাইন্স ডে তে দেখার বিষয় এটাই যে , এই ফিল্মে কার্তিক -সারার রসায়নে কতটা মন মজে দর্শকের।

সকাল বেলার প্রথম পানীয় কি হওয়া উচিত, আসুন জানি

সকালে আড়মোড়া ভেঙে অনেকের বেড টি খাবার অভ্যাস। আবার অনেকের সকালের জলখাবার না হলেও এক কাপ কফি না হলে চলে না। কেউ আবার ভোরে উঠে খান এক গ্লাস চিরতার জল, নয়তো করলার রস। সকালবেলার প্রথম পানীয় নিয়ে নানা রকমের সংস্কার আছে। কী দিয়ে দিনটা শুরু করা স্বাস্থ্যকর?কফি: ক্যাফেইন স্নায়ুকে উদ্দীপনা দেয় বলে অনেকেরই সকালে এক কাপ কফি পান করা পছন্দ। হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের এক রিপোর্টে দেখা যায়, সকালবেলার কফি মস্তিষ্কের কগনিটিভ ফাংশনকে উন্নত করে, মানে মাথা খুলে দেয় আরকি। তা ছাড়া সীমিত পরিমাণ কফি ডায়াবেটিস ও কোলন ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়। কিন্তু অতিরিক্ত বা বিশাল এক কাপ কফি আপনার হৃৎস্পন্দন ও রক্তচাপ বাড়িয়ে দিতে পারে। ক্যাফেইন কিছু ওষুধের বিপাককে প্রভাবিত করে, সকালে কোন ওষুধ খেতে হলে তা জেনে নিন।চা: মর্নিং টি প্রায় সবারই প্রিয় এবং আবশ্যকও বটে। চায়েও খানিকটা ক্যাফেইন আছে, তাই ওষুধের সঙ্গে পান করা ঠিক কি না জেনে নেওয়া ভালো। চা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ক্ষতিকর ফ্রি র‍্যাডিকেল দূর করে। তাই সকালের চা আপনাকে সতেজ করবে। তবে এক গাদা চিনি-দুধ বাদ দিয়ে সকালে এক কাপ গ্রিন টি বা হারবাল টি (যেমন লবঙ্গ বা আদা দেওয়া চা) আপনার দিনটাকেই বদলে দেবে।লেবু পানি: সকালে ঘুম থেকে উঠে এক গ্লাস জলে লেবুর রস নিংড়ে মিশিয়ে খেলে সতেজতা আসেএটা গবেষণায় প্রমাণিত। এটি দিনের বিপাক ক্রিয়াকে শুরু করতেও সহায়ক। অনেকের সকালে কিছু খেতে ইচ্ছে করে না, বমি বমি লাগে। এই পানীয় তাদের রুচি বাড়াতে সাহায্য করবে। অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবেও কাজ করবে এটি। প্রচুর ভিটামিন সি থাকায় তাজা লাগবে। একই ফল পেতে পারেন যদি সকালের জলখাবারে এক গ্লাস তাজা ফলের রস খাওয়ার অভ্যাস করেন।জল: সকালে উঠে বড় এক গ্লাসের জল পান করাই সবচেয়ে উত্তম। হজম ও পেট পরিষ্কার করা, বিপাক ক্রিয়াকে শুরু করা এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে এর ভূমিকা আছে। এতে রাতের জলশূন্যতা দূর হবে। সকালে ব্যায়াম বা হাঁটার অভ্যাস থাকলে চা-কফির বদলে এক গ্লাস জল পান করেই বের হওয়া ভালো। কেননা চা-কফি আপনাকে আরও জলশূন্য করে দেবে।

শারীরিক সমস্যা ডেকে আনছে মোবাইল

মোবাইলের ফাঁদে বন্দি প্রায় সকলেই। তবে মুক্তির পথও কিন্তু আপনার হাতেই...এমন বাড়ির দৃশ্য খুব অস্বাভাবিক নয়, যেখানে একই ঘরে মা, বাবা, ছেলেমেয়ে সকলেই উপস্থিত। কিন্তু কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে না। সকলেই যে যার ফোনে ব্যস্ত। এমনকি বাচ্চাদের খাওয়ানোর জন্য হাতে ফোন ধরিয়ে দেওয়াটাও যেন দস্তুর হয়ে গিয়েছে। খেতে খেতে ফোন, হাঁটতে হাঁটতে কানে গান, শুয়ে শুয়ে চোখের সামনে সিনেমা... ইন্দ্রিয় বুঁদ হয়ে আছে মুঠোফোনের মায়ায়। অতিরিক্ত মোবাইলের ব্যবহার কি অজান্তেই অসুখ ডেকে আনছে? তার জন্য আগে ভাল করে জানতে হবে মোবাইলের খুঁটিনাটি।

মোবাইল কী ভাবে কাজ করে?

সাধারণত কল করা, মেসেজ পাঠানো, ছবি শেয়ার করার মতো কাজই ফোনে রোজ করা হয়ে থাকে। এই কাজগুলি করার সময়ে রেডিয়োওয়েভ এবং মাইক্রোওয়েভ নির্গত ও গ্রহণ করে মোবাইল। এই ওয়েভের রেঞ্জ প্রায় ৮০০ থেকে ২৬০০ মেগাহার্টজ। অবশ্য দেশ ও ফোনের নেটওয়ার্কের উপরে নির্ভর করে এই মাত্রার ওঠানামা। এই মাইক্রোওয়েভ থেকেই কিন্তু সমস্যার সূত্রপাত। সহজ ভাবে বলতে গেলে 'বেনীআসহকলা'কে উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। বেনীআসহকলার লালের ওয়েভলেংথ সবচেয়ে বেশি। ফলে তা অনেক নিরাপদ। অন্য দিকে বেগুনির ওয়েভলেংথ কম। ফলে এর প্রভাবে ক্ষতির আশঙ্কা বেশি। আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি থেকে আমাদের শরীরে ক্ষতি বেশি হয়। মনে রাখতে হবে, ওয়েভ যত মাইক্রো বা সূক্ষ্ম হবে, তার প্রভাব পড়বে বেশি। ঠিক যেমন আতসকাচে আলো পড়লে উল্টো দিকে তার ফোকাসে থাকা কাগজে আগুন ধরে যায়। ঠিক সে ভাবেই মাইক্রোওয়েভ নির্দিষ্ট জায়গা আক্রমণ করতে সক্ষম। সমস্যার সূত্রপাত সেখানেই।

সাতদিনেও উঠল না টাকা, বক্স অফিসে খোঁড়াচ্ছে দীপিকার "ছপাক"

গত সপ্তাহে মুক্তিপ্রাপ্ত হিন্দি ছবি "ছপাক" নিয়ে দর্শকদের প্রতিক্রিয়া যথেষ্টই ইতিবাচক বলে জানা গেছে। বিষয়বস্তুর কারণে হলে বসে আবেগতাড়িত হয়ে অনেকেই চোখের জল ফেলেছেন, এ খবরও নতুন নয়। কিন্তু বক্স অফিসের হিসাব কিন্তু বলছে দীপিকা পাড়ুকোন অভিনীত ছবিটি ফ্লপ। সাতদিনে যা আয় করেছে ছপাক তা এখনও নির্মাণ বাজেটকে অতিক্রান্ত করতে পারেনি। অর্থাত, এখনও লোকসানেই চলছে ছবিটি।জানা গেছে, ছপাকের নির্মাণে খরচ হয়েছিল ২৩ কোটি টাকা। এরপর প্রোমোশনের জন্য প্রায় ১২ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে ৩৫ থেকে ৪০ কোটি খরচ করা হয়েছে। কিন্তু সাত দিনে বক্স অফিসে মোট আয় হয়েছে ২৮ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা। অর্থাত লাভের মুখ দেখতে এখনও অনেকটা সময় বাকি কারণ ইতিমধ্যেই ট্রেন্ডিংয়ে নেমে গেছে ছপাক।৫ জানুয়ারি জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিরাগতদের হাতে পড়ুয়া এবং শিক্ষকরা আক্রান্ত হওয়ার দু" দিন পর সেখানে হাজির হয়েছিলেন ছপাক ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করা দীপিকা পাড়ুকোন। জেএনইউতে আহত ঐশী ঘোষ এবং অন্যান্যদের সঙ্গে দেখা করে কথাবার্তা বলেন দীপিকা। গেরুয়া শিবির থেকে তাঁকে কটাক্ষ করে বলা হয়েছিল, ছবির বিক্রি বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই জেএনইউতে হাজির হয়েছেন অভিনেত্রী। সেটা দীপিকা করেছেন কি না তা জানা না গেলেও, ছবিটি যে ব্যবসায়িক সাফল্য পায়নি তা পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে। এর একটা কারণ অবশ্যই এক শ্রেণির দর্শকদের ছপাক বয়কট তা বলাই বাহুল্য।

ফিরছে অক্ষয়-ভূমি জুটি

বছর কয়েক আগে "টয়লেট এক প্রেম কথা" ছবিতে দর্শকের মন কেড়েছিল অক্ষয় কুমার-ভূমি পেডনেকর জুটি। তারপর থেকে এই দুই অভিনেতা-অভিনেত্রীকে একসঙ্গে পর্দায় আর দেখা যায়নি। এবার বোধহয় সেই খরা কাটতে চলেছে। তবে এবার ছবির প্রধান চরিত্র ভূমি। তাঁকে যে চরিত্রে দেখা যাবে তার নাম দুর্গাবতী। চরিত্রের নামেই ছবির নাম- "দুর্গাবতী"। ছবিটি একটি স্কেয়ারি থ্রিলার।সম্প্রতি "দুর্গাবতী" ছবির কথা টুইটারে ঘোষণা করেছেন অক্ষয় কুমার। সেখানে প্ল্যাকার্ড হাতে তাঁকে ও ভূমিকে দেখা গিয়েছে। অক্ষয়ের হাতে যে প্ল্যাকার্ডটি রয়েছে, সেখানে লেখা আছে "প্রেজেন্টার"। আর ভূমির হাতে যেটি রয়েছে, সেখানে লেখা "হিরো"। অর্থাত দুর্গাবতীর ভূমিকায় দেখা যাবে ভূমিকে। ছবিটি পরিচালনা করবেন অশোক। পরের বছর জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে শুরু হবে ছবির শুটিং।ভূমি পেডনেকর এখন "পতি পত্নী অউর উয়ো" ছবির প্রোমোশনে ব্যস্ত। ৬ ডিসেম্বর মুক্তি পাবে ছবিটি। ছবিতে তাঁর সঙ্গে অভিনয় করবেন কার্তিক আরিয়ান ও অনন্যা পাণ্ডে। ১৯৭৮ সালের "পতি পত্নী অউর উয়ো" ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল। সেই ছবিটিকেই এ যুগের মতো করে বানিয়েছেন পরিচালক মুদ্দাসর আজিজ। অন্য দিকে অক্ষয় কুমারের ছবি "গুড নিউজ" মুক্তি পাবে ২৭ ডিসেম্বর। শুক্রাণুর অদলবদল নিয়ে দুই পরিবারের গল্প উঠে এসেছে ছবিতে। ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশনের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে "গুড নিউজ"। এই ছবিতে অক্ষয়ের বিপরীতে অভিনয় করেছেন করিনা কাপুর খান।

জয়েন্টের ব্যথা বাড়িয়ে দেয় ৩ টি খাবার

জয়েন্টে ব্যথা বেশ প্রচলিত একটি সমস্যা। আর্থাইটিস ও গাউট জয়েন্টে ব্যথা হওয়ার অন্যতম দুটি কারণ। এ ছাড়া মাসেল স্ট্রেইনস, লিউকেমিয়া, বুরসাইটিস ইত্যাদি সমস্যার কারণে জয়েন্টে ব্যথা হতে পারে।কিছু খাবার রয়েছে, যেগুলো ব্যথাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। তাই জয়েন্টের ব্যথা হলে এ খাবারগুলো এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। জয়েন্টের ব্যথা বাড়িয়ে তোলে এমন কিছু খাবারের নাম জানিয়েছে স্বাস্থ্যবিষয়ক ওয়েবসাইট টপ টেন হোম রেমেডি।১. প্রক্রিয়াজাত মাংস ও লাল মাংসপ্রক্রিয়াজাত মাংস ও লাল মাংসের মধ্যে রয়েছে পিউরিন নামের প্রোটিন। এটি গাউটের লক্ষণকে বাড়িয়ে তোলে।এ ছাড়া প্রক্রিয়াজাত খাবারে এমন কিছু বিষাক্ত পদার্থ রয়েছে, যেগুলো প্রদাহ বাড়িয়ে তোলে। এমনকি মাংস খেলেও শরীরের প্রদাহ বাড়ে। তাই জয়েন্টে ব্যথা হলে এ ধরনের খাবার খাদ্যতালিকা থেকে বাদ দেওয়াই ভালো।২. পরিশোধিত চিনি বা কৃত্রিম চিনিপরিশোধিত চিনি বা কৃত্রিম চিনিতে এজিইএস নামে বিষাক্ত উপাদান থাকার কারণে এটি প্রদাহ বাড়ায়। পাশাপাশি অতিরিক্ত ক্যালরি থাকার কারণে এটি ওজনকেও বাড়িয়ে তোলে। অতিরিক্ত ওজন জয়েন্টের ওপর চাপ ফেলে এবং ব্যথা বাড়ায়।৩. পরিশোধিত লবণপরিশোধিত লবণকে টেবিল সল্টও বলা হয়। এটি স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়। বিশেষ করে আপনি জয়েন্টের ব্যথায় ভুগে থাকলে এটি কম পরিমাণে খাওয়াই ভালো।এ ছাড়া পরিশোধিত লবণের মধ্যে রয়েছে অ্যাডিডিটিভ ও রাসায়নিক। এগুলো শরীরের তরলের ভারসাম্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। পরিশোধিত এর বদলে পিংক সল্ট বা সি সল্ট খেতে পারেন।

বাংলাদেশে পেঁয়াজ কেনার প্রস্তাব ভারতের

মনির হোসেন ঢাকা ১৭ জানুয়ারি : বিপাকে পড়ে বাংলাদেশের কথা মনে করেছে প্রতিবেশী ভারত। দেশটি সংকটের সময় দীর্ঘদিন পেঁয়াজ না দিলেও এবার দিতে চাইছে, অনেকটা গলার কাঁটা দূর করতে। কেননা, নিজেদের সংকটের সময় আমদানি করেছে চাহিদার সূক্ষ্ম হিসেব না করে, এখন তা পচে যাচ্ছে। দুয়েকদিন হয়েছে বাংলাদেশে পেঁয়াজ রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে ভারত। এর আগে গত বছরের সেপ্টেম্বরে সংকটের সময় পণ্যটি রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে দেশটি। আর এতে বাংলাদেশের বাজারে ঐতিহাসিক রেকর্ড গড়ে পেঁয়াজের কেজি ২৮০ টাকায় পৌঁছে। অবশ্য ভারতের বাজারেও পেঁয়াজ সংকট ছিল তুমুল পর্যায়ে। রাজ্য ভেদে ১০০ রুপি কেজি ছাড়িয়ে যায় দাম। পরিস্থিতি মোকাবিলায় পেঁয়াজ আমদানির সিদ্ধান্ত নেয় উভয় দেশ। এতে বাংলাদেশ পেঁয়াজের বাজারে চাহিদা অনুযায়ী আমদানি সমন্বয় করতে পারলেও পারেনি ভারত। রাজ্য সরকারের চাহিদা অনুযায়ী পেঁয়াজ আমদানি করে বিপাকে পড়ে গেছে কেন্দ্র। কারণ যে চাহিদ দিয়েছিল রাজ্য সরকার, আমদানির পর তা প্রত্যাহার করে নেওয়ায় জমা পড়ে আছে অন্তত ১৫ হাজার টন পেঁয়াজ। এ হিসেবে সোমবার ভারতের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী দেশটিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার রকিবুল হকের সঙ্গে বৈঠকে পেঁয়াজ কেনার প্রস্তাব দেন। এরপরই বাংলাদেশে পেঁয়াজ রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা ওঠে। বাজার সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, পেঁয়াজ পচনশীল পণ্য। তাই দ্রুত জমে থাকা পেঁয়াজ বাংলাদেশকে দিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে ভারত। দেশটি বিপদ থেকে উদ্ধার হতেই বাংলাদেশের কথা মনে করেছে। তবে বাংলাদেশ এই প্রস্তাবে সাড়া দেবে কি-না, তা এখনও নির্ধারিত হয়নি। এ জন্য সরকার আগামী কয়েক মাস দেশের পেঁয়াজ উৎপাদন, চাহিদা ও সরবরাহ নিয়ে পর্যালোচনা করে কতটুকু লাগবে, তা বের করবে। আমদানি করতে হবে। একইসঙ্গে বাংলাদেশের আমদানিকারক ও কৃষক যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেটাও বিবেচনায় নিতে হবে সরকারকে। এরপর হয়তো আমদানি করতে পারে। যদিও ভারত অফিসিয়ালি এ ধরনের কোনো প্রস্তাব দেয়নি বলে মন্তব্য করেছেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি। বৃহস্পতিবার তিনি সাংবাদিকদের বলেন, আমরা অফিসিয়ালি পেঁয়াজ কেনার কোনো প্রস্তাব পাইনি। এছাড়া এটা আমাদের কনসিডারেশনও নেই। এছাড়া এ ধরনের প্রস্তাব এলে বিদেশ মন্ত্রণালয় হয়ে আসবে। মন্ত্রী বলেন, প্রস্তাব এলে দেখে বিবেচনা করবো, কী ধরনের। কিন্তু আমরা তো এখন নিজেরাই সরাসরি আমদানি করছি। এরপরও যদি উপযুক্ত হয়, দেখা যাবে। বাট এখন আমাদের এটা কনসিডারেশনে নেই। এরপর বৃহস্পতিবারই জাতীয় সংসদে নির্ধারিত প্রশ্নোত্তরে কৃষিমন্ত্রী ড় আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, ভারত রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ায় পেঁয়াজের দাম কমে আসবে। ১১০ টাকা কেজি থাকবে না। এছাড়া এখন পেঁয়াজের মৌসুমও। ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানির প্রস্তাবের বিষয়ে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডির) সিনিয়র গবেষক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, ভারত নিজেদের আমদানি করা পেঁয়াজ দিতে চাচ্ছে। কারণ পেঁয়াজ দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায় না। তবে আমাদের চাহিদার ভিত্তিতে এটা নির্ধারণ করতে হবে। আগামী মাসগুলোতে আমাদের পেঁয়াজের সরবরাহ থাকবে। এ হিসেবে তাদের পেঁয়াজ আনার সুযোগ আছে কি-না বিবেচনায় নিতে হবে। একইসঙ্গে এর গুণগতমান বিচারের পাশাপাশি তাদের দেশীয় পেঁয়াজ দেবে কি-না, সে শর্ত দিতে হবে। এছাড়া অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে, বর্তমানে যারা বিভিন্ন দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি করছে, ও যারা উৎপাদন করছে, তারা যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

বাংলাদেশ ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ড্রাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) সভাপতি শেখ ফজলে ফাহিম বলেন, আমাদের পেঁয়াজ আমদানির ওপর নির্ভর করতেই হবে। কারণ রাতারাতি উৎপাদন করে চাহিদা মেটানো যাবে না। এছাড়া আমাদের আমদানি করা পেঁয়াজের মধ্যের ভারতের গুলোরই চাহিদা বেশি। তিনি বলেন, এখনও আমাদের চাহিদার তুলনায় পেঁয়াজের সরবরাহ সীমিত। তবে ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানির আগে অবশ্যই আমাদের চাহিদা, সরবরাহ, মজুদ ও দেশীয় উৎপাদক শ্রেণি ও আমদানিকারকদের কথা বিবেচনায় রাখতে হবে। সোমবারের বৈঠকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক সিনিয়র সরকারি কর্মকর্তার বরাত দিয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এক প্রতিবেদনে বলেছে, বিভিন্ন রাজ্যের চাহিদার ভিত্তিতে পেঁয়াজ আমদানি করে বিপাকে পড়েছে নরেন্দ্র মোদী সরকার। প্রতিবেদন বলেছে, নাম প্রকাশ না করার শর্তে ভারতের সিনিয়র কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ভারত বিদেশ থেকে মোট ৩৬ হাজার টন পেঁয়াজ আমদানির চুক্তি করেছে। ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত দেশটিতে ১৮ হাজার টন পেঁয়াজ পৌঁছেছে। কিন্তু বিভিন্ন রাজ্য সরকার এই পেঁয়াজের মাত্র তিন হাজার টন নিয়েছে। বাকি পেঁয়াজ মুম্বাইয়ের জওহরলাল নেহরু বন্দরে খালাসের অপেক্ষায়। ভারত এসব পেঁয়াজ টন প্রতি ৫০ হাজার থেকে ৫৯ হাজার (৬০০ থেকে ৭০০ ডলারে) টাকায় আমদানি করেছে। যা এখন বাংলাদেশকে ৫৫০ থেকে ৫৮০ ডলার টন কিনে নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে মোদী সরকার। এদিকে, ওই বৈঠকে প্রস্তাবের বিপরীতে বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার রকিবুল হক বলেছিলেন, বাংলাদেশ ইতোমধ্যে চীন থেকে পেঁয়াজ আমদানি করেছে। একইসঙ্গে নেপাল হয়ে আরও পেঁয়াজ দেশের বাজারে ঢোকার অপেক্ষায়। সুতরাং পণ্যটি রপ্তানিতে বিনামূল্যে পরিবহনসহ কিছু প্রণোদনা দেওয়া উচিত ভারতের।

ভারতীয় সৈন্যরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছেন : অনিন্দ্য ব্যানার্জী

মনির হোসেন ঢাকা ১৭ জানুয়ারি : ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার সম্পর্ক অনেক গভীর বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রামস্থ ভারতীয় দূতাবাসের সহকারী হাইকমিশনার অনিন্দ্য ব্যানার্জী। শুক্রবার সকালে নাসিরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে মাইজভাণ্ডারী একাডেমির উদ্যোগে আয়োজিত ত্রয়োদশ শিশু কিশোর সমাবেশ ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন। ত্বরিকা-ই-মাইজভাণ্ডারীয়ার প্রবর্তক গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর পবিত্র ১১৪তম ওরশ উপলক্ষে শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী ট্রাস্টের

১০ দিনব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসাবে মাইজভাণ্ডারী একাডেমি এ আয়োজন করে। অনিন্দ্য ব্যানার্জী বলেন, ভারত বাংলাদেশের অকৃত্রিম পরম বন্ধু। মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছেন। বাংলাদেশের প্রতি ভারতের সেই সহযোগিতার হাত এখনো চলমান রয়েছে। গত কয়েক দশকে বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়েছে। অর্থনৈতিক ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি সকলকে বিস্মিত করেছে। আমরা চাই বাংলাদেশের এ অগ্রগতি অব্যাহত থাকুক। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভারতের মতো বাংলাদেশেও হিন্দু-মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মের মানুষরা শান্তিপূর্ণভাবে ও সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করে। মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ অসাম্প্রদায়িক মিলনক্ষেত্র। এই দরবার শরীফের যিনি প্রবর্তক তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। এছাড়া হযরত জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীও অসাম্প্রদায়িক চেতনার জন্য কাজ করেছেন। সহকারী হাই কমিশনার বলেন, আজকের শিশুরা আগামী দিনের ভবিষ্যত। তাদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে অনেক কিছু। শিশুদেরকে শুধু পড়ালেখার চাপ দিলে হবে না। শিশুদের মধ্যে মানবিকতা, মানবতা, অসাম্প্রদায়িকতা ও মানবিক গুণাবলি সৃষ্টি করতে হবে। সত্যিকারের মানুষে পরিণত করতে হবে। কারণ পড়ালেখা করে শিক্ষিত হওয়া যায়, তবে মানুষ হতে হলে মানবিক গুণাবলি প্রয়োজন। শিশুদেরকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখবেন না। তাদেরকে প্রকৃতির সঙ্গে মিশতে এবং খেলাধুলা করতে সুযোগ দিতে হবে। ট্রাস্টের ভারপ্রাপ্ত সচিব অধ্যাপক এ ওয়াই এম জাফরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উদ্বোধক ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক অঞ্জন কুমার চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিআরটিসির চেয়ারম্যান মো. এহসানে এলাহী, কপিরাইট রেজিস্ট্রার জাফর রাজা চৌধুরী। বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সহ সভাপতি রিয়াজ হায়দার চৌধুরী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জননেত্রী শেখ হাসিনা হলের প্রভোস্ট ড় হেলাল উদ্দিন চৌধুরী, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহ সভাপতি দিদারুল আলম চৌধুরী, কোতোয়ালী থানার ওসি মোহাম্মদ মহসীন, আলোকধারা সম্পাদক ড় সৈয়দ আবদুল ওয়াজেদ, ইঞ্জিনিয়ার কামালুর রহমান। উপস্থিত ছিলেন উদযাপন পরিষদের প্রধান সমন্বয়ক এইচ এম রাশেদ খান, অধ্যাপক মীর মোহাম্মদ তরিকুল আলম, শাহনেওয়াজ চৌধুরী, মুহাম্মদ মঈনউদ্দিন ইমন, এম মাকসুদুর রহমান হাসনু, বিপ্লব পার্থ, মুহাম্মদ আশরাফুজ্জামান আশরাফ, এইচ আর মেহবুব জিকু, নুরুল করিম নুরু, আবুল মনসুর, মেজবাহ উদ্দিন প্রমুখ।

দিল্লি বিধাসভা নির্বাচন : ২০ জানুয়ারি মনোনয়ন পেশ করবেন কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): আগামী ২০ জানুয়ারি সোমবার মনোনয়ন পত্র জমা দেবেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। নতুন দিল্লি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়েছেন তিনি। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে দিল্লির শ্রমমন্ত্রী গোপাল রাই জানিয়েছেন, ২০ জানুয়ারি মনোনয়ন পত্র জমা দেবেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ওই দিন তাঁর নেতৃত্বে মিছিল করবে আপ কর্মীরা। পাঁচ বছর ধরে দিল্লির উন্নয়নের জন্য আপ সরকার একাধিক কর্মযজ্ঞের খতিয়ান তুলে ধরে 'কেজরিওয়াল কা গ্যারেন্টি কার্ড' প্রকাশ করা হবে। এর আগে এদিন দিল্লির শঙ্কুর বস্তিতে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল দলের নির্বাচন প্রচার কার্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। বৃহস্পতিবার প্রতাপগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নিজের মনোনয়ন পত্র জমা দেন উপমুখ্যমন্ত্রী তথা আপ নেতা মণীষ সিসোদিয়া।

সিটি ভোট বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট

মনির হোসেন ঢাকা ১৭ জানুয়ারি : সরস্বতী পূজার দিনে ঢাকা সিটি করপোরেশনের নির্বাচন করার সিদ্ধান্তে নির্বাচন কমিশন অটল থাকলে ভোট বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট। সংগঠনটি বলছে, তফসিল অনুযায়ী ৩০ জানুয়ারিই যদি ভোটের আয়োজন হয়, তাহলে সেদিন সকাল ৮টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সরস্বতী পূজা করে রাজপথে অঞ্জলি

নিয়ে কালো পতাকা মিছিল করবে তারা। পূজার দিনে ভোটের তারিখ রাখার মধ্য দিয়ে নির্বাচন কমিশন হিন্দু সম্প্রদায়ের আস্থা হারিয়েছে বলেও মন্তব্য করেছেন হিন্দু মহাজোটের মুখপাত্র পলাশ কান্তি দে। শুক্রবার রাজধানী ঢাকার সেগুনবাগিচায় বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন মিলনায়তে এক সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, আমরা ৩০ জানুয়ারির ঢাকা সিটির ভোট বর্জন করছি। কোনো হিন্দু ভাই ভোট কেন্দ্রে যাবেন না। কোনো প্রচারে অংশ নেবেন না। আমরা ৩০ তারিখ সকাল ৮টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে ঘটপূজা করে রাজপথে অঞ্জলি নেব এবং কালো পতাকা মিছিল করব। ভোটের তারিখ পেছানোর দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী অনশনে বসেছেন। এ বিষয়ে এক আইনজীবীর করা রিট হাই কোর্টে খারিজ হয়ে গেলেও তিনি আপিল বিভাগে আবেদন করেছেন। আর নির্বাচন কমিশন বলে আসছে, পূজা ও ভোট দুটোই পবিত্র, একসঙ্গে হলে কোনো সমস্যা তারা দেখছে না। এই ভূমিকার কারণে নির্বাচন কমিশনের প্রতি আস্থা হারানোর কথা জানিয়ে হিন্দু মহাজোটের মুখপাত্র বলেন, যারা একটি গোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে নির্বাচন করতে চায়, তারা সাংবিধানিক কোনো পদে থাকতে পারে না। এই কমিশনের প্রতি আমাদের আর আস্থা নেই। আমরা প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ দাবি করছি। আমরা সকল রাজনৈতিক দলের মেয়র প্রার্থী ও কাউন্সিলরদের অনুরোধ করছি আমাদের দাবির প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করার জন্য। এই কমিশন দিয়ে নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু ভোট আশা করা যায় না মন্তব্য করে পলাশ বলেন, যারা একটি বৃহৎ সম্প্রদায়কে ভোট দান থেকে বিরত রাখতে চায়, তাদের উদ্দেশ্য ভালো না, তারা মুজিববর্ষের বাংলাদেশকে বিতর্কিত করতে চায়। ৩০ জানুয়ারি নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন করার দাবি তুলে হিন্দু মহাজোটের সমন্বয়কারী শ্যামল কুমার রায় বলেন, ১০ জানুয়ারি নির্বাচনের প্রতীক বরাদ্দ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এরপর ১৫ দিন প্রচারের সময় তো আছে। এ সময় পার হওয়ার পর ২৪ তারিখ থেকে ২৮ তারিখ যে কোনো দিন নির্বাচন করা যায়। সসুতরাং নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন করা যেতে পারে, কিন্তু পূজার তারিখ পরিবর্তন করা সম্ভব না। নির্বাচন কমিশনের এই অনঢ় অবস্থান কেন- সেই প্রশ্ন তুলে শ্যামল কুমার বলেন, নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন শুরু হয়েছে। মেয়র প্রার্থী সকলেই তারিখ পরিবর্তনের পক্ষে কথা বলেছেন। সেতুমন্ত্রীও বলেছেন। এখন যেখানে শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্ন হওয়ার মত পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে, ধর্মীয় সেন্টিমেন্টের ব্যাপার। এখন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এতো হার্ডলাইনে কেন? নির্বাচনের তারিখ কী আসমানি বিধান নাকি যে ওই তারিখেই হতে হবে। অবশ্যই পরিবর্তন করা যাবে। অন্যদের মধ্যে হিন্দু মহাজোটের সহ-সভাপতি ডিসি রায়, রণজিত মৃধা, যুগ্ম মহাসচিব সমীর সরকার, অখিল মণ্ডল, ফণি ভূষণ হালদারস সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

ভারত-বাংলাদেশ আরও একটি সীমান্তহাট

মনির হোসেন ঢাকা ১৭ জানুয়ারি : বাংলাদেশের কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারী উপজেলার চর ভূরুঙ্গামারী ইউনিয়নের ভাওয়ালগুড়ি সীমান্তে আরও একটি সীমান্তহাট স্থাপিত হতে যাচ্ছে। সব প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন হলে চলতি বছরের শেষের দিকে আনুষ্ঠানিকভাবে এর কার্যক্রম শুরু হতে পারে। এ লক্ষ্যে শুক্রবার প্রস্তাবিত সীমান্তহাটের স্থান পরিদর্শন ও দুই দেশের জেলা প্রশাসক পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসক সুলতানা পারভীন এ তথ্য জানিয়েছেন। বৈঠক সূত্র জানায়, শুক্রবার দুপুরে উপজেলার ভাওয়ালগুড়ি সীমান্তে ১০০২ নম্বর সীমান্ত পিলার এলাকায় এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কুড়িগ্রামের জেলা প্রশাসক সুলতানা পারভীনের নেতৃত্বে বাংলাদেশের পক্ষে ছিলেন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জাফর আলী, কুড়িগ্রাম পুলিশ সুপার মহিবুল ইসলাম খান, বিজিবি ২২ ব্যাটলিয়নের পরিচালক জামাল হোসাইন, এডিএম জিলুফার ইয়াসমিন, উপজেলা চেয়ারম্যান নুরুন্নবী চৌধুরী ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাগফুরুল হাসান আব্বাসী প্রমুখ। ভারতের অসম রাজ্যের ধুপড়ি জেলার জেলা প্রশাসক অনন্ত লালের নেতৃত্বে ভারতের পক্ষে ছিলেন বিএসএফের ১১০ কোম্পানির সেকেন্ড ইনচার্জ ডিবি নাগ, এ টালহা এডিসি ধুবড়ি ও আগমনি বিএসএফের সিও চিরঞ্জিত দাস প্রমুখ। বৈঠকে ভূরুঙ্গামারীর চরভূরুঙ্গামারী ইউনিয়নের ভাওয়ালগুড়ি সীমান্ত ও অসমের ধুবড়ি জেলার ছত্রশাল সীমান্তে সীমান্ত হাট স্থাপনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসক সুলতানা পারভীন জানান, আমরা উভয় দেশের প্রতিনিধি পর্যায়ে সর্বসম্মতভাবে স্থান নির্বাচনসহ সীমান্তহাট স্থাপনে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি। উভয় দেশের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে সীমান্ত হাটের কার্যক্রম শুরু করা হবে। আশা করছি চলতি বছর নতুন এই সীমান্ত হাটের কার্যক্রম শুরু হতে পারে।' প্রসঙ্গত, কুড়িগ্রামের রাজীবপুর উপজেলার সদর ইউনিয়নের বালিয়ামারী ও সীমান্তের মেঘালয়ের কালাইয়ের চর সীমান্তে নোম্যান্স ল্যান্ডে একটি সীমান্ত হাট রয়েছে। সপ্তাহে প্রতি বুধবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত এ সীমান্তহাটে দুই দেশের ব্যবসায়ীরা পণ্য বেচাকেনা করে থাকেন।

দিল্লি গণধর্ষণ মামলা মুকেশ সিংয়ের প্রাণভিক্ষার আর্জি খারিজ করলেন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): দিল্লি গণধর্ষণ মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী মুকেশ সিংয়ের প্রাণভিক্ষার আবেদন খারিজ করে দিলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দউ বৃহস্পতিবার রাতেই মুকেশের আর্জি খারিজ করার সুপারিশ করে রাষ্ট্রপতিকে পাঠিয়েছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এরপর শুক্রবার মুকেশের প্রাণভিক্ষার আর্জি খারিজ করে দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। গত ৭ জানুয়ারি দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্ট চার আসামীর মৃত্যু পরোয়ানা জারি করে বলেছিল, ২২ জানুয়ারি সকাল সাতটায় তিহাড় জেলে আসামীদের ফাঁসি কার্যকর করতে হবেউ তারপর সুপ্রিম কোর্টে রায় সংশোধনের আর্জি জানায় বিনয় শর্মা ও মুকেশ। শীর্ষ আদালতে খারিজ হয়ে যায় রায় সংশোধনের আর্জি। তারপর প্রাণভিক্ষার আবেদন জানায় মুকেশ সিং। একইসঙ্গে দিল্লি হাইকোর্টে মৃত্যু পরোয়ানা খারিজের আবেদনও করে মুকেশ। মুকেশের আইনজীবীর বক্তব্য ছিল, রাষ্ট্রপতি প্রাণভিক্ষার আবেদন মঞ্জুর করতে পারেনউ তাই ২২ জানুয়ারি মৃত্যু পরোয়ানা রদ করা হোক। আবার দিল্লি সরকার আদালতে জানায়, সমস্ত আইনি বিকল্প শেষ হওয়ার পরেও ১৪ দিন সময় দিতে হয়। তাই ২২ জানুয়ারি মৃত্যু পরোয়ানা কার্যকর করা সম্ভব নয়উ সেই যুক্তি অবশ্য হাইকোর্ট শোনেনি। এবার মুকেশের প্রাণভিক্ষার আর্জি খারিজ করে দিলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। নির্ভয়া গণধর্ষণ মামলায় মুকেশ ছাড়া আর কেউ প্রাণভিক্ষার আবেদন জানায়নি।

দক্ষিণাঞ্চলীয় মেক্সিকোতে শক্তিশালী ভূমিকম্প, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা

মেক্সিকো সিটি, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দক্ষিণাঞ্চলীয় মেক্সিকো। স্থানীয় সময় অনুযায়ী বৃহস্পতিবার রাতে তীব্র ভূকম্পন অনুভূত দক্ষিণ মেক্সিকোতে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৫.৩। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকা সত্ত্বেও হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। তবে, অনেক ঘর-বাড়ির দেওয়ালে ফাটল ধরেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, স্থানীয় সময় অনুযায়ী বৃহস্পতিবার রাত ৮.০৭ মিনিট নাগাদ ৫.৩ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় দক্ষিণাঞ্চলীয় মেক্সিকোতে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ওক্সাকা স্টেটের সান্টিয়াগো ইক্সটালটেপেক থেকে ৩.৬ মাইল (৫.৯ কিলোমিটার) দক্ষিণ-পশ্চিমে, ভূপৃষ্ঠের ১৬ মাইল (২৭ কিলোমিটার) গভীরে। মেক্সিকোর জাতীয় সিসমোলজিক্যাল সেন্টার অবশ্য জানিয়েছে, দক্ষিণাঞ্চলীয় মেক্সিকোতে অনুভূত হওয়া ভূমিকম্পের তীব্রতা রিখটার স্কেলে ছিল ৫.৬। শক্তিশালী ভূমিকম্পের তীব্রতায় ইস্থুস রিজিওনে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ফাটল ধরেছে বেশ কিছু ঘর-বাড়িতে। ভূকম্পন অনুভূত হওয়া মাত্রই আতঙ্কে-প্রাণভয়ে ঘর-বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ান মানুষজন। ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও স্পষ্ট নয়।

শীর্ষ আদালতে কেরলের পাশে দাঁড়াবে পঞ্জাব

চণ্ডীগড়, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) : সিএএ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে কেরল সরকারের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়বে পঞ্জাব সরকার বলে শুক্রবার জানালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরেন্দ্র সিং। শুক্রবার সিএএ বিরোধী প্রস্তাব পাশ হয় পঞ্জাব বিধানসভায়। কেরলের পর দ্বিতীয় রাজ্য হিসেবে এমন পদক্ষেপ নিল পঞ্জাব। অন্যদিকে সিএএ নিয়ে ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে কেরল। এবার কেরলের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল পঞ্জাব সরকার। এদিন মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, সিএএ আইনে যাবতীয় পরিবর্তনের জন্য একটি খসড়া কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হয়েছে। পুরনো দিনের মতোই জনগণনা চলবে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকদের গণনা করা হবে।

প্যারোলে ছাড়া পেয়ে নিখোঁজ জলিস আনসারি হন্যে হয়ে খুঁজছে পুলিশ

মুম্বই, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): প্যারোলে ছাড়া পাওয়ার পর আচমকাই নিখোঁজ হয়ে গেল 'ডক্টর বম্ব'। ১৯৯৩ মুম্বই বিস্ফোরণের যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামী জলিস আনসারি (৬৮), বোমা বিশেষজ্ঞ জলিসের অপর একটি নাম হল 'ডক্টর বম্ব'। প্যারোলে ছাড়া পাওয়ার পর থেকেই ৬৮ বছর বয়সি জলিসের কোনও খোঁজ নেই। 'ডক্টর বম্ব'-কে হন্যে হয়ে খুঁজছে মুম্বই পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ ও রাজস্থান পুলিশ। ১৯৯৩ মুম্বই বিস্ফোরণ মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত জলিস আনসারিউ দক্ষিণ মুম্বইয়ের এগরিপাড়া এলাকার বাসিন্দা জলিস বন্দি ছিল রাজস্থান সেন্ট্রাল জেলে।

সম্প্রতি ২১ দিনের প্যারোলে ছাড়া পেয়েছিল জলিস। ছাড়া পাওয়ার পর নিয়মমতো প্রতিদিন মুম্বইয়ের এগরিপদা পুলিশ স্টেশনে সকাল সাড়ে দশটায় হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল জলিসের। বেশ কয়েকদিন সেটাও করেছিল সে। শুক্রবার জেল কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করার কথা ছিল। আগের দিন বৃহস্পতিবার থেকেই জলিসের কোনও খোঁজ নেই। পুলিশ স্টেশনে হাজিরা দিতেও আসেনি সেউ জলিসের ছেলে জাইদ আনসারি জানিয়েছে, 'বাবার কোনও খোঁজ পাচ্ছি না। নমাজ পড়তে বেরিয়েছিলেন বাবা, তারপর আর বাড়ি ফেরেননি।' এগরিপদা থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়েছে। জলিস আনসারির এই নিখোঁজ-রহস্য ঘুম উড়িয়ে দিয়েছে পুলিশের। তাকে খুঁজছে মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চ ও সন্ত্রাস দমন শাখা। সমস্ত থানায় পাঠানো হয়েছে সতর্কবার্তা। শুধুমাত্র মুম্বই ধারাবাহিক বিস্ফোরণ নয়, আরও কয়েকটি বিস্ফোরণের নেপথ্যেও হাত ছিল জলিসের। সিমি এবং ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের মতো জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে তার যোগ পেয়েছেন গোয়েন্দারা। বোমা বিশেষজ্ঞ জলিসের নাম দেওয়া হয়েছিল 'ডক্টর বম্ব'।

পেরিয়ার সম্পর্কে বিতর্কিত মন্তব্য! অভিযোগ দায়ের রজনীকান্তের বিরুদ্ধে

কোয়েম্বাটুর, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): থান্থাই পেরিয়ার (পেরিয়ার ইভি রামাস্বামী) সম্পর্কে বিতর্কিত তথা মিথ্যে মন্তব্য করেছেন তামিল সুপারস্টার রজনীকান্ত। পেরিয়ার সম্পর্কে বিতর্কিত মন্তব্য করায় রজনীকান্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলেন দ্রাভিদার ভিধুথালাই কাজহাগাম (ডিভিকে)-এর সদস্যরা। রজনীকান্তকে ক্ষমা চাইতেও বলা হয়েছে।

অভিযোগকারীরা ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩ (এ) ধারায় তামিল সুপারস্টার রজনীকান্তের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার অনুরোধ জানিয়েছেন। ডিভিকে সদস্যদের অভিযোগ, পেরিয়ার ইভি রামাস্বামী সম্পর্কে বিতর্কিত তথা মিথ্যে মন্তব্য করেছেন তামিল সুপারস্টার রজনীকান্ত। পুলিশে অভিযোগ দায়ের করে রজনীকান্তকে ক্ষমা চাইতে বলেছে ডিভিকে।

মুখ দেখিয়েই ঢোকা যাবে কলকাতা বিমানবন্দরে

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি (হি.স): প্রয়োজন নেই কোনও কাজগপত্রের। এবার মুখ দেখিয়েই ঢোকা যাবে কলকাতা বিমানবন্দরে। মার্চ থেকেই কলকাতা বিমানবন্দরে ডিজিটাল যাত্রা বা 'ডিজি যাত্রা' পরিষেবা চালু করছে অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক। এর ফলে বিমানবন্দরে প্রবেশ থেকে বিমানে ওঠা পর্যন্ত মুখের বায়োমেট্রিক তথ্যই হবে যাত্রীর পরিচয়। এতে ঝক্কি যেমন কমবে। সময়ও তেমন বাঁচবে।

দিন দিন ভিড় বাড়ছে দেশের বিমানবন্দরগুলোতে। চেক-ইনের লম্বা লাইন পেরিয়ে বিমানের আসনে বসাও কম ঝক্কির নয়। এই ঝক্কি কমাতে বেশ কয়েকবছর ধরেই ভাবনাচিন্তা করছিল অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক। অবশেষে মিলল দাওয়াই। যার পোশাকি নাম ডিজিটাল যাত্রা বা ডিজি যাত্রা।

এই পদ্ধতিতে বিমানবন্দরে ঢোকার সময়ে ই-টিকিট বা পরিচয়পত্র দেখাতে হবে না। পরিচয়পত্র দেখাতে হবে না চেক ইন বা সিকিউরিটি চেকের সময়ও। শুধুমাত্র মুখ দেখিয়েই বিমানবন্দরে ঢুকতে পারবেন যাত্রীরা।

'ডিজি যাত্রা'র জন্য প্রথমবার বিমানবন্দরেই রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে যাত্রীদের। রেজিস্ট্রেশনের সময়ে বিশেষ ক্যামেরার সাহায্যে যাত্রীর ছবি তোলা হবে। 'ফেস রেকগনাইজেশন' প্রযুক্তির সাহায্যে যাত্রীর মুখের ছবি তোলা হবে। যাত্রীর মুখের বায়োমেট্রিক তথ্যই হবে তাঁর পরিচয়। একবার রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেলে বিমানবন্দরে ঢুকতে ই-টিকিট ও পরিচয়পত্রের প্রয়োজন হবে না। ওয়েব ক্যামেরার দিকে তাকালেই যাত্রীকে চিহ্নিত করা যাবে। বিমানবন্দরে প্রবেশ থেকে বিমানে ওঠা পর্যন্ত একই পদ্ধতি। ইতিমধ্যেই হায়দরাবাদ বিমানবন্দরে চালু হয়েছে 'ডিজি যাত্রা'। চলতি বছর মার্চ থেকে কলকাতা বিমানবন্দরেও চালু হবে এই পরিষেবা। ধাপে ধাপে দেশের সব বিমানবন্দরকেই ডিজি যাত্রার আওতায় আনতে চায় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক।

উত্তর প্রদেশের রাজ্য সভাপতি পদে ফের স্বতন্ত্র, অভিনন্দন অখিলেশের

লখনউ, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উত্তর প্রদেশ রাজ্য বিজেপি সভাপতি নির্বাচিত হলেন স্বতন্ত্র দেব সিং। শুক্রবার বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এবং কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক ভূপেন্দ্র যাদব উত্তর প্রদেশের রাজ্য বিজেপি সভাপতি হিসেবে স্বতন্ত্র দেব সিং-এর নাম ঘোষণা করেন। এরপরেই স্বতন্ত্রকে অভিনন্দন জানান সমাজবাদী পার্টির সভাপতি তথা উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার রাজ্য বিজেপি সভাপতির পদের নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছিলেন তিনি। অন্য কেউ না দেওয়াতে তাঁর জয় শুধুমাত্র ঘোষণার অপেক্ষায় ছিল। অবশেষে এদিন আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়। দলের সাধারণ সম্পাদক বিজয় বাহাদুর পাঠক তাঁকে অভিনন্দন জানান। ২০১৭-র মার্চে যোগী মন্ত্রিসভার প্রতিমন্ত্রী হয়েছিলেন স্বতন্ত্র। ২০১৯ সালের ১৯ জুলাই থেকে তিনি রাজ্য সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এবার এই পদেই পুনরায় নির্বাচিত হলেন তিনি।

শুক্রবার আগরতলায় ত্রিপুরা ই-রিক্সা সমিতি জয়েন্ট টান্সপোর্ট কমিশনারের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেছে। ছবি- নিজস্ব।

পাথারকান্দিতে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত চার ব্যক্তির পরিবারের পাশে বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু

হাফলং (অসম), ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) : গত সোমবার মকর সংক্রান্তির প্রাক্কালে বেলা প্রায় ২.১৫ মিনিট নাগাদ করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার সেপেনজুরি (মেদলি) চা বাগানে (এএস ১০ এসি ২৩২২ নম্বরের অটোভ্যান এবং টিআর ০৫ বি ১৬৮১ নম্বরের পোরল্ট্রি মোরগ বোঝাই বলোরো পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত চারজনের পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল।

শুক্রবার তিনি স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে আদমটিলার মৃত ধনী মুণ্ডা ও সেপেনজুরি (মেদলি)-র নিলি হাজামের পরিবারবর্গের সঙ্গে পৃথক পৃথক ভাবে তাঁদের বাড়িতে গিয়েছেন। সংশ্লিষ্টদের পরিবার-পরিজনকে সমবেদনা জ্ঞাপনের পাশাপাশি মৃতদের আত্মার চিরশান্তি কামনা করেছেন বিধায়ক। তিনি দুর্ঘটনায় নিহতদের প্রতিটি পরিবারকে নগদ কিছু আর্থিক সাহায্য প্রদান করে তাঁরা যাতে সরকারি সাহায্য পান সে ব্যবস্থাও করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। এর আগে সেদিনের মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় আহতদের শারীরিক খোঁজখবর নিতে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালেও গিয়েছিলেন পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল।

বুধবার বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল এলাকা তথা করিমগঞ্জের সাংসদ কৃপানাথ মালাহ এবং শিলচরের সাংসদ ডা. রাজদীপ রায়কে সঙ্গে নিয়ে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসকদের সঙ্গে দেখা করে আহতদের শারীরিক অবস্থার খবর নিয়ে তাঁদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। পাশাপাশি বিধায়ক এদিন আহতদের সাময়িক সহায়তা স্বরূপ কিছু নগদ টাকাও দিয়ে এসেছেন। তাঁরাও যাতে সরকারি সাহায্য পান সে ব্যাপারে তিনি সরকারি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন। উল্লেখ্য, মকর সংক্রান্তির একদিন আগে সোমবার বেলা প্রায় ২.১৫ মিনিট নাগাদ পাথারকান্দির কাঁঠালতলি-চাঁন্দখিরা ২০৮-এ নম্বর জাতীয় সড়কে দুই গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে দুই শিশু, এক যুবতী এবং এক মহিলার মৃত্যু হওয়ার পাশাপাশি সাতজন ঘায়েল হয়েছিলেন। নিহতরা যথাক্রমে নিলি হাজাম (১৮), নীতিন হাজাম (৬ মাস), ধনি মুণ্ডা (৩৫) এবং সুলেখা মুণ্ডা (৫)। এছাড়া আহত হয়েছিলেন রানি গোয়ালা (২৫), সুরজ থাপা (১৯), রমেশ বার্মা (৩৫), শংকর বার্মা (২৭), সাথী যাদব (২৬), গোপাল যাদব (৩০) এবং নিমা হাজাম (২৬)। সেদিন দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজিত জনতা বলেরো গাড়িতে আগুন ধরিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছেন। এমন-কি উশৃঙ্খল কতিপয় যুবক ঘটনাস্থলের পার্শবর্তী গৃহস্থদের বাড়িতে চড়াও হয়ে ভাঙচুরের প্রচেষ্টা করার পাশাপাশি সোনাখিরা পুলিশ চেকগেটে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা করেছিল।

শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি প্রবীণ অভিনেতা দীপঙ্কর দে

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি (হি. স.) : শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন প্রবীণ অভিনেতা দীপঙ্কর দে। বৃহস্পতিবার রাতের আনন্দ শুক্রবার সকালেই ম্লান হয়ে গেল। বৃহস্পতিবার সামান্য শ্বাসকষ্ট ছিল। কিন্তু সেই কষ্ট চাপা পড়ে গেছিল দোলন রায়কে আইনি ভাবে বিয়ে করার আনন্দে। শুক্রবার সকালেই সেই কষ্ট বাড়ায় বিকেলে অ্যাপেক্স নার্সিংহোমে ভর্তি করতে হয়েছে প্রবীণ অভিনেতাকে।

দোলন রায় জানিয়েছেন, "গতকালও শ্বাসকষ্ট ছিল আপনাদের দাদার। গত মাসে নিউমোনিয়ার সংক্রমণ নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন আমরিতে। টানা চিকিৎসার পর সুস্থও হয়ে ওঠেন। আজ সকাল থেকে ফের অসুস্থ তিনি।" দোলন আরও জানান, "এই মুহূর্তে অ্যাপেক্স হাসপাতালে দীপঙ্কর দে-র প্রাথমিক চিকিৎসা হয়েছে। এরপর তাঁকে দেখবেন ডাক্তার অংশুমান মুখোপাধ্যায়। তাই দীপঙ্করবাবুকে নিয়ে যাওয়ার কথা চেম্বার হলে। পাশাপাশিই, দুঃখের সঙ্গেই জানান দোলন, আমার কপালে সুখ একেবারেই সহ্য হয় না। কপালটাই আমার এরকম।"

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আগামী ৩ দিন বৃষ্টির সম্ভবনা

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি (হি.স): কুয়াশার দাপট কলকাতায়, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বাড়ছে। জানুয়ারির মাঝেই উধাও শীত। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বাড়ছে হু-হু করে। আগামী দিন তিনেক অন্তত পরিস্থিতি এরমই থাকবে। ১৯ তারিখ রবিবার থেকে কলকাতার দিকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হতে পারে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে ফের ঊর্ধমুখী পারদ। আগামী ৩ দিন বৃষ্টি হতে পারে উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলায়।

পারদ বাড়ার সঙ্গে ফের বৃষ্টি হতে চলেছে। চলতি সপ্তাহের শেষে রাজ্যের পশ্চিম এবং উত্তরের কিছু জেলায় ফের বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, মধ্যপ্রদেশে একটি ঘূর্ণাবর্ত দানা বেঁধেছে। তার জেরেই গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গে জলীয় বাষ্প ঢুকতে শুরু করেছে। এমন চলতে থাকলে বাতাস ভারী হওয়ায় শনি এবং রবিবার পশ্চিমের জেলাগুলোতে বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী ১৯ তারিখ নাগাদ পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা যেমন বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, মেদিনীপুর, পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান এইসব জেলায় হাল্কা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টি হবে উত্তরে জেলাতেও। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, কালিম্পং এবং আলিপুরদুয়ার এই পাঁচ জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সাধারণ ১৫ ডিসেম্বর থেকে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত শীতের দাপট থাকে এরাজ্যে। তারপর থেকে পারদ ক্রমশ ঊর্ধমুখী হয়। শীত কমতে শুরু করে। কিন্তু এবারে মকর সংক্রান্তির দিনে খুব একটা ঠান্ডা পড়েনি। বরং ওই দিন থেকেই পারদ চড়তে শুরু করেছে। আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন, একদিকে যেমন মধ্যপ্রদেশের উপর তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্তের জেরে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়ছে, তেমনই আবার কাশ্মীরের উপরে একটি পশ্চিমি ঝঞ্ঝা রয়েছে। তার ফলে উত্তুরে হাওয়া রাজ্যে ঢুকতে বাধা পাচ্ছে। উত্তরে হাওয়ার দাপট নেই, তার উপর আকাশ পরিষ্কার। তাই সূর্যের কড়া রোদে দিনের বেলায় গরম ভাব অনুভূত হচ্ছে। হাওয়াতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণও বেশি। যা গরম অনুভূত হওয়ার এটাও অন্যতম কারণ। ফলে এই দুইয়ের জোড়া ফলায় রাজ্যে শীতের দাপট একেবারেই নেই বলা যায়। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'সূর্যের উত্তরায়ণ শুরু হলে আমাদের ভূখণ্ডে বেশি পরিমাণে আলো আসে। ফলে দিনের বেলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়বে। শীতের মরশুমের শুরুতে যেভাবে ভোরের দিকে এবং রাতের বেলায় পারদ খানিকটা কমে, এখন কয়েকদিন আবহাওয়া তেমনই থাকবে। তবে দক্ষিণবঙ্গের বৃষ্টির পূর্বাভাস না থাকলেও উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি হতে পারে।' শনিবার কলকাতার আকাশ থাকবে পরিস্কার। সকালের দিকে কুয়াশা থাকবে। শুক্রবার অবশ্য কলকাতার আকাশ ছিল সাধারনত পরিস্কার। আবহাওয়াবিদরা জানান, এদিন রাজ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে ৪ ডিগ্রি বেশি। সর্বনিম্ন,১৫.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি বেশি। বাতাসে অপেক্ষিক আর্দতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ৯৯ শতাংশ। সর্বনিম্ন,৩৪ শতাংশ। গত চব্বিশ ঘন্টায় কলকাতা ও পাশ্ববর্তী অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয় নি।

টিএলপি নেতাসহ ৮৭ জন সন্ত্রাসবাদীকে ৪,৭৩৮ বছর কারাদণ্ড পাকিস্তান আদালতের

রাওলপিন্ডি, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) : পাকিস্তানের সন্ত্রাসবিরোধী আদালত টিএলপি (তেহরিক-ই-লাইবাক) নেতা খাদিম হুসেন রিজবি, তার ভাই, ভাইপোসহ ৮৭ জন সন্ত্রাসবাদীকে ৪,৭৩৮ বছর কারাদণ্ড এবং ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করেছে। সব দোষীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করারও নির্দেশ জারি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে রাওয়ালপিন্ডির বিচারক শওকত কামাল দার এই আদেশ জারি করেন। আদালত প্রত্যেক সাজাপ্রাপ্তকে ৫৫ বছরের কারাদণ্ড এবং ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করেন। রায় ঘোষণার সময় আদালত চত্বরে চারপাশে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আদালত রায় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ, নিরাপত্তা বাহিনী এবং বিশেষ শাখা কর্মীরা তিন বাসে সমস্ত দোষীদের জেলে নিয়ে যাওয়া হয়।

বিধানসভায় বিল পাস

● প্রথম পাতার পর

বিল, ২০১৯' এর উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন।

আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতি অংশের মানুষেরও বিরাট ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু এই ভূমিকা সেভাবে মান্যতা পায়নি। তিনি বলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলে যারা বসবাস করেন তাদের বড় অংশ জনজাতি অংশের। তপশিলী জাতি অংশের মানুষও রয়েছেন। ১৯৯৯ সালে অটল বিহারি বাজপেয়ীর সরকারই প্রথম উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে পৃথক মক তৈরী করেন। নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছেন। প্রসঙ্গক্রমে মুখ্যমন্ত্রী ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিরশা মুণ্ডা, মণিপুরের রাজকুমার টিকেন্দ্র সিং এর অবদানের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এক সময় এই অঞ্চলের তপশিলী উপজাতি ও তপশিলী জাতি অংশের মানুষকে ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিই এই অঞ্চলের মানুষের পেছনে দাঁড়িয়েছেন।

রাজ্যের তপশিলী উপজাতি ও তপশিলী জাতি অংশের মানুষের উন্নয়নে বনধন যোজনা, অটল জলধারা মিশন প্রভৃতি প্রকল্পের কথা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ন্যনতম সহায়ক মূল্যে রাজ্যে যে ধান কেনা হচ্ছে তাতে তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতির অংশের কৃষকগণই বেশী উপকৃত হয়েছেন। সবশেষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নরেন্দ্র মোদির নেতত্বে থাকা সরকারই সংবিধান প্রনেতা বাবা সাহেব আম্বেদকরকে সম্মান দিয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন আগামী দশ বছরের মধ্যে কাজের মাধ্যমেই এই অংশের মানুষের উন্নতি আরও তরান্বিত হবে। আলোচনায় অংশ নিয়ে রাজস্বমী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা বলেন, আমাদের দেশে বর্ণবৈষম্য ঐতিহাসিক বিষয়। হাজার হাজার বছর ধরে সমাজ জীবন এভাবেই চলে এসেছে। এই অংশের মানুষকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে সংবিধানে রক্ষাকবচ রাখা হয়েছে। এই অংশের মানুষ সমাজের বৃহত্তর অংশ। তারা এগিয়ে না গেলে দেশ এগিয়ে যেতে পারবেনা। বিস্তারিত আলোচনায় পর বিলটি সভায় সর্বসম্মতক্রমে সমর্থন করা হয়।

কাছাড়ের গুমড়ায় জমে উঠেছে 'আনন্দমেলা'

কাটিগড়া (অসম), ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) : জমে উঠেছে কাছাড় জেলার পশ্চিম কাটিগড়ার অন্তর্গত গুমড়াবাজারে চলমান আনন্দমেলা। মেলার আজ দ্বিতীয়দিনে মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। কাছাড় জেলা পরিষদের উপ-সভানেত্রী লাভলী চক্রবর্তী বৃহস্পতিবার ফিতা কেটে মেলার শুভ উদ্বোধন করেছেন। এ উপলক্ষ্যে কালাইন আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সভাপতি কার্তিক তাঁতির পৌরোহিত্যে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়।

সভায় মেলা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেছেন বিজেপি-র কালাইন মণ্ডলের উপ-সভাপতি সুব্রত চক্রবর্তী, পাইকান দিগরখাল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য কালাচাঁদ বৈষ্ণব, সভাপতি কার্তিক তাঁতি প্রমুখ। বক্তারা উল্লেখ করেন, আনন্দমেলা এলাকার সকলের একটি মিলনস্থল। যে কয়দিন মেলা চলবে ওই কয়দিন এলাকার সকলে অনন্য মাত্রায় আনন্দে শামিল হবেন। আনন্দমেলায় যাতে নিরানন্দের মতো কোনও ঘটনা সংঘটিত না হয় সে ব্যাপারে আয়োজকদের সতর্ক দৃষ্টি রাখার অনুরোধ জানান বক্তারা। এছাড়া মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে প্রশাসনের বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে মেলা শেষ করারও আহ্বান জানান থআঁরা। গতকাল প্রথম দিনেও মেলা জমে উঠেছিল। মেলাটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে এলাকার সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন আয়োজক কমিটির কর্মকর্তারা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেলা কমিটির সভাপতি সুনীল বৈষ্ণব, পাইকান দিগরখাল গ্রাম পঞ্চায়েতের এপি সদস্য গৌতম বৈষ্ণব, গুমড়া পুলিশ অনুসন্ধান কেন্দ্রের ইনচার্জ মনোজ রাজবংশী, বাজার কমিটির সভাপতি অনিল দাস, সমাজসেবী প্রদীপ অধিকারী, পতন বৈষ্ণব প্রমুখ।

ত্রিপুরা কার্ডিও ডায়াবেটিক আপডেট অনুষ্ঠান আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি : কার্ডিও ডায়াবেটিক শীর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে লায়ন্স ক্লাব রাজধানী। ১৮ এবং ১৯ জানুয়ারি এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী দপ্তরের মন্ত্রী ডাঃ জীতেন্দ্র সিং এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা, পুর নিগমের মেয়র ডঃ প্রফুল্লজিৎ সিনহা, স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ দপ্তরের দেবাশিস বসু সহ অন্যান্যরা।

দেহ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত তিন অভিনেত্রী গ্রেফতার

মুম্বই, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) : বলিউডের বেশ কিছু নামী তারকা দেহ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত এ তথ্য আগেই ছিল আন্ধেরী পুলিশের কাছে। বৃহস্পতিবার অভিযান চালিয়ে তিন অভিনেত্রীকে উদ্ধার করল পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে আরও এক নাবালিকাও। পাকড়াও করেছে দেহ ব্যবসার মূলচক্রী প্রিয়া শর্মাকে। মুম্বইয়ের একটি নামী ভ্রমণ সংস্থার মালিক প্রিয়া। সেই সূত্রেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় অনেকের। জেরায় ওই তিন অভিনেত্রী জানিয়েছেন, দেহ ব্যবসায় যে তাঁদের নামানো হচ্ছে প্রথমে বুঝতেই পারেনি। পরে একরকম বাধ্য করা হয়। বেরিয়ে আসতে চেয়েও পারেননি। ওই তিন অভিনেত্রীর মধ্যে দুজন একটি জনপ্রিয় হিন্দি সিরিয়ালের অভিনেত্রী। অন্যজন মরাঠি সিরিয়ালের চেনা মুখ। এছাড়াও নাবালিকা বেশ কিছু ওয়েব সিরিজে কাজ করেছেন। প্রিয়া শর্মার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পশ্চিম কাটিগড়ায় ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াদের বিনামূল্যে কোচিং, কম্বল বিতরণ

কাটিগড়া (অসম), ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) : কাছাড় জেলার অন্তর্গত এবং কাটিগড়া বিধানসভা এলাকার সাতটি চা বাগান অঞ্চলে কম্বল বিতরণ করেছেন বিশিষ্ট সমাজসেবী উত্তম কুমার নাথ। শুক্রবার সকাল ৯-টায় প্রথমে চণ্ডীপুর নতুন কালীবাড়িতে বিভিন্ন দুস্থদের কুড়িটি কম্বল বিতরণ করেছেন নাথ। এ উপলক্ষ্যে এক সভারও আয়োজন করা হয়েছে। সভার পৌরোহিত্য করেন সরোজিৎ চন্দ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন যোগেশচন্দ্র বৈষ্ণব, অরুণ কুমার বৈষ্ণব, রঞ্জিত দাস, বিজেন্দ্র দেব প্রমুখ। চণ্ডীপুর নতুন কালীবাড়িতে কম্বল বিতরণ শেষে একে একে দিগরখাল চা বাগান, কালাইনছড়া চা বাগান, গুমড়া চা বাগান, জালালপুর চা বাগান, গোবিন্দ কুপা চা বাগান, ক্রেইগপার্ক চা বাগানে কুড়িটি করে মোট ১৪০টি কম্বল বিতরণ করেছেন উত্তম কুমার নাথ। কম্বল বিতরণ করে উত্তম কুমার নাথ জানান, নিজের সাধ্য মতো সমাজের অসহায় ও দুস্থদের পাশে দাঁড়াতে পেরে তিনি অত্যন্ত খুশি। আগামীতেও এ ধরনের আরও কাজ করবেন বলে জানান তিনি। এদিকে পশ্চিম কাটিগড়ার যুবশক্তি ক্লাবের সভাপতি অনুজ কান্তি পাল জানান, ক্লাবের উদ্যোগে ও সমাজসেবী উত্তম কুমার নাথের আর্থিক সহযোগিতায় আগামী ২৫ জানুয়ারি থেকে একবছর ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির সরকারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে কোচিং দেওয়া হবে। এজন্য আগামী ২৩ জানুয়ারি ক্লাব থেকে সংশ্লিষ্টদের ফরম সংগ্রহ করতে জানান তিনি।

উদ্ধার করল বিএসএফ

● প্রথম পাতার পর

এদিকে, অন্য আরেকটি ঘটনায় বিলোনিয়া থানাধীন সীমান্ত এলাকায় একটি ব্যাগ উদ্ধার করেছে বিএসএফ। সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের জনসংযোগ আধিকারিকের কথায়, ওই ব্যাগে ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৪৫০ টাকার ১৫.৭ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। তিনি জানান, সমস্ত নেশাদ্রব্য সংশ্লিষ্ট এলাকার থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা দিয়ে পাচারের সময় ১০ গবাদি পশু উদ্ধার করেছেন সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা। গরুগুলির বাজারমূল্য প্রায় ৩ লক্ষ ৮১ হাজার ৯০০ টাকা।

জারি আদালতের

● প্রথম পাতার পর

১ ফেব্রুয়ারি, সকাল ছ'টা। অর্থাৎ ফের পিছিয়ে গেল নির্ভয়া কাণ্ডের চার দোষীর ফাঁসির দিন। যদিও অভিযুক্ত মুকেশের প্রাণ ভিক্ষার আর্জি খারিজ করে দিয়েছে দিল্লি সরকার। ইতিমধ্যেই নির্ভয়ার অভিযুক্তের প্রাণ ভিক্ষার আর্জি খারিজ করে দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। অন্যদিকে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর অন্তত ১৪ দিন সময় দিতে হয় অপরাধীদের। সেই নিয়মেই ২২ জানুয়ারি চার জনকে ফাঁসি দেওয়া যাবে না বলে জানাল দিল্লি হাইকোর্ট। নির্ভয়া কাণ্ডের চার দোষী বিনয় শর্মা, মুকেশ কুমার, পবন গুপ্ত ও অক্ষয়কুমার সিংকে ফাঁসির আদেশ দিয়েছিল নিম্ন আদালত। তার পর হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টও সেই নির্দেশ বহাল রাখে। এর পর সুপ্রিম কোর্টে রায় সংশোধনের আর্জিও খারিজ হয়ে যায়। ২২ জানুয়ারি সকাল ৭ টায় ফাঁসির নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টে রায় সংশোধনের আর্জি জানিয়েছিল দুই সাজাপ্রাপ্ত বিনয় শর্মা ও মুকেশ কুমার। মঙ্গলবারেই সেই আর্জি খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এর পর নিম্ন আদালতের মৃত্যু পরোয়ানার বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে মুকেশ সিং। পাশাপাশি রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষার আর্জিও জানিয়েছে সে। মুকেশের আইনজীবীদের যুক্তি, রাষ্ট্রপতি প্রাণভিক্ষার আর্জি মঞ্জুর করতে পারেন।

আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

৩৪ হাজার উদ্বাস্তুদের স্থায়ী পুনর্বাসন হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার ৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। প্রত্যেক পরিবার পিছু এককালীন চার লক্ষ টাকার ফিক্সড ডিপোজিট করা হবে, যা দু'বছর পর নগদে পাওয়া যাবে। তাঁর দাবি, এছাড়াও দু'বছর যাবৎ প্রতিটি পরিবারকে নিঃশুল্ক রেশনের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি মাসিক ৫,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। শুধু তা-ই নয়, প্রত্যেকটি পরিবারের জন্য রাজ্য সরকারের তরফে দেড় গণ্ডা করে ভূমির উপর দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় করে গৃহনির্মাণ করে দেওয়া হবে, বলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, রিয়াং শরণার্থীদের মধ্যে যারা মিজোরামে যেতে আগ্রহী তাদেরকেও মিজোরামে একই প্যাকেজে সুবিধা প্রদান করা হবে। এই প্যাকেজ কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে জমির সঙ্কট রয়েছে। তদুপরি রিয়াং জনজাতিদের তাদের চিরাচরিত সংস্কৃতি ও প্রথা অনুযায়ী ক্লাস্টারভিত্তিতে রাজ্যে যেখানে যেখানে জায়গার সুবিধা রয়েছে সেখানেই তাদের বসতির ব্যবস্থা করা হবে। সেক্ষেত্রে রিয়াং অধ্যুষিত এলাকাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একই দেশে কেউ শরণার্থী হতে পারে না। একে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা আবশ্যক এবং সেই কারণেই মানবিক সমাধানে কেন্দ্রীয় সরকার সদর্থক ভূমিকা নিয়েছে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কাঞ্চনপুরে অ-উপজাতি সম্প্রদায়ের যে সমস্ত পরিবার বাড়িঘর ছাড়া রয়েছেন তাদের বিষয়ে সরকার সহানুভূতিশীল। রাজ্য সরকার মনে করে জাতি-জনজাতি সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সহাবস্থানের মাধ্যমেই রাজ্যের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব। অ-উপজাতিদের উদ্বাস্তুদেরও পুনর্বাসনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে আলোচনা হয়েছে। তাঁদেরও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। কিছু কিছু দুষ্কৃতকারী যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চাইছে তাদের বিরুদ্ধে সরকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে।

ভাষণ বয়কট

● প্রথম পাতার পর

আড়াই মাসেও এখনও পুলিশ আদালতে চার্জশিট দিতে পারছে না। তাই তিনি চাইছেন বাদল চৌধুরীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করা হোক।

প্রত্যয়

● প্রথম পাতার পর

অন্ত্যোদয় যোজনায় সমগ্র দেশবাসী উপকৃত হচ্ছেন। তাই আরও নতুন উদ্যমে দেশের সেবা করার জন্য ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে দেশবাসী পুনরায় নরেন্দ্র মোদীর পক্ষে মত দিয়েছেন।

তাঁর দাবি, ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি ও কর্মসূচিগুলি অদম্য উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে বাস্তবায়নে বিরাট উদ্যোগ নিয়েছে। ত্রিপুরাবাসী ইতিমধ্যেই ওই উদ্যোগের সুফল পেতে শুরু করেছেন। যা তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের মানোন্নয়নে সাহায্য করেছে। তাঁর আরও দাবি, মানুষের আয় ক্রমাগত ঊর্ধমুখী এবং সমাজ তার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে।

রাজ্যপালের কথায়, বর্তমান সরকার যেদিন থেকে ত্রিপুরার মানুষের সেবার সুযোগ ও গণ-রায় পেয়েছে, সেদিন থেকেই সমস্ত অঙ্গীকার পূরণের জন্য সব প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরা সরকার একের পর এক বহু নতুন উদ্যোগ ও কর্মসূচি হাতে নিয়েছে এবং রাজ্যের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলছে। এদিন তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, রাজ্য সরকারের নানা পদক্ষেপে প্রকৃত অর্থেই মডেল রাজ্যে পরিণত হওয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ত্রিপুরা। সব-কা সাথ, সব-কা বিকাশ, সব-কা বিশ্বাস মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে আমাদের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। তাঁর দাবি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই ত্রিপুরা উন্নয়নের পথে দ্রুত এগিয়ে যাবে।

আজ তিনি বলেন, ত্রিপুরা সরকারের প্রতি মানুষের উচ্চাশা প্রবল। তবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের শক্তিশালী নেতৃত্বে সরকার সাফল্য পাবে এবং বিরাট অংশের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে সমর্থ হবে, দৃঢ়তার সাথে বলেন রাজ্যপাল। তিনি এদিন আশা প্রকাশ করে বলেন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ঊর্ধে তুলে ধরতে, জনকল্যাণ নীতি নির্ধারণে এবং প্রকল্প তৈরিতে বিধানসভা অধিবেশনে গঠনমূলক আলোচনা করা হবে।

দাবী জানালেন সুদীপ

● প্রথম পাতার পর

দাঁড়িয়েছে। প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে। তাঁর দাবি, আইন সংশোধন করে বাইক আরোহীরও হেলমেট বাধ্যতামূলক করা উচিত। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরায় আত্মহত্যার হার সারা দেশের সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে। এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, আত্মহত্যার হার বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা হওয়া খুবই জরুরি। কারণ, প্রয়োজনে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের একটি টিম গঠন করে আত্মহত্যার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। তাঁর কথায়, এই বিষয়গুলি বিধানসভায় আলোচনা হওয়া খুবই জরুরি। তাই তিনি বিধানসভা অধিবেশনের সময় আরও একদিন বৃদ্ধির প্রস্তাব দেন।

এ বিষয়ে আইন তথা সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, এসটি, এসসি সংরক্ষণ আইন রাজ্যে লাগু করার জন্যই এই বিশেষ অধিবেশনের ডাক দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার সংসদে এসটি, এসসি সংরক্ষণ আরও দশ বছরের জন্য বৃদ্ধি করেছে। স্বাভাবিকভাবেই ত্রিপুরা বিধানসভায় ওই আইন গৃহীত না হলে সংরক্ষণের সুযোগ থেকে রাজ্যবাসী বঞ্চিত হবেন। তিনি উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, পশ্চিমবঙ্গে এই আইনের জন্য দুই ঘণ্টার এক বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছিল। তাঁর কথায়, বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির বৈঠকে আলোচনায় সর্বসম্মতিক্রমে বিধানসভা অধিবেশনের সময় নির্ধারিত হয়েছে। তাই তাঁর আবেদন, আগামী মার্চে বাজেট অধিবেশনে সড়ক দুর্ঘটনা এবং আত্মহত্যার হার বৃদ্ধি সংক্রান্ত সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করা হোক। তবে মুখ্যমন্ত্রীর অনুমতি মিললে বিধানসভার সময় একদিন বৃদ্ধিতে কোনও আপত্তি নেই।

এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবও আইন তথা সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী রতন লাল নাথের সাথে সহমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, বাজেট অধিবেশনে যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে। তখন ওই সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা হবে। তবে বিধায়ক চাইলেই চিঠি পাঠিয়ে বিস্তারিত বিষয় জানাতে পারেন। সমস্যার গুরুত্ব বুঝে নিশ্চয়ই সমাধানের পথ খুঁজে বের করা হবে, আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী।

কর্মসংস্কৃতি লাটে

● প্রথম পাতার পর

দ্বিতীয় বৃহত্তম রেফারেল হাসপাতাল হল আইজিএম। রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে রোগীদের আইজিএম হাসপাতালে রেফার করা হয়। শুধু তাই নয় দুর্ঘটনা পতিত কোন রোগীকে দ্রুত আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। বিশেষ করে রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলী এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটলে যেহেতু আইজিএম হাসাপাতাল সবচেয়ে নিকটবর্তী সেহেতু দুর্ঘটনাগ্রস্থ রোগীকে পুলিশ, দমকল কর্মী কিংবা সাধারণ মানুষজনও আইজিএম হাসাপাতালে নিয়ে আসেন। প্রয়োজন বোধে সেখান থেকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। কোথাও কোন পথ দুর্ঘটনা ঘটলে কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগে আহত হলে দমকল বাহিনী নিকটবর্তী হাসপাতালে রোগী পৌঁছে দেয়। শুক্রবারও আগরতলা দমকল বাহিনীর কর্মীরা সূর্যচৌমুহনীতে দুর্ঘটনায় আহত এক যুবককে দ্রুত উদ্ধার করে আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে দুর্ঘটনায় আহত রোগীকে জরুরি ভিত্তিতে জিবিতে রেফার করা হয়। পরিতাপের বিষয় হল রোগীর সাথে আত্মীয় পরিজন বা বন্ধুবান্ধব কেউ ছিল না। অথচ আইজিএম হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ওই রোগীকে জরুরি ভিত্তিতে জিবিতে পাঠানোর ক্ষেত্রে গরিমসি শুরু করেন। হাসপাতালের একাধিক অ্যাম্বুলেন্স মজুত থাকা সত্ত্বেও চালক নেই অজুহাত দেখিয়ে দুর্ঘটনায় পতিত ঐ রোগীকে জিবিতে পাঠাতে ইতস্তত করতে শুরু করেন। দমকল বাহিনীর কর্মীরা মানবিকতার তাগিতে বিষয়টি তদারকি করতে চেষ্টা করেন। তখন কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের সঙ্গেও অবভ্য আচরণ করেন। তাতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন দমকল বাহিনীর কর্মীরাও। শেষপর্যন্ত অ্যাম্বুলেন্সে আইজিএম থেকে রোগীকে জিবিতে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হলেও রোগীর সঙ্গে কোন নার্স কিংবা স্বাস্থ্যকর্মীকে পাঠানো হয়নি। মনে হচ্ছিল পণ্যবাহী গাড়িতে যেভাবে পণ্যবহণ করা হয় দুর্ঘটনায় পতিত মুমুর্ষ রোগীকেও ঠিক সেভাবেই টলিতে করে নিঃসঙ্গ ভাবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। অ্যাম্বুলেন্সে কোন অক্সিজেন সিলিন্ডারও ছিল না। এ ধরনের কর্মকাণ্ড ঘিরে জনমনে নানা প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে। রাজ্যের অন্যতম রেফারেল হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের দায়িত্বজ্ঞান হীনতায় জনমণে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

দ্বিপাক্ষিক বিষয় : রাশিয়া

তিনের পাতার পর

ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে আখ্যা দিয়েছেন ভারতে নিযুক্ত এই রুশ রাষ্ট্রদূত। এতে হস্তক্ষেপ কোনও ভাবেই করবে না রাশিয়া বলে দিল্লিকে আশ্বস্ত করেছেন তিনি।

এদিন আলোচনা সভায় উপস্থিত থাকা রাশিয়ার উপ-রাষ্ট্রদূত রোমান বাবুসকিন জানিয়েছেন, ২০২৫ সালের মধ্যেই ভারতের হাতে এস-৪০০ এয়ার ডিফেন্স মিসাইল সিস্টেম তুলে দেওয়া হবে।

অজিদের কঠিন টার্গেট বিরাটদের

রাজকোট: দুরন্ত ধাওয়ান, অনবদ্য কোহলি আর আক্রমণাত্মক রাহুল। রাজকোটে ভারতীয় ইনিংসের সারমর্ম এটাই। ওয়াংখেড়ে অজিবাহিনীর কাছে দুরমুশ হওয়ার পর দ্বিতীয় ম্যাচেই দুরন্ত ব্যাটিং উপহার টিম ইন্ডিয়ার। শুক্রবার রাজকোটে সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়ার সামনে ৩৪১ রানের টার্গেট রাখল ভারত।রাজকোটের সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়াম ভারতের জন্য মোটেই পয়মন্ত নয়।এর আগে ভারত দু”টি ওয়ান ডে খেলেছে এখানে। দু”বারই হেরেছে ”মেন ইন ব্লু”। ভারত প্রথম ওয়ান ডে ম্যাচ খেলে ১১ জানুয়ারি, ২০১৩।ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে থ্রিলার ম্যাচে ৯ রানে হারে ভারত। তারপর ১৮ অক্টোবর, ২০১৫ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ১৮ রানে হার হজম করে টিম ইন্ডিয়া।এদিনও টস ভাগ্য সঙ্গ দেয়নি বিরাটের। টস হেরে প্রথমে ব্যাটিং করে ভারত। ওপেনিংয়ে কোনও বদল না-হলেও তিন নম্বরে নিজের জায়গায় ফিরে এসে রান করেন ক্যাপ্টেন কোহলি। চার নম্বরে আক্রমণাত্মক ইনিংস খেলেন লোকেশ রাহুল। ওপেনিং জুটিতে ১৩.৩ ওভারে ৮১ রান যোগ করে ভারতকে দারুণ শুরু দেন দুই ওপেনার শিখর ধাওয়ান ও রোহিত শর্মা।এদিন ওয়ান ডে ক্রিকেটে ৭০০০ রানের মাইলস্টোন টপকে গেলেও অল্পের জন্য হাফ-সেঞ্চুরি হাতছাড়া হয় রোহিতের। তবে ড্রেসিংরুমে ফিরে যাওয়ার আগে ওয়ান ডে ক্রিকেটে দ্রুততম সাত হাজার রানের মাইলস্টোন টপকে যান ”হিটম্যান”। সচিন তেন্ডুলকর ও হাশিম আমলাকে পিছনে ফেলে বিশ্বরেকর্ড গড়েন রোহিত।শিখর ধওয়ন, লোকেশ রাহুল, বিরাট কোহালির দাপট ভদ্রস্থ স্কোরে পৌঁছে দিলভারতকে। রাজকোটেঅস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মরণবাঁচন ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ভারত ছয় উইকেট হারিয়ে তুলল ৩৪০ রান। সিরিজ জিততে অ্যারন ফিঞ্চের দলকে করতে হবে ৩৪১ রান। রানের পাহাড়ে চড়েছে ভারত। শুরুতেই ডেভিড ওয়ার্নারের ক্যাচ এক হাতে নিয়েবিধ্বংসী বাঁ হাতিকে ফিরিয়েছেন মণীষ পাণ্ডে। প্রথম ওয়ানডেতে ওয়ার্নারের ব্যাট ঝলসে উঠেছিল। তিনি ও অ্যারন ফিঞ্চ সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে ম্যাচ জিতিয়েছিলেন। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার রান এক উইকেটে ৩৭। স্মিথের সঙ্গে ক্রিজে রয়েছেন ফিঞ্চ।টস হেরে ব্যাট করতে নেমে রোহিত শর্মা ও শিখর ধওয়নের ব্যাটেবড় রানের ভিত গড়েছিল ভারত।প্রথম পাওয়ারপ্লে-র ১০ ওভারে বিনা উইকেটে ৫৫ রান তুলেছিলেন দু”জনে। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকলেন না হিটম্যান। ছয়টি চার সহ ৪৪ বলে ৪২ করে অ্যাডাম জাম্পার বলে হলেন এলবিডব্লিউ। রিভিউ নিয়েও রক্ষা পাননি তিনি।রোহিত পঞ্চাশের দোরগোড়া থেকে ফিরেছিলেন। আর শিখর ফিরলেন সেঞ্চুরির দরজা থেকে। কেন রিচার্ডসনের বলে ৯৬ রানে ফাইন-লেগে সহজ ক্যাচ দিলেন মিচেল স্টার্ককে। ৯০ বলের ইনিংসে মারলেন ১৩টি চার ও একটি ছয়। বিরাটের সঙ্গে দ্বিতীয় উইকেটে ধওয়ন যোগ করলেন ১০৩ রান।তার আগে মুম্বইয়ের পর রাজকোটেওটানা দ্বিতীয় হাফ-সেঞ্চুরি করেছিলেন শিখর ধওয়ন। ৬০ বলে পঞ্চাশে পৌঁছেছিলেন তিনি। ক্রমশ আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছিলেন তিনি। শতরান নিশ্চিতই দেখাচ্ছিল তাঁর। কিন্তু তা ফেলে দিয়ে এলেন বাঁ-হাতি ওপেনার।আগের ম্যাচের থেকে শিক্ষা নিয়ে এদিন তিন নম্বরে নেমেছিলেন বিরাট কোহালি। তাঁকেও ছন্দে দেখাল। সারাক্ষণ সচল রাখলেন স্কোরবোর্ড। ৫০ বলে পৌঁছলেন পঞ্চাশে। কিন্তু ছক্কা হাঁকাতে গিয়ে সীমানায় ক্যাচ দিয়ে আউট হলেন ৭৮ রানে। হলেন ফের অ্যাডাম জাম্পার শিকার। অ্যাশটন আগার লং-অফে ক্যাচ ধরে ভারসাম্য হারানোর সময় ছুড়ে দিলেন মিচেল স্টার্ককে। তাঁর ৭৬ বলের ইনিংসে ছিল ছয়টি চার।খর ফেরার পরই আউট হয়েছিলেন শ্রেয়াস আইয়ার। এই সিরিজ ভাল গেল না তাঁর। দুই ম্যাচেই ব্যর্থ হলেন।লোকেশ রাহুলকে নানামিয়েচারে এদিন তাঁকে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা কাজে লাগাতে পারলেন না।১৭ বলেসাত রান করে অ্যাডাম জাম্পার বলে বোল্ড হলেন। রান পেলেন না ছয়ে নামা মণীশ পাণ্ডেও (২)। কোহালি আউটের পর কেন রিচার্ডসনের বলে অ্যাশটন আগারকে ক্যাচ দিলেন তিনি।পাঁচে নামালোকেশ রাহুল অবশ্য আগ্রাসী ইনিংস উপহার দিলেন। ৩৮ বলে পৌঁছলেন পঞ্চাশে। শেষ ওভারে হলেন রানআউট। ৫২ বলে ৮০ রানেরইনিংসে মারলেন ছয়টি চার ও তিনটি ছয়।একদিনের ক্রিকেট হাজার রান পেরিয়ে গেলেন তিনি। দুর্দান্ত ছন্দে আছেন তিনি। একদিনের ক্রিকেট তাঁর শেষ ইনিংসের রান ছিল যথাক্রমে১০২, ৭৭ ও৪৭। সেই মেজাজেই ব্যাট করলেন। দেখিয়ে দিলেন, ওপেনিং না করলেও মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান হিসেবেও কতটা কার্যকরী হতে পারেন তিনি। ষষ্ঠ উইকেটে রবীন্দ্র জাডেজার সঙ্গে যোগ করলেন মূল্যবান ৫৮ রান। যা ভারতকে পৌঁছে দিল সাড়ে তিনশোর কাছাকাছি। ১৬ বলে ২০ রানে অপরাজিত থাকলেন জাডেজা। অস্ট্রেলিয়ার সফলতম বোলার জাম্পা (৩-৫০)। রিচার্ডসন নিলেন দুই উইকেট।তার আগে, দুপুরে, মুম্বইয়ের পর রাজকোটেও টস হেরেছিলেন বিরাট কোহালি। ফলে সিরিজের দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচেও প্রথমে ব্যাটিংকরতে হলভারতকে। যা চাপ বাড়ালদলের উপর। কারণ, রান তাড়া করতেই স্বচ্ছন্দ ভারত। এদিনপ্রথম এগারোয় দুটো পরিবর্তন ঘটলভারতীয় দলেএলেন ব্যাটসম্যান মণীশ পাণ্ডে ও পেসার নবদীপ সাইনি। দলে নেই মাথায় চোটের জন্য ছিটকে যাওয়াঋষভ পন্থ ও পেসার শার্দুল ঠাকুর।তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজে ১-০ এগিয়ে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। অ্যারন ফিঞ্চের দল আরব সাগরের পারে সিরিজের প্রথম একদিনের ম্যাচে ১০ উইকেটে জিতেছিল। নিছক পরাজয় নয়, মঙ্গলবার কার্যত বিধ্বস্ত হয়েছিলটিম ইন্ডিয়া। শুক্রবার তাই ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াইয়ে নেমেছিলেনবিরাট কোহালিরা। কিন্তু কাজটা সোজা নয়। অস্ট্রেলিয়াকে অনেক তৈরি দেখাচ্ছে। তার উপর রাজকোটের নতুন স্টেডিয়ামে ভারতের পারফরম্যান্সও ভাল নয়। এই মাঠে এখনও পর্যন্ত ৫০ ওভারের ক্রিকেটে ভারত কখনও জেতেনি।ওয়াংখেড়ের ওয়ানডে অনেক প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছিলভারতকে। শুরুতে ঝড় তুলতে পারছিলেন না ব্যাটসম্যানরা। অহেতুক সমীহ করা হচ্ছিলবিপক্ষ বোলারদের। প্রচুর ডট বল খেলছিলেন ব্যাটসম্যানরা। যা নিয়ে কথা উঠেছিলদলের মধ্যেই। পরের দিকে রানের গতি বাড়ানো যাচ্ছিলনা। তলার দিকের ব্যাটসম্যানদের দুর্বলতা তো ছিলই।এই আবহে সিরিজে সমতা ফেরানোর লক্ষ্যে রাজকোটে পাল্টানো হল ব্যাটিং অর্ডার। বিরাট কোহালি উঠে এলেন পছন্দের তিন নম্বরে। শ্রেয়স আইয়ার উঠে এলেন চারে। ঋষভ পন্থের অনুপস্থিতিতে এই ম্যাচেও লোকেশ রাহুলের ঘাড়ে উইকেটকিপিংয়ের দায়িত্ব।বিকল্প উইকেটকিপার হিসেবে দলের সঙ্গে কেএস ভরত দলে যোগ দিলেও তাঁকে খেলানো হয়নি।তীক্ষ্ণতার অভাব দেখা গিয়েছিলবোলিংয়েও। জশপ্রীত বুমরা, মহম্মদ শামি, শার্দুল ঠাকুরকে নিয়ে গড়া পেস আক্রমণ ভরসা দিতে পারেনি ওয়াংখেড়েতে। চায়নাম্যান কুলদীপ যাদবের কারিকুরিও আর রহস্য হয়ে থাকেনি। রবীন্দ্র জাডেজা এমনিতেই রান আটকানোর বোলিং করেন, ফলে মাঝের ওভারে বিপক্ষ ইনিংসের কাছে আঘাত হানার অস্ত্র বলতে কেউই ছিলেন না। আর ”কুল-চা” জুটির সমস্যা হল, কেউই ব্যাটিং পারেন না। দু”জনকে খেলালে তাই ব্যাটিং গভীরতা আরও কমে। ফলে, যুজবেন্দ্র চহাল বা কুলদীপ, কোনও একজনকে বসিয়েই নামতে হচ্ছে। দু”জনকে একসঙ্গে খেলানো যাচ্ছে না। রাজকোটেও তাই হল।

ধোনি বাদ যাওয়ায় মত বিসিসিআই সূত্রের

মুম্বই : বিশ্বকাপের পর থেকে আর জাতীয় দলের জার্সিতে মাঠে নামেননি ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি। বৃহস্পতিবার সাড়া দেশে আলোড়ন ফেলে ধোনিকে আর বার্ষিক চুক্তির মধ্যে রাখেনি বোর্ড , এই অবস্থায় জোর জল্পনা তাহলে কি মাহির আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে ফুলস্টপ পড়ে গেল।কিন্তু বোর্ডের অন্দর সূত্রের খবর এটাকে মাহিরে কেরিয়ারের শেষ ধরে নেওয়ার কোনও কারণ নেই। তাদের পরিষ্কার কথা মহেন্দ্র সিং ধোনি টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য থাকবেন। তার জন্য তাঁর ঘরোয়া পারফরম্যান্স ও আইপিএল পারফরম্যান্সের ওপর নজর থাকবে। বোর্ডের পক্ষ থেকে জানা গেছে যেহেতু গত ছয় মাসে ভারতীয় জার্সিতে কোনও আন্তর্জাতিক খেলেননি ধোনি তাই বোর্ডের বার্ষিক চুক্তিতে তাঁর নাম রাখা হয়নি। ২০২০২ -র আইপিএলে খেলার আগে ধোনি কোনওভাবেই ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর ঘোষণা করবেন না।বোর্ডের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে ২০২০-র আইপিএলে কে কীরকম পারফর্ম করেন তার ওপর নজর থাকবে জাতীয় নির্বাচকদের। আর সেই প্ল্যাটফর্মে চেন্নাই সুপার কিংসের জার্সিতে ফের মাঠে নামবেন মাহি। বোর্ড সূত্রের পরিষ্কার দাবি , ”যদি মহেন্দ্র সিং ধোনি আবার একবার ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে চেন্নাইকে আইপিএল জেতান সেক্ষেত্রে কি করে তাঁর নাম টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য বিচার্য হবে না কে বলল। বোর্ডের চুক্তিতে থাকার এই মানে নয় যে তিনি আর জাতীয় দলের জন্য বিবেচিত হবেন না। ”এদিকে ধোনি এই মুহূর্তে ঝাড়খন্ডের রনজি অনুশীলনের দলের সঙ্গে রয়েছেন। কারণ ধোনি নিজেও জানেন জাতীয় দলের টিকিট কাটার বড় এবং একমাত্র প্ল্যাটফর্ম এখন তার সামনে শুধুমাত্র আইপিএল।

এটিকে-মোহনবাগানের গাঁটছড়ায় উচ্ছ্বসিত সৌরভ গাঙ্গুলি

গতকাল (১৬ জানুয়ারি) আইএসএল ক্লাব অ্যাথলেটিকো দে কলকাতার (এটিকে) সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে বাংলার শতাব্দী প্রাচীন ক্লাব মোহনবাগান। আগামী মরসুমে এটিকে-মোহনবাগান নাম নিয়ে দেশের সবথেকে বড় ফুটবল টুর্নামেন্ট আইএসএল খেলবে দলটি। এই ঘটনায় কেউ কেউ অসন্তোষ প্রকাশ করলেও অধিকাংশই এই ঐতিহাসিক চুক্তি নিয়ে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। যেমন, এই ঘটনায় রীতিমতো উচ্ছ্বসিত বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। টুইট করে তাঁর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে সৌরভ লিখেছেন, ”এক স্মরণীয় যুগলবন্দি হল বাংলার ফুটবলে। আমি নিশ্চিত, ভারতীয় ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে মশালবাহকের মতো পথ দেখাবে এটিকে এবং মোহনবাগান।”অনেকদিন ধরেই আইএসএল এবং আই লিগের ক্লাবদুটির এক হওয়ার জল্পনা চলছিল। কিন্তু বেশ কিছু শর্তে রাজি হতে পারছিল না দু” পক্ষ। অবশেষে সব সমস্যার সমাধান ঘটিয়ে এক হয়েছে দুটি ক্লাব। এক্ষেত্রে মালিকানার ৮০ শতাংশই থাকবে এটিকে-র হাতে। খেলোয়াড়, কোচ, স্টাফ কেনাবেচার ক্ষেত্রে তাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে মেনে নিয়েছে মোহনবাগান কর্তৃপক্ষ।আবার নতুন দলের জার্সির রং চির-পরিচিত সবুজ-মেরুন থাকবে বলেই জানানো হয়েছে। মোহনবাগানের লাভ যে আর্থিক লগ্নির প্রয়োজন তা পেয়ে যাওয়া এবং আইএসএল খেলার সুযোগ পাওয়া। অন্য দিকে এটিকের লাভ লক্ষ লক্ষ বাগান ভক্তের সমর্থন। আশা করা হচ্ছে পরের মরসুমেই এটিকে-মোহনবাগান এবং কোয়েস-ইস্টবেঙ্গল কলকাতা লিগ ছাড়াও আইএসএল প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে।

Press Notice Inviting e-Quotation No. 06/ EE/ WRID AGT/ 2019-20, Dated 14/01/2020
REQUEST FOR QUOTATIONS
E-Procurement Notice
(One-Envelope with e-Procurement Bidding Process)
RFQ No: NHP-2019-2020-TR-737675_1.
The Executive Engineer, Water Resource Investigation Division, Kunjaban, Agartala invites quotations electronically from eligible bidders for construction of the following works.

Brief Description of the works	Approximate value of works(INR)	Period of completion
Construction of 08 (eight) no. Deep Ground water Piezometers in different locations of Tripura under NIFIP. (2nd Call). RFQ No: NHP-2019-2020-TR-737675 1.	14,78,880.00	6(six) months from the date of the signing of the Agreement

Bid Fee and EMD : Nil.
Bid Submission Start Date: From 10.00 hours on 17/01/2020
Bid Submission end date: Upto 15.00 hours on 15/02/2020
Bid opening Date: At 16.00 hours on 15/02/2020
For further information please go through the REQ.
Memo No.1(14)/EE/WRID/AGT/ 2155-98. Dated, 14/01/2020
Mob. No. 9436135789
On behalf of Gov or of Tripura
(Er. B. Saha)
Executive Engineer
WR Investigation Division
Kunjaban, Agartala, Tripura
PIN: 799006 Phone: 9436135789
Email: bsalta64@gmail.com
ICA/C-2232/2019-20

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-18/EE/RD-TLM/19-20 Dt: 14/01/2020
The Executive Engineer, RD Teliamura Division, Khowai Tripura invites e-tender from eligible bidders up to **3.00 P.M** on **30/01/2020** for **03(Three) nos** construction works. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact **03825-26209 / 8731074766 / 9862139398.** Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C-2238/2019-20
Sd/Illegible
Executive Engineer
RD Teliamura Division
Teliamura, Khowai Tripura

TRIPURA URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT AUTHORITY (TUDA)
Notice Inviting e-Request for Proposal (RFP)
Press NI-e-RFP No: DNI-e-RFP NO:-07/TUDA/IT PARK/ 2019-20 Dated: 15.01.2020
Name of work: COMMERCIAL COMPLEX-CUM-HOTEL AT THE SITE OF OLD CENTRAL JAIL, AGARTALA ON DESIGN, BUILD, FINANCE, OPERATE AND TRANSFER (DBFOT) BASIS UNDER PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP **(PPP)**
TUDA invites **e-Request for proposal** (RFP) from experienced **Real Estate Agencies** who have adequate experience in relevant works of high rise buildings, commercial complexes etc. on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) Basis **under Public Private Partnership (PPP).** The details of RFP can be seen in: **https://tripuratenders.gov.in,** Pre-bid Conference: 31.01.2020 (16.00 hours); deadline of Technical and Financial Bid Submission : 25.02.2020(15.00 Hours).
ICA/C-2242/2019-20
Sd/-
Commissioner (TUDA)

প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে দিয়ে হোবার্ট ইন্টারন্যাশনাল কাপের ফাইনালে সানিয়া

অপ্রতিরোধ্য সানিয়া মির্জা। কোর্টে ফিরেই আগুন ঝড়াচ্ছেন তিনি। শুক্রবার নাদিয়া কিচেনকের সঙ্গে জুটি বেঁধে প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে দিয়ে হোবার্ট ইন্টারন্যাশনাল কাপের ফাইনালে পৌঁছে গেলেন ভারতীয় টেনিসতারকা।শেষবার ২০১৭ সালে চিন ওপেনে খেলেছিলেন। তারপর প্রায় আড়াই বছর কোর্টের বাইরে ছিলেন সানিয়া। মা হওয়ার পর এই টুর্নামেন্টেই র‍্যাকেট হাতে প্রথম কোর্টে নামেন। ইউক্রেনের সঙ্গীর সঙ্গে একের পর এক ম্যাচ জিতে চলেছেন তিনি। আর এদিন সেমিফাইনালে স্লোভেনিয়ান-চেক জুটিকে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দিলেন ছ’টি ডাবলস গ্র্যান্ড স্লামজয়ী তারকা। এক ঘণ্টা ২৪ মিনিটের লড়াই শেষে তামারা-মেরিকে ৭-৬ (৩), ৬-২ সেটে হারালেন পঞ্চম বাছাই সানিয়া ও নাদিয়া। প্রথম সেটে হাড্ডাহাড্ডি টক্কর হলেও দ্বিতীয় সেট অত্যন্ত সহজে জিতে নেন তাঁরা। এগারোটি ব্রেক পয়েন্টের মধ্যে চারটি কাজে লাগাতে সফল হন তাঁরা। ফাইনালে ইন্দো-ইউক্রেনিয়ার জুটি খেলবে টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় বাছাই চিনের পেং-ঝাংয়ের বিরুদ্ধে। সেমিফাইনালে বেলজিয়ামের কার্সনে ও অ্যালিসন জুটি চোট পাওয়ায় ওয়াকওভার পাওয়ায় অনায়াসেই ফাইনালে পৌঁছে যান চিনের তারকারা।অস্ট্রেলিয়ান ওপেনই এখন পাখির চোখ সানিয়ার। সেই কারণে চলতি টুর্নামেন্টে ভাল পারফর্ম করে ট্রফি ঘরে তুলতে মরিয়া তিনি। এই টুর্নামেন্টেই প্রথমবার ছেলে ইজহান মির্জা মালিক স্টেডিয়ামে হাজির ছিল মায়ের সমর্থনে। ছেলের সামনে প্রথম রাউন্ড জিতেই ইনস্টাগ্রামে ছবি পোস্ট করেছিলেন উচ্ছ্বসিত হায়দরাবাদি সুন্দরী। তারপর কোয়ার্টার ফাইনাল ও সেমিফাইনাল জিতে ফাইনালে পৌঁছেছেন তিনি। ট্রফি জয় থেকে আর মাত্র একধাপ দূরে সানিয়া-নাদিয়া। ডাবলসে বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর তারকা অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে নামার আগে খেতাব জিততে পারেন কি না, সেদিকেই তাকিয়ে তাঁর অনুরাগীরা।

আন্তর্জাতিক পদকজয়ী বক্সারের চাকরি নেই, এগিয়ে এলেন মুখ্যমন্ত্রী

ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিতব্য অলিম্পিক্স যোগ্যতা অর্জন প্রতিযোগিতায় নামবেন ভারতীয় মহিলা বক্সার সিমরনজিত কৌর। তিনি অংশ নেবেন ৬০ কেজি বিভাগে। ইতিমধ্যেই ২০১৮ ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ এবং ২০১৯ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো জিতেছেন সিমরন। অথচ বহু চেষ্টা করেও পাচ্ছেন না একটি সরকারি চাকরি। বাবা রেশন দোকানে কাজ করে মাসে ৪০০০ হাজার টাকা বেতন পেতেন। তাঁর মৃত্যু হয়েছে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে। মা, বড় দিদি এবং দুই ছোট ভাই নিয়ে সংসার। বড় দিদি বিএসএফ-এ চাকরি করলেও বিয়ের পর এখন স্বামীর সঙ্গে থাকেন। ফলে রোজগেরে সদস্য বলতে সিমরনই একা। পাঞ্জাব সরকারের বহু দফতরে তদ্বির করেও মেলেনি চাকরি। এদিকে সামনেই টোকিয়ো অলিম্পিক্স।এমতাবস্থায় এগিয়ে এসেছিলেন ক্রিকেটার হরভজন সিং। তিনি টুইট করে সিমরনজিতের বিষয়টি সবার নজরে আনেন। এরপর ”আজ তক” এবং ”ইন্ডিয়া টুডে”র সিনিয়র এগজিকিউটিভ এডিটর বিক্রান্ত গুপ্তা সিমরনকে ট্যাগ করে ফের সাহায্যের আবেদন জানান। বিক্রান্ত লেখেন, ”টোকিয়ো অলিম্পিক্সে ভারত পদকের আশায় বসে আছে। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী কমপক্ষে এই খেলোয়াড়টির প্রয়োজনের দিকে নজর দিন।” এর সঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংকেও ট্যাগ করে দেন বিক্রান্ত। এরপরেই মুখ্যমন্ত্রী সিমরনজিতকে ট্যাগ করে লেখেন, ”কোনও কিছুর চিন্তা কোরো না। আগামী অলম্পিক্সের দিকে ফোকাস করো। আমি ক্রীড়াসচিবকে যা করার করতে বলে দিয়েছি। এরই সঙ্গে যাঁরা বিষয়টি তুলে ধরেছেন তাঁদের ধন্যবাদ দিতে চাই।”

পাকিস্তান সফরে যাচ্ছেন না বাংলাদেশের অন্যতম প্রভাবশালী ক্রিকেটার

ঢাকা: ক্রিকেট সিরিজ থেকে ২২ জানুয়ারি পাকিস্তানে পা রাখার কথা বাংলাদেশের। কিন্তু আগের অবস্থানেই থেকে এই সিরিজ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করলেন বাংলাদেশের অন্যতম প্রভাবশালী ক্রিকেটার মুশফিকুর রহিম।বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদীনকে ফোন করে মুশফিক অনুরোধ করেছেন টি-টোয়েন্টির দলে তাঁকে না রাখতে। জবাবে পাকিস্তানে না যাওয়ার সিদ্ধান্তটি মুশফিককে লিখিতভাবে জানাতে বলেছে নির্বাচক কমিটি।মুশফিকের চিঠি পেলে তাঁকে বাদ দিয়েই চূড়ান্ত হবে টি-টোয়েন্টি সিরিজের ১৫ সদস্যের বাংলাদেশ দল।তবে ঠিক কী কারণে তিনি পাকিস্তান যেতে চাইছেন না, এ ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। মনে করা হচ্ছে পাকিস্তানে নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়েই চিন্তিত মুশফিক।উল্লেখ্য, এই ক্রিকেটারদের কথা মাথায় রেখেই পাকিস্তান সফরটি তিন ভাগে বিভক্ত করে বাংলাদেশ। তিনটে টি-২০ দুটো টেস্ট আর একটি একদিনের ম্যাচ খেলতে তিন মাসে, তিনবার পাকিস্তানে যাবে তারা।

পেশাদারিত্বের অভাবেই কি এটিকের সঙ্গে মিশে যেতে হল মোহনবাগানকে?

মোহনবাগান-এটিকে সংযুক্তিকরণের খবর শুনে কেউ বলছেন, ভারতীয় ফুটবলে ঐতিহাসিক ঘটনা। এতে একদিকে ভালই হল মোহনবাগানের। আবার কেউ বলছেন, মোহনবাগান তো আর মোহনবাগান রইলই না। মোহনবাগানের অস্তিত্বই তো সঙ্কটে।বৃহস্পতিবারের নজিরবিহীন সংযুক্তিকরণ নিয়ে ভাল-মন্দর ঝড় কলকাতা ময়দানে। মোহনবাগান সচিব টুটু বসু বলেছেন, ””নির্বাচনের সময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, মোহনবাগান আইএসএল খেলবে। সেটা হচ্ছে। তা ছাড়া এটিকে ফুটবলটা জানে। সমর্থকদের আবেগ বুঝবে। মাঝপথে চলে যাবে না।””টুটুবাবুর এমন কথায় কিন্তু দর্শকদের মনে ওঠা ঝড় থামছে না। সোশ্যাল মিডিয়ায় বাগান সমর্থকরা নিজেদের ক্ষোভ-দুঃখ উগরে দিয়েছেন। সমর্থকদের হৃদয় রক্তাক্ত কেন? শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাবকে কেন এই রাস্তা নিতে হল? ক্লাবকর্তা, প্রাক্তন ফুটবলারদের একটা অংশের দাবি, আধুনিক চিন্তার অভাব, দূরদর্শিতা এবং পেশাদারিত্বের অভাবেই আজ মোহনবাগানকে এটিকে-র সঙ্গে সংযুক্তিকরণের রাস্তা নিতে হল।ঐতিহাসিক শিল্ড জয়ী অমর একাদশ।বহু বছর আগে মোহনবাগানের কিংবদন্তি ফুটবলার গোষ্ঠ পাল তাঁর পদ্মশ্রী পদক-সহ একাধিক পুরস্কার তুলে দিয়েছিলেন ক্লাবকে। তাঁর ছেলে নীরাংশু পাল বলছিলেন, ””বাবা দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। বাবার দেওয়া পুরস্কার, ট্রফিগুলো তো মোহনবাগান প্রদর্শনশালায় রাখতে পারত। টিকিট কেটে মানুষ সেই সব পুরস্কার দেখতে যেতেন। তা হলে ক্লাবের কোষাগারেই সেই টাকা যেত। বিদেশের ক্লাবে তো এ ভাবেই অর্থাগম হয়।”” এই পথে হাঁটেনি সবুজ-মেরুন। গোষ্ঠ পালের পাওয়া পুরস্কারগুলোর আর হদিশই নেই বাগানে।ম্যানেচস্টার ইউনাইটড, চেলসি, বার্সেলোনার মতো ক্লাবের রয়েছে নিজস্ব প্রদর্শনশালা, লাইব্রেরি। সেখানকার স্টেডিয়াম দেখতে হলে টিকিট কেটে ঢুকতে হয় দর্শকদের। ক্লাবের রয়েছে বিভিন্ন নিজস্ব প্রোডাক্ট। তা বিক্রি করে আসে অর্থ। ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান সেই জায়গায় নিজেদের নিয়ে যেতে পারেনি। লাল-হলুদের সহ সচিব শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত বলছিলেন, ””দূরদর্শিতা এবং গভীর ভাবে চিন্তার অভাব রয়েছে দুটো ক্লাবে। বিদেশের ক্লাবের মতো প্রদর্শনশালা, লাইব্রেরি তৈরি করতে হলে যে পরিকাঠামোর দরকার, তা আমাদের এখানে নেই। এখনও ময়দানে একটা চারাগাছ পুঁততে হলে সেনাবাহিনীর অনুমতির দরকার হয়। ফলে আমাদের পক্ষে একটা মিডিয়া সেন্টার আর ক্যাফেটেরিয়ার বেশি তৈরি করা সম্ভব হয়নি। সেটা করেই মনে করেছি অনেক কিছু করে ফেলেছি। ক্লাবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিশেষ চেষ্টাই করিনি কেউ।””ডার্বি ম্যাচে এই ভরা গ্যালারি কি আর দেখা যাবে?বিদেশি ফুটবলের ঢেউ এখন আছড়ে পড়েছে ভারতের ফুটবলে। কর্তারা মেসি-রোনাল্ডো নিয়ে আলোচনা করেন। চায়ের পেয়ালায় তুফান তোলেন অথচ নিজেদের অ্যাকাডেমি থেকে ফুটবলার তুলে এনে তাঁদের বিক্রির রাস্তায় হাঁটেন না। ইউনাইটেড স্পোর্টসের কর্তা কুন্তল মুস্তাফি বলছিলেন, ””প্রভাত লাকরা আমাদের অ্যাকাডেমির ফসল। ওকে আমরা বিক্রি করে সাত লক্ষ টাকা পেয়েছিলাম।””মোহনবাগানও নিজেদের অ্যাকাডেমি থেকে ভাল ফুটবলার তুলে এনে তাঁকে অন্য ক্লাবে ট্রান্সফার করতেই পারত। এতে ক্লাবের কোষাগারে টাকা আসতে পারত। এই চিন্তার বাস্তবায়নের রাস্তায় হাঁটেননি বাগান কর্তারা। নিজেদের প্লেয়ার তুলে না এনে নিম্নমানের বিদেশি ফুটবলারকে সই করিয়েছেন প্রচুর টাকার বিনিময়ে। এতে অর্থের অপচয় হয়েছে।বিদেশি ক্লাবগুলো প্রাক মরসুম করার জন্য অন্য দেশে যায়। সেখানকার ক্লাবের সঙ্গে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে।

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং কাঁঠালিয়া আর.ডি. ব্লকের যৌথ উদ্যোগে ২ দিনব্যাপি লোক উৎসব-২০২০
তাং : ১৯-২০ জানুয়ারি সময় : বিকাল ৫টা
স্থান : ধনপুর, মুক্ত মঞ্চ।

আমন্ত্রণপত্র

উদ্বোধক : **শ্রীমতি শান্তনা চাকমা।** মাননীয়া মন্ত্রী, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার।
বিশেষ অতিথি : **শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র দাস।** মাননীয় বিধায়ক, ত্রিপুরা বিধানসভা।
শ্রীমতি সুপ্রিয়া দাস (দত্ত)। মাননীয়া সভাধিপতি, সিপাহিজলা জিলা পরিষদ।
শ্রীযুক্ত সি. কে. জমাতিয়া। মাননীয় জেলা শাসক ও সমাহর্তা, সিপাহিজলা জেলা, ত্রিপুরা।
শ্রীযুক্ত পিন্টু আইস। মাননীয় সহকারি সভাধিপতি, সিপাহিজলা জিলা পরিষদ।
শ্রীযুক্ত সুব্রত মজুমদার। মাননীয় মহকুমা শাসক, সোনামুড়া।
শ্রীযুক্ত বিন্দু দেবনাথ। মাননীয় সভাপতি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য স্থায়ী কমিটি, কাঁঠালিয়া পঞ্চায়েত সমিতি।
শ্রীমতি পাঞ্চালী দেববর্মা। মাননীয়া সহ অধিকর্তা, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, সিপাহিজলা
শ্রীযুক্ত তপন কুমার ত্রিপুরা। মাননীয় চেয়ারম্যান, কাঁঠালিয়া ব্লক উপদেষ্টা কমিটি।
সভানেত্রী : **শ্রীমতি পুষ্প ভৌমিক (দেবনাথ)।** মাননীয়া চেয়ারপার্সন, কাঁঠালিয়া পঞ্চায়েত সমিতি।

উক্ত অনুষ্ঠানে আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ।

ধন্যবাদান্তে
শ্রীপ্রবাল কান্তি দেব।
(আহ্বায়ক)
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
কাঁঠালিয়া আর.ডি. ব্লক।
ICA/D-1565/2019-20

ত্রিপুরা বিধানসভায় স্মৃতিচারণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। শুক্রবার ত্রিপুরা বিধানসভার প্রথমদিনের অধিবেশনে প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী রাম জেঠমালানি এবং ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য ধর্মরায় দেববর্মার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শোক ব্যক্ত করে দু-মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়েছে।

বিধানসভায় স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অধ্যক্ষ রেবতিমোহন দাস বলেন, রাম জেঠমালানি ১৯৯৬ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আইন, বিচার এবং কোম্পানি বিষয়ক দফতরের মন্ত্রী ছিলেন। ১৯২৩ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর অবিভক্ত ভারতের সিন্ধু প্রদেশের শিখরপুরে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। ২০১৯ সালের ৮ সেপ্টেম্বর ৯৫ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি মোট দু-বার লোকসভায় এবং ছয়বার রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

অন্যদিকে, ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য ধর্মরায় দেববর্মার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অধ্যক্ষ দাস বলেন, তিনি ১০৫ বছর বয়সে গত ২ জানুয়ারি কমলপুর মহকুমার মহারানিপুর গ্রামে নিজের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ১৯৫৭ সালে প্রথম ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য হিসাবে তিনি নির্বাচিত হন। কমলপুর মহকুমার একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

অপহরণ কান্ডে ব্যবহৃত গাড়ি উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মোহনপুর, ১৭ জানুয়ারি ।। বৃহস্পতিবার দুপুরে মোহনপুরে রিংকু দেবনাথ নামে এক ব্যক্তির অপহরণ হওয়ার ঘটনায় অপহৃত ব্যক্তি আহত অবস্থায় উদ্ধার হওয়ার পর এদিন রাত্রিতে রিংকু দেবনাথের স্ত্রী হেলন দেবনাথের তরফ থেকে সিধাই থানাতে লিখিত অভিযোগ জানানোর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ঘটনার মাস্টারমাইন্ড সঞ্জু দেবনাথ, জীতেশ চৌধুরী সহ পুলিশি জালে আরও তিন যুবক যাদের নাম কিশোর দেববর্মা, সান্টু দেববর্মা ও সুমন দেবনাথ। ৭-২০২০ সেকশান ৩৬৪/৩৯৪/৫০৬/৩৪ সহ আরও একাধিক ধারায় মামলা নিয়েছে। পুলিশ চালাচ্ছে তাদের আইনি প্রক্রিয়ার কাজ পাশাপাশি বৃহস্পতিবার মধ্যেই পুলিশ অপহরণ কাণ্ডে ব্যবহার করা ভ্যান গাড়িটিতে পুলিশি হেপাজতে নিয়ে আসে যার নম্বর টিআর০১-ই০২৫৩।

ছাত্রের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি ।। যোগেন্দ্রনগর মহাশক্তি ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় প্রীতম চক্রবর্তী নামে নবম শ্রেণির এক ছাত্রের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার। তার পিতার নাম দীপঙ্কর চক্রবর্তী তিনি একজন দিনমজুর। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ বৃহস্পতিবার বিকেলের দিকে তার মা ও বাবার আবর্তমানে কোন এক অজ্ঞাত কারণে সে ঝুলন্ত অবস্থায় আত্মহত্যা করে। তার মা বাড়িতে এসে তার কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে এলাকাবাসীকে জানালে তারা এসে দরজা খুলে তার মৃতদেহ উদ্ধার করে। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। এক এলাকাবাসী জানালেন কোন প্রণয়ঘটিত কারণেই এই আত্মহত্যা করে থাকতে পারে।

নর্থ ইস্ট নজরুল এলাডেমির উদ্যোগে আগরতলা সুকান্ত একাডেমিতে শুক্রবার সন্ধ্যায় নজরুল সন্ধ্যা অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট বিভিন্ন অভ্যাগতরা। ছবি- নিজস্ব।

গুরুদাসপুরে সাফল্য বিএসএফ-এর, বাজেয়াপ্ত ২২ প্যাকেট হেরোইন ও পিস্তল

গুরুদাসপুর (পঞ্জাব), ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): পঞ্জাবের গুরুদাসপুরে বড়সড় মাদক পাচার চক্রের পর্দাফাঁস করল সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। শুক্রবার ভোররাতে গুরুদাসপুর সেক্টরের চৌন্ত্রায় বর্ডার আউট পোস্ট থেকে ২২ প্যাকেট হেরোইন বাজেয়াপ্ত করেছে বিএসএফ। প্রতিটি প্যাকেটের ওজন এক কেজি। এছাড়াও একটি পিস্তল এবং বেশ কয়েকটি গুলিও উদ্ধার করা হয়েছে। যদিও, মাদক পাচারকারীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার ভোররাতে গুরুদাসপুর সেক্টরের চৌন্ত্রা বর্ডার আউট পোস্টের কাছে সন্দেহজনক গতিবিধি নজরে আসে। সময় নষ্ট করে গুলি চালান বিএসএফ জওয়ানরা। ভয়ে পাকিস্তানের দিকে পালিয়ে যায় পাচারকারীরা। এরপর ওই এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ২২ প্যাকেট হেরোইন, একটি পিস্তল, ৯০ রাউন্ড গুলি, ওয়াইফাই কানেক্টর, দু’’টি স্মার্টফোনে, একটি সাধারণ ফোন এবং একটি পাইপ। যদিও, মাদক পাচারকারীদের পাকড়াও করতে পারেননি বিএসএফ জওয়ানরা।

যান দুর্ঘটনায় আহত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৭ জানুয়ারি ।। বাই সাইকেল চালিয়ে ভাগিনার বাড়ি যাওয়ার পথে দ্রুতগামী গাড়ির ধাক্কায় আহত এক শ্রমিক। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন জাতীয় সড়কে হাওয়াইবাড়ি এলাকায় বৃহস্পতিবার রাত ১১টা নাগাদ। বৃহস্পতিবার রাত ১১টা নাগাদ রতন বিশ্বাস নিজ বাই সাইকেল চালিয়ে হাওয়াইবাড়ির ভাগিনার বালিতে যাওয়ার পথে জাতীয় সড়কে দ্রুতগামী একটি গাড়ি ধাক্কা দেয়। কি গাড়ি কিছুই বলতে পারেনি আহত রতন বিশ্বাস। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় দমকল কর্মীরা। আহত রতন বিশ্বাসকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে আসে। তখন কর্তব্যরত চিকিৎসকআহত রতনকে জিবি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। এ ব্যাপারে আহত ব্যক্তির ভাগিনা জানায়, বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন। আহত রতন বিশ্বাসের বাড়ি আগরতলার চারিপাড়া এলাকায়। রতন হাওয়াইবাড়ির ভাগিনার বাড়িতে থেকে কাজ করত।

বাংলাদেশি যুবক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি ।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আগরতলার বিটারবন্দ এলাকা থেকে তিন বাংলাদেশি অবৈধ প্রবেশকারী যুবককে আটক করল রামনগর ফাঁড়ির পুলিশ। তারা অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে ঐ এলাকায় ঘোরাফেরা করছিল বলে জানান রামনগর ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। তবে তাদের কাছ থেকে কোন পাসপোর্ট বা অবৈধ জিনিসও উদ্ধার হয়নি বলে তিনি জানান।

বাদল চৌধুরিকে রাজনৈতিক হয়রানি ডিওয়াইএফের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি ।। বাম ছাত্র যুব সংগঠনের উদ্যোগে শুক্রবার রাজধানী আগরতলা শহরে প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত করা হয়। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বন্ধ করা এবং মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত করে বিরোধীদের হয়রানি ও অত্যাচারের বন্ধের দাবিতেই বাম ছাত্র যুব সংগঠন শুক্রবার ময়দানে নামে। তাদের সাথে পা মিলিয়েছেন সিপিআইএম পশ্চিম জেলা সম্পাদক পবিত্র কর সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। তিনি বলেন, ধর্মের নামে, জাতির নামে কেন্দ্রীয় সরকার দেশকে বিভাজন করার চক্রান্ত চালাচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন সিপিআইএম পশ্চিম জেলা সম্পাদক পবিত্র কর। বিরোধী দলের মিছিল মিটিং বন্ধ করা সহ অন্যান্য ষড়যন্ত্রমূলক কাজকর্মের তীব্র সমালোচনাও করেন তিনি।

জনগণের টাকা অপচয়, সিএএ নিয়ে পিন্নারাই সরকারকে খোঁচা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) : বিধানসভায় সিএএ-র বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ করানোর জন্য কেরল সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দায় মুখর হলেন কেন্দ্রীয় বিদেশ এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ভি মুরলীধরণ। জনগণের অর্থ অযথা নষ্ট করা উচিত নয় কেরল সরকারের বলে কটাক্ষ করেছেন তিনি।

শুক্রবার তিনি বলেন, দেশের আইন ও সংবিধানের উর্দ্ধে নয় কেরল সরকার। সিএএ-র বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ করে এবং আদালতে গিয়ে জনগণের টাকা অপচয় করা উচিত নয়। কারণ এর সঙ্গে কেরল সরকারের কোনও প্রকারের সম্পর্ক নেই।

উল্লেখ করা যেতে পারে কেরলে পর পঞ্জাব দ্বিতীয় রাজ্য হিসেবে সিএএ বিরুদ্ধে পাশ করাল।

সংসদের উভয়কক্ষে পাশ হওয়ার আইনে পরিণত হয়েছে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন। ধর্মের কারণে নিপীড়িত হয়ে আসা অমুসলমান উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা এই আইনে বলা হয়েছে।

করিমগঞ্জের নিরাপত্তা বলয়ে মোড়া এলাকায় এটিএম ভাঙার চেষ্টা

করিমগঞ্জ (অসম), ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) : দক্ষিণ অসমের আন্তর্জাতিক সীমান্ত জেলা সদর করিমগঞ্জে সাম্প্রতিককালে এটিএম ছিনতাইয়ের ঘটনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। প্রায়ই ঘটছে একের পর এক এটিএম লুটের ঘটনা। এবারও করিমগঞ্জের জেলাশাসকের কারাযালয় এবং বিচারবিভাগীয় আদালত সংলগ্ন উকিলবারের নীচে স্টেট ব্যাংকের একটি এটিএম ভেঙে অর্থ ছিনতাই করার চেষ্টা চালিয়েছে দুষ্কৃতীরা।

গতকাল গভীর রাতে দুষ্কৃতীরা এটিএম কাউন্টারের শাটার ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা চালায়। আজ শুক্রবার সকালে এটিএম কাউন্টারের শাটার ভাঙা দেখে স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা সদর পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সদর পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছে। তবে এটিএম-এর টাকা সুরক্ষিত রয়েছে বলে জানা গেছে। এদিকে এটিএম-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত বেসরকারি কোম্পানির পদস্থ কর্মচারীরা এসে মেশিনটি নিয়ে গিয়েছেন।

প্রশ্ন উঠেছে, আদালত চত্বর আর জেলাশাসকের কার্যালয়ের মতো নিরাপত্তা বলয়ে মোড়া এলাকায় কী করে নিশিকুটুম্ব তথা দুষ্কৃতীর আনাগোনা সম্ভব হয়। প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় যদি এভাবে দুষ্কৃতীদের নিয়মিত টহল থাকে তা-হলে সাধারণ জনবসতি এলাকায় মানুষের জানমালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কোন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সে ভাবনায় শঙ্কিত শহরের নাগরিকুল। এদিকে সদর পুলিশ বিষয়টি নিয়ে গুরুত্ব সহকারে তদন্তে নেমেছে বলে জানা গিয়েছে।

বছরের শুরুতেই সাফল্য ইসরো-র, সফল উৎক্ষেপণ জিস্যাট-৩০ স্যাটেলাইটের

বেঙ্গালুরু, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): নতুন বছরের শুরুতেই ফের সাফল্য পেল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)। সফলভাবে উৎক্ষেপণ হল ভারতের টেলিকমিউনিকেশন স্যাটেলাইট জিস্যাট-৩০ঊ ভারতীয় সময় অনুযায়ী শুক্রবার ভোররাত ২.৩৫ মিনিট নাগাদ দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পূর্ব উপকূলবর্তী উৎক্ষেপণ কেন্দ্র ফ্রেঞ্চ গিনি থেকে আরিয়ানা-৫ লঞ্চ ভেইকেলের (ভিএ-২৫১) সাহায্যে পৃথিবীর কক্ষপথে পাঠানো হয় জিস্যাট-৩০ উপগ্রহকে। এই মিশনের সময়কাল ১৫ বছর। প্রসঙ্গত, ফ্রেঞ্চ গিনি থেকে এর আগে ২০টি উপগ্রহ মহাকাশে পাঠিয়েছিল ইসরো।

জিস্যাট-৩০ আসলে জিস্যাট সিরিজের সবচেয়ে উন্নতমানের কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটঊ ৩৩৫৭ কিলোগ্রাম ওজনের জিস্যাট-৩০ উপগ্রহটি যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন আনবে। জিস্যাট-৩০ উপগ্রহের সফল উৎক্ষেপণের ফলে ভবিষ্যতে ভারতে টেলি যোগাযোগ, টেলিভিশন সম্প্রচার এবং ডিটিএইচ পরিষেবা আরও উন্নত হবে বলে দাবি ইসরোর মহাকাশ বিজ্ঞানীদের।

দুধ উৎপাদন বাড়িয়ে কর্মসংস্থানের পরিকল্পনা আছে সরকারের ঃ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি ঃ দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি করে বহিঃরাজ্যের ডেয়ারি কোম্পানির সহায়তায় রাজ্যে শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে বলে প্রাণী সম্পদ বিকাশমন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা শুক্রবার রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরীর এক প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন।

এ সম্পর্কে বিধায়ক শংকর রায়ের এক প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী চাকমা জানান, রাজ্যে বর্তমানে ক্রেতা সাধারণের কাছে দুধ বিক্রির জন্য একটি ডেয়ারি প্ল্যান্ট আছে। এছাড়া রাজ্য সরকার বেসরকারি ডেয়ারি কোম্পানির সহায়তায় উত্তর জেলার ধর্মনগরে গড়ে ওঠা ডেয়ারি উত্তরায়ন কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রোডিউসার্স ইউনিয়ন লিমিটেডকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

একই সঙ্গে ধলাই জেলার কমলপুরে একটি বেসরকারি ডেয়ারি প্ল্যান্ট গড়ে উঠেছে। শীঘ্রই এই প্ল্যান্টের প্রক্রিয়াজাত দুগ্ধ বাজারজাত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে জানান মন্ত্রী সান্ত্বনা। বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণের অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে প্রাণীসম্পদ বিকাশমন্ত্রী জানান, ত্রিপুরায় ৪,৫৬,৫৩০টি পরিবার পশুপালনের সঙ্গে যুক্ত এবং রাজ্যে দুগ্ধবতী গাভি রয়েছে ১,৮২,৭৬২টি। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকাশিত ২০-তম লাইভস্টক সেন্সাস (প্রভিশনাল) অনুযায়ী এই তথ্য দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, বর্তমানে গোমতি কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রোডিউসার্স ইউনিয়নকে ২,৪৬৪টি পরিবার দুধ সরবরাহ করে থাকে।

পঞ্জাব বিধানসভায় পাশ সিএএ বিরোধী প্রস্তাব

অমৃতসর, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) : কেরলের পর পঞ্জাব বিধানসভায় পাশ হল নাগরিকত্ব সংশোধিত আইন বিরোধী প্রস্তাব।

শুক্রবার কংগ্রেস শাসিত পঞ্জাব সরকারের পক্ষে রাজ্য বিধানসভায় প্রস্তাব পেশ করেন মন্ত্রী ব্রহ্ম মহিন্দ্রা। প্রস্তাব পেশের সময় তিনি বলেন, সংসদে আইনে পরিণত হওয়া সিএএ দেশজুড়ে সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। এই আইনের বিরুদ্ধে গোটা দেশে বিক্ষোভ সংগঠিত হয়েছে। পঞ্জাবেও এই আইনের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শন হয়েছে। বিভাজন তৈরি করা এই আইন সংবিধান বিরোধী। ভাষাগত এবং সংস্কৃতিগত ভাবে সমাজের কিছু অংশের মানুষকে বিপন্ন করে তুলবে এই আইন। পাশাপাশি ধর্মীয় দ্বিচারিতায় পূর্ণ এই আইন উদ্বাস্তুদের ধর্মের নামে বিভাজন তৈরি করবে। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার পরিপন্থী।

উল্লেখ করা যেতে পারে কেরলে পর পঞ্জাব দ্বিতীয় রাজ্য হিসেবে সিএএ বিরুদ্ধে পাশ করাল।

সংসদের উভয়কক্ষে পাশ হওয়ার আইনে পরিণত হয়েছে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন। ধর্মের কারণে নিপীড়িত হয়ে আসা অমুসলমান উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা এই আইনে বলা হয়েছে।

বিহারে সহর্সায় দোকান ও গোডাউনে ভয়াবহ আগুন প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা

সহর্সা (বিহার), ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): ভোররাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে বিহারের সহর্সা জেলায়ঊ আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ে গিয়েছে দু’টি দোকান এবং দু’টি গোডাউন। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেইঊ তবে, প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। শুক্রবার ভোররাতে সহর্সা জেলার সিমরী বখতিয়ারপুর এলাকায় অবস্থিত একটি দোকানে ভয়াবহ আগুন লাগে। আগুন লাগার পরই ওই দোকানে থাকা গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়। এরপরই আগুন আরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে পার্শবর্তী আরও একটি দোকান এবং দু’টি গোডাউনে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের সাতটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের প্রায় ৮ ঘন্টার প্রচেষ্টায় আয়ত্তে এসেছে আগুন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, শুক্রবার ভোররাত দেড়টা থেকে দু’টোর মধ্যে বথখতিয়ারপুরের প্রধান বাজারে অবস্থিত জয়সওয়াল সাইকেল স্টোরে আগুন লাগে। কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন আরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এই অবস্থাতেই দোকানের কাছে রাখা গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়। এরপর সংলগ্ন একটি দোকান এবং দু’টি গোডাউনে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের মোট সাতটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের প্রায় ৮ ঘন্টার প্রচেষ্টায় সকালে নিয়ন্ত্রণে এসেছে আগুন। এই অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

বেঙ্গালুরুতে প্রহৃত বিজেপি-আরএসএস কর্মী : গ্রেফতার ৬ জন এসডিপিআই সমর্থক

বেঙ্গালুরু, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): কর্ণাটকের রাজধানী বেঙ্গালুরুতে বিজেপি (ভারতীয় জনতা পার্টি) এবং আরএসএস (রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ) কর্মীদের উপর হামলায় ঘটনায় ৬ জন এসডিপিআই সমর্থককে গ্রেফতার করেছে পুলিশঊ শুক্রবার সকালে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়া (এসডিপিআই)-র ৬ জন সমর্থককে গ্রেফতার করেছে বেঙ্গালুরু পুলিশ। বেঙ্গালুরুর পুলিশ কমিশনার ভাস্কর রাও জানিয়েছেন, ‘৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, প্রত্যেকেই এসডিপিআই সমর্থক। সিএএ সমর্থনকারীদের উপর হামলা এবং বেঙ্গালুরুতে গণ্ডগোল করার জন্য তাদের প্রত্যেককে ১০,০০০ টাকার করে দেওয়া হয়েছিল। এবার এই ঘটনার তদন্ত করবে সন্ত্রাস-দমন শাখা।’ গত ২২ ডিসেম্বর সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ)-এর সমর্থনে মিছিল বের হয়েছিল বেঙ্গালুরুতে। ওই মিছিলেই হামলা চালানো হয়েছিল। প্রহৃত হয়েছিলেন বিজেপি ও আরএসএস কর্মীরা। ওই হামলার ঘটনাতেই শুক্রবার ৬ জন এসডিপিআই সমর্থককে গ্রেফতার করেছে বেঙ্গালুরু পুলিশ।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।